এলাহি ভরশা।

সন ১৩২৩ সাল

* এই কেতাবের নাম *

বড় নিজাম পাগলার কেচ্ছা।

* প্রনেতা *
* মরহুম মুন্‌শী মহাম্মদ সাহেব *
খরিদাসুত্রে মালিক

কলিকাতা ১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট পুস্তকাল হইতে
মহাম্মদ কোরবান আলি দ্বারা পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত
ও প্রকাশিত।

১০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ওসমানিয়া প্রেসে,
শ্রীমহাম্মদ কোরবান আলি দ্বারা
মুদ্রিত

মুল্য।০ চারি আনা মাত্র।

এলাহি ভরশা।

সন ১৩২৩ সাল

* এই কেতাবের নাম *

বড় নিজাম পাগলার কেচ্ছা।

* প্রনেতা *

* মরহুম মুন্‌শী মহাম্মদ সাহেব *

খরিদাসুত্রে মালিক

কলিকাতা ১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট পুস্তকাল হইতে মহাম্মদ কোরবান আলি দ্বারা পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও প্রকাশিত।

১০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট ওসমানিয়া প্রেসে,
শ্রীমহাম্মদ কোরবান আলি দ্বারা
মুদ্রিত

মুল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

* হামদো নাথ *

* লঘু ত্রিপদী * করিম গফ্ফার, সংসারের সার, সবায় মোক্তার তিনি ॥ আদি অন্ত সব; সকলের রব, মাবুদ কাদের গনি * একাসে মোক্তার, নাহি পরিবার, নেযা তার সর্ব্ব ঠাই ॥ দাতা পরোহিতা, সকলের কর্ত্তা, ক্ষেমতার হদ নাই * যত চরাচর, স্থাবর অস্থাবর, সব তার হইল বসে ॥ আজ্ঞা অনুসারে, তারকির্ত্তি জোরে, নৌকা বেড়ায় ভেসে * তরো২ কিস্তি, কৃপায় ভুপতি, পাপি পার করে আপনি ॥ সংস্কটে সদয়, বিপদে সদয়, অধমের কাণ্ডারি তিনি * তিনির মহিমা, কে করিবে সীমা, অসিম মহিমা তার ॥ পীর পয়গম্বরে, না পারিল জারে, কার সাধ্য পারে আর * আছমান জমিনে, জত হুরিতনে; না পারিল হাঁমদো ছানা ॥ কেবা বোঝে লিলা, কেবা বোঝে খেলা, কেবা বোঝে কারখানা * আপে আল্লা পাক, জমিন আফলাক; পয়দা কৈল জারসানে ॥ মহাম্মদ রছুল; আহম্মাদে মকবুল, কেবা আছে দোজাহানে * তিনি না পারিল, কে পারিবে বল, হামদো ছানা করিবারে ॥ করিয়া পিয়ার; খাতেরে জাহার, পয়দা কৈল এ সংসারে * আমি এ নাদান, মুক্কের প্রধান, কি জানি তারিফ তার ॥ এক মুখে মেরা, শত মুখ ছারা, দেয় জদি পরোয়ার * পানি দরিয়ার, ছেহাই তাহার, হয় সবে জদি মিলে ॥ গাছ পালা আদি; কলম হয় জদি, দুনিয়া কাগোচ হৈলে * তবু হামদো তার, না হবে সোমার, লিখিবারে সে মহিমা ॥ কার সাদ্ধ আছে, দুনিয়ার বিচে, করিবারে তার সিমা * আমি হিন সাদ্দি, নাহি আছে বুদ্দি, দেহ সাদ্দি সাধিবার ॥ তুমি অর্দ্ধো সাদ্দি, নাহি দিলে সাদ্ধি, কার সাদ্ধি পায় পার *

* কেচ্ছা শুরু ও মহোন সদাগরের বয়ান *

* রাগ পয়ার *

আজাএব কাহিনি একসোনো বেরাদার ॥ লিখিয়া জানাই কিছু বয়ান তাহার * পশ্চিম দেসেতে ছিলো মহোন নামেতে ॥ তার ছানি সাধু নাহি ছিলো সে দেসেতে * ছাখাওত ছিলো বড় কি কবো বয়ান ॥ কি লিখিবো হাল তার হাতেম সমান * আল্লা তালা মাল এতো মহোনে দিইলো ॥ তাহার হেছাব আমি কি লিখিবো বলো * আছিলো অতিত খানা চাল্লিস মাকান ॥ গরিব কাঙ্গালে খানা খেলান পেলান * কোন বাতে গম নাহি আছিল তাহার চাকর নকোরে দেখে জান বরাবর * এক সতো ছিল খালি হাবসি গোলাম ॥ অন্দোর মহলে তারা থাকিতো মদাম * লেঙ্গুটী আর দাই বান্দি তিন সও ছিল ॥ খাদেম সত্তর জোনা হাজের আছিল * চার সওছিল খালি চাকোর নফোর ॥ হাতি উঠ ঘোড়া ঘুড়ি ছিলেক বিস্তর * কত বাগ বাগিচা ও সুন্দর দেখিতে ॥ মনো সোগ দূরে জায় গেলে সে বাগেতে * চিড়িয়া খানার বিচে অবলা জানওয়ার ॥ ঝাকে২ খেলিতেছে দেখিতে বাহার * কাকাতুয়া হিরা মোন তোতা বুক বুকি ॥ নাচে খেলে আমোদেতে কতো জাতি পাকি * খঞ্জন খঞ্জনি আর মউর মউরি ॥ সারি শুক খেলে আর কতনর নারি * এইসব চিজে সাধু আনন্দিতে ছিল ॥ কোন বাতে গম নাহি দেলেতে আছিল * কিন্তু এক বাতে তার দেলে ছিল দাগ ॥ অন্ধকার ছিল ঘর নাছিলো চেরাগ * বেটার কারোনে বড়া ছিল বেকারার ॥ হামেসা মাঙ্গিতো দোওা দরগাতে আল্লার * না আওলাদ কৈলে মুঝে আয় পাকবারি সোকর ছবোর বিনে আর নাহি পারি * এই বাতে দেলে বড়া রহে মোনস্তাপে ॥ আল্লা জাকে রাজিহয় রাখে কার বাপে * হাম্লেলহইল বিবি এলাহির চাহা ॥ পয়ারে রচিয়া অধিনেতে কহে এহা *

* গান *

অগো কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥
সকোলি করিতে পারো অগো নৈরাকার *
পাহাড়কে করো আবাদিঃ জঙ্গোল কে করো নদি ॥
তোমার কির্ত্তি বোঝে বিধিঃ সার্দ্ধো আছে কার *

রাগ ত্রিপদি ছন্দ ✳ নয় মাস গোজারিলো, খালাছের দিন আইলো, রহে বিবী বড়া পেরেসান॥ খালাছ হইলো বিবী, জেন সে ইউছফ নবি, পয়দা হৈলো এলাহির সান ✳ এয় ছাই ছুরাত হেনো, ছুরাতের বান জেনো, সাগরেতে আসিয়া পৌছিলো॥ চাঁদ সুর্জ্জ তার সাতে, না পারে তুলনা দিতে; সরো মেতে ছাপাইয়া গেলো ✳ বান্দিগন তার পরেঃ কহে ছওদাগর তরে, দৌড়িয়া কহিলো খবর॥ ছওদাগর এহা সোনে, দৌড়াইয়া ততোক্ষোনে, আইলেন মহোল ভিতর ✳ দেখিয়া পুত্রেরমুখ পাসোরিলো সব দুখ, খুসিতে অজুদ ফুলে গেলো॥ এতো খুসি হৈলো সাহা, বয়ান করিতে তাহা, কলোম জে আজেজ হইলো তার পরে গেলো চোলে, খুসিতে ভাণ্ডার খুলে, করিলেন বহুতি খয়রাত॥ চাহিয়া বেটার খুবি; ছওদাগর আর বিবী, দোওা মাঙ্গে ওঠাইয়া হাত ✳ গরিব কাঙ্গাল গন, পাইয়া বহুত ধোন, তালেবর হৈলো ঘরে২॥ দুখ নেভাইয়া গেলো, সকোলেতে খুসি হৈলো; দোওা কতো জোনে২ করে ✳ সরদারে তার পরে, ডাকিয়া হুকুম করে, করিবারে খুসির ছামানা॥ শুনিয়া সরদার জতো, খুসির ছামানা কতো; ঠাই২ সান আমি রানা ✳ নাচ বাজা ঠাই২, তাহার সোমার নাই, নওবত বাজে মিনা রাতে॥ সহোরের চারি ধারে ঃ দিলো আয়না বন্দি কোরেঃ আহা কিবা বাহার দেখিতে ✳ সহোরের জতো জোনাঃ ঘরেতে না খায় খানাঃ মন মতো সকলেতে খায়॥ আপনার ঘর ছেড়েঃ এখানে রহিলো পড়েঃ চায়েনেতে ফেরেন সবায় ✳ হেথা ফের মহোলেতেঃ গায় গিত খোসালিতেঃ মেরা সিন খুসি হৈয়া দেলে॥ নাচে গায় ছন্দে বন্দেঃ আহা কিবা পরি বন্দেঃ কেহ লাড়কালাইয়া জে কোলে✳ দুই খানি চরো নেতেঃ নেপুর দিইয়া তাতেঃ নাচে সবে পেকোম ধরিয়া পিন্দে বানা রসী সাড়িঃ মন জেনো লেয় কাড়িঃ রসিকের মন ভোলাইয়া ✳ বারো তেরো বরছেরঃ ছেন সাল তাহাদেরঃ কি লিখিবো তাহাদেরছান্দ॥ ফুলেতে কমোল কলি ঃ দেখিলে সে ভোলে অলি প্রেমিকের গলে দেয় ফাদ ✳ এরূপেতে নাচে গায় ঃ খুসির মোজাতায় মাম্নিলেক সবার দেলেতে॥ মহাম্মদ মুনসি বলে, মরসেদের পাও তলেঃ গান এক সোনো সকোলেতে ✳ .

* গান *

দেখো দেখো২ সখি　　দেখ লো আসি
জেন নব চন্দ্র ভুমে পরেছে সসি ॥
আহা কি নাসিকার রেখা;　　কিবা দুটী চক্ষু বাকা
দেখে মন জায় না রাখা, এ বাকা শশি ॥
জদি পেতাম এ সামেরে,　　রাখিতাম হৃদমাঝারে,
সুবর্ণের ডোরা করে রাখিতাম খুসি *
মহাম্মদ মুনসি বলে,　　ঐজলনে মরি জলে,
পরে এই মায়া জালে লিয়াছি ফাসি *

* রাগ পয়ার *

এরূপেতে নাচ ওালি মহলেতে গায় ॥ কোদরত এলাহি রাত গোজারিয়া জায় * জে জাহার মকানেতে গেলেন চলিয়া ॥ তার পরে নজ্জুমেরে আনে বোলাইয়া * কহে মোহন ছওদাগর নজ্জুম সকলে ॥ লাড়কার আহওাল দেখ তালে নামা খুলে * আর নেক ছায়েত দেখে রাখা চাই নাম ॥ নজ্জুম সকলে সুনে করে সেই কাম * খুলে তানে নামা সবে দেখেন গুনিয়া ॥ মালুম করিয়া কহে সাধুর লাগিয়া * কিস্কর হইল নাম বিছারাশি হয় ॥ নছিব বোলোন্দো বড়া কেতাবেতে কয় * আলেম হইবে কেহ জিনিতে নারিবে ॥ আর এ তারিফ বড়া দেখিনু কেতাবে * তাহাবাদে নজ্জ মেতে পাইয়া এনাম ॥ চলিয়া আইলো সবে জার জে মোকাম * এখানেতে ছওদাগর পুত্র পালিবারে ॥ দুই দাই মোকরোর দুধ পেলাইবারে * লালোন পালোন দাই লাগিলো করিতে ॥ লাহজা ভর কেহ নাহি ডালিতো জমিতে * দাই মামা এরূপেতে পালিতে লাগিলো ॥ পাচ সালে পাও জবে কিস্কর দিইলো * মোক্তোব খানায় তবে দিইলো পড়িতে ॥ কাবেল ওস্তাদ পেয়ে পড়ে দিন রাতে * দশ বরোছের জবে ওস্কোর হইলো ॥ আল্লাতালা এলেমের দরিয়া তায় দিলো * বাকি না রহিলো কিছু চৌদা এলেম ॥ একে২ সিখিয়া জে হইলো তালেম * হুনুর হেকমত ফের সিখিতে লাগিলো ॥ কেহ না জিনিতে পারে এয়ছাই হইলো * থোড়া রোজে সিখিলেন এলেম তামাম আলেমের কাছে বড়া হইলেক নাম * হুনুর হেক মত কাম সিখিলো তাবুত ॥ লড়ায়ের ফন্দে বড়া হইল মজবুত *

মহনছদাগর এহা দেখিয়া খোসাল ॥ আপনার মনে সাধু করে এ খিয়াল ※ এয়ছা বেটা মোরতরে দিইলো গফফার ॥ সবকামে দেখি বড়া হলো হুসিয়ার ※ এই রুপে ভাবে সাধু আপনার মোনেতে ॥ লাড়কারে ভেজিবো এবে বানিজ্জো করিতে ※ এতেক ভাবিয়া সাধু কিঙ্করে ডাকিয়া ॥ ছওদাগরি কামে জাহো জাহাজ লইয়া ※ এ কথা কিঙ্কর শুনে আরোজ গোজারে ॥ খরিদ করিয়ামাল দেহোনা আমারে ※ ছওদাগরি কামে জাবো সোনো বাবা জান ॥ পয়ারে রচিয়া কহে অধোম নাদান ※

※ ছওদাগর জাদা কিঙ্কর ছওদাগরিতে জায় ※

※ পয়ার ছন্দ ※ ছওদাগর জাদা কহে কদমে বাপের ॥ ছাতিপরে হাত দিয়া করেন জাহের ※ ছফোরের ছরোঞ্জাম খরিদ করিয়া ॥ দেহো আপে বাবা জান আমার লাগিয়া ※ ছওদাগর এই কথা বেটার শুনিয়া ※ বাগে২ দেলবিচে খোসাল হইয়া ※ ভালো২ চিজ বস্তু খরিদ করিয়া ॥ সাত খান জাহাজেতে দিলো চাপাইয়া ※তার পরে ছায়েত বুঝিয়া ছওদাগর ॥ মালিক কাপ্তান দিয়া চাকোর নফোর ※ বিদায় করিয়া দিলো কিঙ্করের তরে ॥ মানাইয়া বহুতর আল্লার দরবারে ※ বাদ বান খেচে বান্দে নঙ্গর তুলিয়া ॥ হাওাভরে চলে কিস্তি শুহাওা পাইয়া ※ রাত দিন চলে কিস্তি দরিয়া উপরে ॥ রাহা বিচে কোন খানে আরাম না করে ※ এই রুপে এক মাস গোজরিয়া গেলো ॥ দোছোরা সহোরে এক জাইয়া পৌছিলো ※ জাইয়া পৌছিলো জদি দরিয়া কেনারে ॥ জাহাজ নঙ্গোর কৈল ভাবিয়া আখেরে ※ সহোরের লোগ জতো খবর পাইয়া ॥ মহাজন লোগ জতো পৌছিলো আসিয়া ※ সকলে করিলো দেখা কিঙ্করের সাতে ॥ ভালা বুরা বাত চিত করে নানা মতে ※ তাহা বাদে জে জাহার চিজের দরকার ॥ খরিদ করিয়া লিলো খোসাল হাজার ※ তাহাতে বহুত নাফা কিঙ্করের হৈলো ॥ সে দেসের চিজ ফের খরিদ করিলো ※ নঙ্গর তুলিয়া দিলো জাহাজ খুলিয়া ॥ ওঠাইয়া দিল পাল চলিল ভাসিয়া ※ কতো দিন এরূপেতে ভাসিয়া চলিল ॥ বন্দোর বিচেতে এক জাইয়া পৌছিল ※ সেই দেসে বাদসা এক বড়া নামদার ॥ হাসমত দাবদবা আর জোরে জোরোয়ার ※ খান২ বলিয়া

নাম বাদসার আছিলো ॥ তাহার জোরেরকথা কতো দুর গেলো * তলওার ধরিলে বাদসা পাহাড় ফাড়িতো ॥ সেরনর ডর পেয়ে ভাগিয়া জাইতো * তার পরে কিঙ্কর আড়ায় উঠিয়া ॥ দামামায় চোট মারে এলাহি ভাবিয়া * তামাম সহোরে তার হইলো খবর॥ আসিয়া পৌছিলো এক নামি ছওদাগর * খান২ বাদসাজদি খবর শুনিলো॥ কোতওালে ভেজিয়া দেহো উজিরে কহিল * উজির শু: নিয়া দিল ভেজিয়া কোতওালে॥কোতওাল হুকুম পেয়ে সেই ঘড়ি চলে*যেখানেতে কিঙ্করের জাহাজ ঘাটেতে ॥ কোতওাল পৌছিল গিয়া জাহাজঘাটেতে*বাদসার হুকুমজাহা কহিল তাহায়॥আলম্পা না এই ঘরি বোলায় তোমায় * সুনে ছওদাগর জাদা খুসিতে ভরিয়া ॥ কোতওালের তরে কহে ছালাম জে দিয়া* বাদসারহুকুম মেরাতাজ সেকেন্দারি॥ এইঘড়ি জাবো আমি না করিবো দেরি*এত বলি এক খান লইয়া আফতাবা ॥ লাল মতি সাজাইয়া জাতে পায় সোবা* তার পরে কিঙ্কর লেবাছ পিন্দিয়া ॥ সেই খাঞ্চা গোলামের মাথা পরে দিয়া * চাকোর নফোর লিয়া জাহাজ হইতে ॥ ছওদা গর জাদাওতারিলকেনারেতে* আগেতে কোতওালচলে পিছেতে কিঙ্কর ॥ জাইয়া পৌছিল সবে বাদসা বরাবর * বসিয়া আছেন বাদসা তক্তোরোঙা পরে ॥ চারদিগে উজির নাজির আছে ঘিরে * নকিব চোবদার কত ঘিরে চৌদিগেতে ॥ চামোর ফেরায় কেহ বাদ সার গায়েতে*দেখিয়া উজিরজাদা আদোবরাখিয়া॥ ছালামতছলিম করে ছের ঝোকাইয়া * তার পরে হাতে২ নকিব চোবদার ॥ ছও গাত পৌছাইল হুজুরে বাদসার * ছওগাত দেখিয়া সাহা হাজার খোসাল ॥ কিম্মতের ওর নাই সেই সব মাল * তার পরে বাদসা কহে কিঙ্কর লাগিয়া ॥ কোন দেসে ঘর বাবা কহো বোঝাইয়া * কোরনেস করিয়া কহে ছওদাগরজাদা॥ আলম্পানা বাদসা জিউ দওলত জেয়াদা * ফলানা দেসেতে মেরা জানিবে মোকাম ॥ ছও দাগরি পেসাএই জান মেরা কাম *মুল্লুকে২ ফিরি ছওদাগরিভেসে কেছমতের জোরে পৌছি আপনার দেসে * বাদসা সুনিয়া ফের লাগিল কহিতে ॥ এমন বয়েসে ফের দেস বিদেসেতে * সাবাস মা বাপ তেরা কলেজা ধরিয়া ॥ বিদেসে ভেজিয়া দিল তোমার লাগিয়া এতেক বলিয়া সাহা কিঙ্করের তরে॥বসাইলসাধুবরে কুরছির উপরে

বহুত পেয়ার করে ছওদাগর জাদায় ॥ খানা পানি নিয়ামত আনিয়া খেলায় * তাবাদে কিঙ্করে কহে বেডর হইয়া ॥ আমার সহোরে ফেরো বেবসা করিয়া * আর জদি থাকিবারে চাহো বাবাজান ॥ থাকিবারে দিই এক পাকিজা মাকান * কিঙ্কর শুনিয়া কহে জত দিন রবো ॥ সহোরে ছায়ের কোরে জাহাজেতে রবো * আপনার দোওা হৈতে সোনো নামদার ॥ কোনো বাতে কমিনাহি জাহাজে আমার * বাদসা শুনিয়া ফের লাগিল কহিতে ॥ জতো দিন রবে বাবা মেরা সহো-রেতে * রোজ২ দেখা দিয়া জাবে একবার ॥ খোসাল হইবো তেরা দেখিলে দিদার * তাহাবাদে জামা জোড়া কিম্মতি আনিয়া ॥ সাধু বরে আলম্পানা দিল পেন্দাইয়া * ছওদাগর জাদা তবে এনাম পাইয়া ছালাম করিয়া চলে রোখছত হইয়া * পৌছিলেক আপনার জাহা জের পরে ॥ খুসি খোসালিতে রহে গম নাহি করে * রোজ২ জায় মর্দ্দ হুজুরে বাদাসার ॥ দেখা দিয়া জাহাজেতে আসে আরবার * এক দিন বসেছিল বাদসার হুজুরে ॥ হেনো কালে একমর্দ্দ পৌছিল দরবারে বাদসাকে ছালামকরে আদোব রাখিয়া ॥ আপনার হাল কৈল বাদসার লাগিয়া * নও জয়ান কহে ফের বাদসা বরাবরে ॥ সরকারে নওকরি কিছু চাহি করি বারে * বহু দুর হৈতে আমি এসেছি হেথায় ॥ নামের ছেফোত লোগ মুখে সোনা জায় * এখাতেরে আসিয়াছি সোন নামদার ॥ কদোমে আরোজ এই সোন নামদার * বাদসা বলে থোড়া রোজরহ মেরা ডেরে ॥ নওকরি দেলাব আমি তোমার খাতেরে এরছাই সুনিয়া মর্দ্দ ভরিল খুশিতে ॥ হাজের থাকিত রোজ বাদসার আগেতে * এই রুপে কতো দিন খুশিতে গোজারে ॥ মহাম্মদ মুনশি কহে রচিয়া পয়ারে *

* এক বিদেসি জওানের জবানি কমলা বতির ছুরত *
* সুনিয়া কিঙ্কর বেকারার হয় ও আখেরে ফকি *
* রের ভেসে তালাসে জায় তাহার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ *

এই রুপে সেই মর্দ্দ বাদসার দরবারে ॥ রোজ২ দরবারেতে আসা জাওা করে * কিঙ্করের সাতে বড় মহব্বত হৈল ॥ লহজা ভর

কেহ কারে ছাড়িতে নারিল * কখন জাহাজে আসে লইয়া তাহায় দরবারেতে কভু২ দুজনাতে জায় * এক রোজ কিঙ্কর পুছিতে লাগিল ॥ কোন দেশে ঘর ভাই বিবোরিয়া বল * সুনিয়া জওান কহে সোন নামদার ॥ পশ্চিম দেসেতে ঘর জানিবে আমার * দক্ষিন রাজ্জেতে ছিনু করিতে নওকরি ॥ অন্দর মহলে রোজ আসা জাওাকরি*সুনে ছওদাগর জাদা ফের তারে কয় ॥ রাজার আহওাল কিছু সোনাও আমায় * কেমন সে নরপত্তি কেমন বিচার ॥ কেমন পালোন করে রায়েত প্রজার * পুত্র কন্যা কয় জোনা কহ মোর তরে ॥ এ কথা জওান শুনে কহেন কিঙ্করে * কি কবো তারিফ তার সুন ছওদাগর ॥ এক মুখে নাহি হয় বয়ান তাহার * আবহাওা মিঠা২ বহিছে হামেস ॥ খুসি খোলালিতে সবে করেন আয়েশ * জতেক রায়েতগন খুশি ঘরে২ ॥ গম পেরেশানি কেহ জানিতে না পারে * কি কবো হাশমত আমি সেইত রাজার ॥ সেই দেসে কাম চলে হোকুমে তাহার * বেশোমার মাল মাত্তা আর হাতি ঘোড়া ॥ ছেপাই কেল্লার বিচে কতো আছে খাড়া * বাগ ভাল কতো সতো মহিষ গাণ্ডার ॥ মেড়া মেড়ি গরু গাধা কে করে সোমার * গলি কুচা কিবা ঢাচা শান আমিরানা ॥ রোগ সোগ দুরে জায় দেখে যেই জোনা*চৌদিগেতে গড়বন্দিনহর পানিয়া॥ঝলকমারিছে এয়ছাদুধের তাছির * চারদিগে কুরাছ ফেলা সোনা জড়া তায় ॥ অতি সু গঠন চক্ষু ধরা নাহিজায় * আর তার চারদিগে ফুলের কিয়ারি ॥ কুসুম মালোতি ফুটীয়াছে সারি২ * কতো জাতি ফুল তায় রহিয়াছে ফুটে মধু লোভে ভ্রমরা জে বেড়াইছে ছুটে * গন্দরাজ জুই জবা মল্লিকে মালোতি ॥ মাধোব সেউতি আর কতো নানা জাতি * গোলাব টগর চাপা ফুটেছে চামেলি ॥ মধু আসে গুন গুন করিতেছে ওলি * আর শুন ছদাগর আরজ আমার ॥ এক বেটী বিনে তার কেহো নাহি আর*বারো বরছের জবে হৈল ছেন সাল ॥ কি কবো রূপের কথা সুর্জ্জের মেছাল *ধপ ধপ জলে হেন আন্ধারার বিচে ॥ নুতন জৌবন তাহে বাহার দিয়াছে * কি কবো মাথার কেস কাল নাগ হেন॥ ঘুঙ্গরি বালেতে খোসবু আতর জেমন*আসিয়া পড়েছে কেসনিচেতে জানুর॥ পেশানি উপরে জেন চমকিতেছে নুর * কি কহিব দুটী আঁখি বয়ান করিয়া ॥ জেনো দু চক্ষেতে পানি চলেছে

বহিয়া * আহা কি চক্ষের পরে ভুরু দুটি জোড়া ॥ সেকারিতে কামানেতে দিইয়াছে চড়া * নাসিকার কথা আর কি দিবো সাবাসি রাধিকার মোন লোভা শ্রীকৃষ্ণের বাসি * কিদিবো তুলনা আমি সে দুটী ঠোটের ॥ জেনো আলতা গোলা আছে উপরে মুখের * আর সে বত্রিস দাঁত কি কহিব হায়॥আনারের দানা হেনো আয়না চমকায় * কি কব গলার কথা নাহি জায় লেখা ॥ পান খেলে লালি তায় সব জায় দেখা * আর তার দুটী হাত বেলুন মতন ॥ কুন্দিকারে কুন্দে কাট রাখিল জেমন * আর কমর তার এমন বা রিক ॥ ধরিলে পাঞ্জায় তার ধরা জায় ঠিক * দুইটি চরন তার কি কব বাখানি।চলিলে চলন তার জেমনখঞ্জনি*কি রুপে কহিব আমি সে রুপের বানি ॥ সে রুপ দেখিলে তপ ছেড়ে দেয় মনি * অধমনাপাক কহে জনাবেসবার॥ মধুর সুরেতেগান সোন বেরাদার

* গান রাগিনি বাহার তাল আড়া খেমটা *

ধন্ন ধন্ন বিধি সেযে ধন্ন কারিগর ॥
কি গড়ন গড়েছে বাঁকা, বাঁকা চমৎ কার *
কিবা সে নয়নের রেখা, কিবা দুটী চক্ষু বাঁকা, আহা মরি
কিবা বাঁকা, চলন তাহার ॥ কি দিব রূপের তুলনা,
আমি তাহা খুজে পাই না, দেখলে পরে মনি জোনা;
অমনি প্রানে হয় সংহার * হিন কবিকারে বলে, মোর
সেদের পদতলে, না দেখিনু ভুমণ্ডলে, হেনরূপ ভঙ্গিকার *

* রাগ পয়ার *

কিঙ্কর তামাম হাল জখন শুনিল ॥ কান লাগাইয়া মর্দ্দ সুনিতে আছিল* এস্কে জোশ ছের পরে চড়িল আসিয়া ॥ মজবুতের সাতে তারে লইল বান্ধিয়া * না দেখে বিবির তরে সাধুর কুমার ॥ বেগ ড়িয়া গেল দেল না মানে কারার * খাওা পেওা নিন্দ ভুক সকলি ছাড়িল ॥ সদাই জে নাম তার জপো মালা হৈল * শুনিয়া বিবির কথা নিন্দ নাহি ধরে ॥ দেলের চক্ষেতে কান্দে ফোকারিতে মারে * জাহাজ হৈতে কভু নাবিয়া আড়াতে। কমলা বতির তরে লাগিল

চুড়িতে * কখন জাহাজে মর্দ্দ দৌড়িয়া জায় ॥ মনে করে আইল বুঝি চুড়িতে আমায় * এ রূপেতে কিস্কর মাশুক খাতির ॥ ছেলে মর্দ্দ সুখে আহা হইল অস্তির * ধিরে২ কান্দে সাধু শুয়ে বিছানাতে ॥ বালিস ভিজিয়া গেল চক্ষের জলেতে * সে হেন সোনার ছবি বেগড়িয়া গেল ॥ ভাবিতে২ রঙ্গ সিটা তার, হৈল * জেয়ছা ফজরের ওক্তে চেরাগের রৌশনি॥কমে জায় নাহিরয়তেমনি নেসানি*তেমনি হইয়াগেল সাধুর কুমার॥সোনা ছিলরাং হৈল মরন আকার * ভেবে ভেবে কিস্কর হইল বেতাব ॥ বিবির গমেতে জান হইল কাবাব * নাহি জেনে ছিল মর্দ্দ পিরিতি কেমন ॥ পিরিতের এতো জালা জানে কোন জোন * আর এয়ছা মনে মনে সাধু বর ভাবে ॥ কেবা তার অন্যাসন আমাকে বলিবে* এ রিত ঘটিবে জদি আপে জানিতুন ॥ কেনোবা তাহার নাম কানে সুনিতুন * এই কথা বলে আর হায় হায় করে ॥ এস্কের খারাবি কতো দেখ বেরাদরে জারতরে এস্কেজোন আসিয়াচড়িল॥সেই জানে তার দর্দ্দ জাহাকে বিতিল * চাহার দরবেশে দেখো হাল বেরাদর ॥ এস্কেতে মজিয়া কতো হৈল ছারখার * ছওদাগর, ছিল কেহু কেহু বাদসা ছিল ॥ কেহোবা সে সাহাজাদা ফকির হইল*কওছার বাদসার বেটাহরমুজ নামেতে॥ কতো দুক্ষ খেচলেক গোলের পিরিতে * ফরহাদ সিরির পরে মায়েল হইয়া ॥ আপনা মাথায় মারে বাইস তুলিয়া * মজনু লায়লির পরে আছিল এমন ॥ আসকে কোত্তার মুখে খাইল চুম্বন* জোলেখা ইউছুফ পরে আসক হইয়া । ছুরিতে আপন হাত ডালিল কাটিয়া * এয়ছা২ কতো জোনা পিরিতে মজিয়া॥ কতো দুক্ষু পাইয়াছে মাশুক লাগিয়া * জার তরে বিতিয়াছে জানে সেই জোনে ॥ জাহাকে না বিতিয়াছে জানিবে কেমনে * মহাম্মদ অধিন কহে এলাহি ভাবিয়া ॥ হাকিকি মাশুক সাতে মজো মন দিয়া *

* গান *

জে জোন জানে না প্রেম সে মজা জানে কি তার ॥
জে মজেছে সেই জানে অন্নে কি জানিবে আর *
জদি প্রেমের রাখো আস, আপনার করো সর্ব্বনাস, তবে
হবে বসবাস, নইলে কিবা ধার ধারো ॥ কহে মহাম্মদ

মুনসি, প্রিয়েজদিরাখো খুসি, তবে হবে হাঁসি খুসি, বুঝে শুজে প্রেম করো *

* পয়ার * এস্কের নেসাতে জেবা হয় গেরেপ্তার ॥ নাহি ছোটে জতো দিন না হয় দি দার * এই সোগে কান্দে সাধু নিরালায় বসি ॥ দনো আঁখে আঁছু তার বহে দিবা নিসি* এয়ছা ভাঁতে কতো রাত্ত জায় গোজারিয়া ॥ মছলত করেন সাধু একেলা বসিয়া * মাল মাত্তা লোক জোন কি কামে আসিবে। মাসুকের দায়ে জদি জান মেরা জাবে * সকলে ছাড়িয়া জাবো ফকির হইয়া লইব আল্লার নাম গলে তছবি দিয়া * এয়ছাই মছলত করি দেলে আপনার ॥ আছমানের পানে মর্দ্দ তাকে বারেবার * এই কথা দেলে দেলে ভাবিতে ভাবিতে॥ আফতাব গাএব হৈল পশ্চিম দিগেতে * সাম হৈয়া গেল জদি মরজি এলাহির ॥ বিবির তালাসে জেতে করেন ফিকির * সাহানা লেবাছ জতো গায়েতে আছিল ॥ ওজুদ হইতে সব ফেকিয়া জে দিল * তাহা বাদে ফকিরি লেবাছ লিলো তুলে ॥ ফকির হইল সাধু জুব্বা দিয়া গলে*খোড়েক লিলো মাল কিস্কতে জেয়াদা ॥ আখেরে ভারিয়া লিলো ছওদাগর জাদা * নেকলিল পুসিদায় কেহু নাহি জানে ॥ সহর ছাড়িয়া চলে ময়দানে ময়দানে * কতো দুর এয়ছা ভাঁতে নেকলিয়া গেল ॥ রাত গোজারিয়া জদি ফজর হইল * এই রূপে চলে মর্দ্দ ময়দানে২ ॥ আজিম সহর এক দেখিল ছামনে * জাইয়া বস্তির বিচে খাওা পেওা কোরে॥ কমর বান্ধিয়া ফের হাঁটে রাহা পরে * এয়ছাভাতে রাত দিন রাহা পরে জায়॥ কোন খানে জানে মর্দ্দ আরাম না দেয় * কখন কাটার আচ না সহে জানেতে॥ হয়রান হইল সাধু না পারে সহিতে * বেবাহা জঙ্গলে এক জাইয়া পৌছিল॥ জঙ্গল দেখিয়া মর্দ্দ হুস হারাইল * একে মাশুকের দায়ছিল পেরেসান ॥ জঙ্গল ময়দান দেখে হারাইল জ্ঞান * বাঘ ভাল চারদিগে করে সোরসার ॥ জান বাচাইতে আল্লা তুবো লাগে বার * ভাই বেরাদর কোথা, কোথামাতা পিতা ॥ এয়ছা বালা মুছিবতে কে করে মোমতা * এত বলে সাধু বর কান্দে জারে জার ॥ আফছোছ করিল কত হয়ে বেকারার * তাহা বাদে আপনার বোঝায় এমত ॥ ভাবিলে কি হবে আর করনা হেম্মত *হেম্মত বান্ধিলে আল্লা মদত

হইবে ॥ বে হেক্ষত হৈলে পরে জানে মারা জাবে * ফের এয়ছা সাধু বর ভাবে মনে মন ॥ না মেলে মাসুক তবে হইবে মরন * এতেক ভাবিয়ামর্দ্দ রাহাগির হয় ॥ খুধা পেলে মেওজাতে তুড়িয়া যে খায় * জঙ্গলে২ এয়ছা জায় নেকলিয়া ॥ রাত হৈলে গাছ পরে থাকেন উঠিয়া * ফজর হইলে ফের রাহাগির হয় ॥ এই রূপে ছয় মাস রাহা পরে জায় * বস্তির বিচেতে মর্দ্দ জেখানে সেখানে ॥ বিবির খবর পোছে নরম জবানে * লোগ মুখে শুনিলেক বিবির খবর ॥ দক্ষিণ দেশেতে ঘর রাজা কংস ধর * বিবির খবর জদি কিঙ্কর পাইল ॥ হিন কবিকারে এহা পয়ারে রচিল *

* ছওদাগর জাদা আপনাকে পাগল বানাইয়া
রাজ বাটিতে জাইবার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * ছওদাগর জাদা এয়ছা রহে পেরেসান ॥ হাটু পরে রেখে মাথা ভাবিয়া হয়রান * দুক্ষের ভাবনা কতো ভাবিয়া আখেরে ॥ ধিরে ধিরে গেল মর্দ্দ সহর ভিতরে * মেষাও করিয়া দেখে বাদসার মহল ॥ পাথরের ঘর সেই করে ঝলমল * চক্ষু নাহি ধরা জায় উপরে তাহার ॥ ঝিকমিক করে সেই দেখিতে বাহার * হিরা মতি কাঙ্গুরাতে গাথনি তাহায় ॥ কিবা সোভা মন লোভা মরি হায় হায় * জেয়ছাই শুনিয়া ছিনু মোছা ফের মুখে ॥ তাহার চৌগুন ঘর দেখিলাম আখে * দরওাজার ধারে এক গাছের তলাতে ॥ সাধু বর বসিয়া জে ভাবেন দেলেতে * জার দায় এতো আমি থেচি পেরেসানি ॥ কেমনে পাইব তায় কেবা দিবে আনি * আর এয়ছা দেল বিচে ভাবেন নেহাত ॥ কোথায় আছেন বিবি না হইবে হাত * একে সে রাজার কন্যা তাহে রূপ বতি ॥ পথের ভিখারী আমি আছিত নিয়তি * নাহক তাহার আসা করা মোর মিছে ॥ হীন কবিকারে এহা পয়ারেতে রচে *

* গান ধুয়া *

মিছে কর আশা, তার দিসা পাবেনারে মন ॥
সে জে রাজ কন্যা, পরম মান্না ভাবা অকারণ *
জার জন্যে হেতা আসা, ও মন পাবিনারে তার দিসা ॥
ছাড়ো তুমি সে ভরসা, ব লি তোরে মন *

* রাগ পরার * সাধু বর মনেং ভেবেঁ এই কথা॥ পেরে সান হালে রহে হেট কোরে মাথা * কতো কথা মনে মনে ভাবে আপনার॥ কেমনে বিবির আমি পাইব দিদার * হায় গোল কোথা গোল অগো গোল জানি॥ তোমার কারনে এতো খেচি পেরে সানি * একবার এসে দেখা দেহ মোর তরে॥ বে আজলে জান জায় তোমার থাতেরে * এ হালেতে জান জদি জায়গো আমার॥ হাসরেতে দাদ আমি লইব এহার * এতো বলি গাছ তলে রহিল বসিয়া॥ নিমা সাম কালে সাধু দেখে তাকাইয়া * মক্তব খানা হৈতে সেই গোল জানি॥ আপনা মাকানে জায় জেমন খঞ্জনি * কিঙ্কর আন্দাজ তার চিনিতে পারিল॥ বাগে গোলেস্তার মতো ফুটিয়া উঠিল * সাহাজাদির নজর গেরে কিঙ্করের পানে॥ ছুরত দেখিয়া বিবি দয়া হৈল মনে * আহা এ মহন রূপ কার বংসি ধারি॥ কেমনে ছাড়িয়া দিল আহা মরি মরি * কেমনেতে প্রান ধরে আছেন সহিয়া॥ পালাইয়া আসিয়াছে কারে ফাকি দিয়া * ছিন্ন ভিন্ন দেখি রূপ বেগড়িয়া গেছে॥ পাগলের মতো জেন বসিয়া রয়েচে * চেহরায় গাওাহি দেয় হইবে আমির॥ জগি ভেসে আসি য়াচে হইয়া ফকির * এতো ভেবে সাহাজানি ধিরেং গিয়া॥ আজব ডউলে বিবি দাড়ায় আসিয়া * কহে বিবি সোন ওহে বিদেশি পাগল॥ কার লাগি লইয়াচ কান্ধেতে কম্বল * বোধ হয় কোন অভা গিরে সাতাইয়া॥ নহে কোন অবলায় আইলে মজাইয়া * সোনহে পাগল তুমি ঝুট না কহিবে॥ খোদার কচম তুঝে নাহি ভাড়াইবে* ভাল মন্দ কথা সাধু কিছু নাহি কয়॥ ছল ছল দুটি আঁখি চারদিগে চায় * আর সাহাজাদির পানে চাহিয়া রহিল॥ মনেং মন আগুনে পুড়িতে লাগিল*এইরূপে কতক্ষন গুজরিয়া গেল॥ নেজাম আমার নাম বিবিকে কহিল * এ কথা সুনিয়া বিবি প্পারিল জানিতে॥ পাগল হইলো এই কাহারছুরতে*পাগল বলিয়া বিবি সাতে কোরে লিয়া॥ নিজ মাকানের বিচে পৌছিল আসিয়া * মায়ের হুজুরে বাত কহেন সকল॥ সোন আম্মা নাম এর নেজাম পাগল * মহা রানি শুনে তারে রাখিল অন্দরে॥ কমলা বতির কাছে খেদমতের তরে*জখন কমলা জায় মক্তব খানায়॥ কেতাব বহিয়া তার সাতে সাতে জায় * এ রূপেতে রোজং কমলার সাতে॥ নেজাম সঙ্গেতে

জায় মক্তব খানাতে * কখন আগেতে জায় দৌড়িয়া২ ॥ কভু সে পিছেতে এসে কান্দে ফোকারিয়া * কভু পাগলের মতো বকিতে লাগিল ॥ কভু বলে সাহাজাদি কেবা তুমি বল *এইরূপে কতো দিন গুজারিয়া জায় ॥ পাগলের হাল এবে সোনহে হেতায় *

* উজিরের বেটার উপরে কমলা বতি আশক হয়*
* তাহার বয়ান *

* রাগ ত্রিপদি * সোনহে রসিক লোগ, ঘোচাইয়া রোগ সোগ,, লিখিকিছু রসের কাহিনি ॥ সাহাজাদি পড়িবারে, মক্তব খানার পরে, জায় ধনি রূপ সোহাগিনি * নেজাম বিবীর সাতে, পাজি পুথি লিয়া মাথে, মক্তবেতে লইয়া জে জায় ॥ আর সোন বেরাদার; উজিরের বেটা আর, জায় সেই মক্তব খানায় * দুই জোনে একসাতে, পড়ে খুসি খোসালিতে; দু জোনায় বড়া মহব্বত দুজনার পিরিত্তি পরে, এক লহজা কেহু কারে, না দেখিলে হয়ত মওত * তার পরে হৈলে ছুটি. ছল ছল আঁখি দুটি, জায় দোহে জে জারমাকানে ॥ এস্ক এসে দোহাকারে, বান্ধিল মজবুত কোরে, হিলি বারে না দেয় দুজোনে * এ খাতেরে সাহাজাদি, দু চক্ষে বহায়ে নদি, এস্ক নদি উছলিয়া গেল ॥ জখন সে এস্কে এসে, বসিল বিবীর পাসে, রগবত দেলাতে লাগিল * একে ছিল রসে ভরা, দুষ্ট এস্কে দিল সারা, দেল তার দিল বেগড়িয়া ॥ না জেনে না সুনে বিবী, খায় কতো হাবি ডুবি, এস্কে জোসে গেলেন মাতিয়া * মনে মনে কতো কথা, ভাবেন এস্কের বেথা, কতো কথা লাগিল বকিতে ॥ কখন মক্তবে জাবো, সে মুখ দেখিতে পাবো, কথা কবোমিলে দু জোনাতে * হেথা সে উজির জাদা, জিতা জানে হয়ে মুর্দ্দা, এস্কে বেথা ভাবে মনে মনে ॥ দু চক্ষেতে বারি বহে, কারে কিছু নাহি কহে; ঝর ঝর মদনের বানে * এস্কের লাগিল তির, ক্ষেনেকনাহয় স্থির, পিঠ দিয়া পার হৈয়া গেল ॥ করে মর্দ্দ হায় হায়; কখন বাহিরে জায়, বলেবুঝি ফজর হইল * সারা রাত এ প্রকারে; সদা ওঠা বসা করে; তার পরে ফজর হইল ॥ কোকিল ঝঙ্কার মারে, কুহু২ রব করে, উজির জাদা চেতন পাইল * কোকিলের রব সুনে

ছুক্কিত হইয়া মনে, ফজিহত করিতে লাগিল। কঠিন তোমার হিয়া, নিদ্রা দিলি ভাঙ্গাইয়া, কিবা লাভ হৈল তেঁরা বল * সোনহে কোকিল রায়, ধরিহে তোমার পায়, ক্ষেমা কর না কর চঞ্চলা॥ ক্ষেমাকরো রতি রাজ, কি হবেতোমার কাজ, হিন জোনেদিতেএত জালা* তোমারশ্বরনা গতো, কেন জালাদেহ এতো, অতএবভালো কি তোমার॥ একে আমি আছি হিন, যোগি ভেষে চিরো দিন, ক্ষিন হৈল জিবন আমার* মৃত দেহে মারো খাড়া, পৌরষ নাহিক বাড়া, কিবা তোর কঠিন হৃদয়। আমারে পাইয়াএকা, হইয়া সমন সকা, মোরেবোঝিনাহি করো ভয়*ধিকহে তোমার বানে, আমারে বধিলে প্রানে, ধিক থাকুক তোমার পৌরষে॥ কি বলিব তুঝে আমি, কারো ভাল নহে তুমি, কামের আঘাত করো সেষে * কেমন পৌরশ আছে, গিয়া কমলার কাছে আসকের বান মারো তারে॥ বিন্দিবে কামের ফাঁসে,জেনো মোর কাছেআসে, দুই জোন পুজিব তোমারে * উজির জাদা এ প্রকারে,লান তান কোকিলেরে, করিয়া জে খামোষ হইল॥ কহে হিন কবিকারে, গান গাও মধু শুরে, কোকিলেরে বোঝাইয়া বল *

* গান *

আর ডাকিসনা ওরে কোকিল এ বশন্ত কালে॥
তোর ডাকেতে ও রেকোকিল দিগুন আগুন উঠে জলে *
একে তোর রূপ কাল, কার তুমি নহে ভাল, তোরসুরেতে প্রান আকুল, মজাইলে একে কালে॥ নিবেদন তোমায় করি, মেরনা বিচ্ছেদের ছুরি, ওলি কুলে জন্ম তোমার, কলঙ্ক ডালি মাথে দিলে *

রাগ পয়ার * এ রূপে ভাবিতে ছিল গালে হাত দিয়া॥ এলাহির মরজি গেল ফজর হইয়া*পুর্ব্বদিগে আপ্তাব হইল জাহের বিছান ছাড়িয়া তবে বেটা উজিরের * কেতাব বগলে লিয়া বাহির হইলো॥ মক্তব খানার বিচে জাইয়া পোছিলো * রাহা তাকাইয়া মর্দ্দ রহিলবসিয়া॥ এথানেতে সাহাজাদি পাগল লইয়া* মক্তবখানার বিচে আসিয়া পৌছিল॥ উজিরের বেটা রাহা তাকাইয়া ছিল * ধরিয়া বিবির হাত কাছে আপনার॥ বসাইল সাজাদিরে করিয়া

পিয়ার * পালঙ্ক উপরে দোহে একত্র বসিল ॥ সে রোজ সেখানে আর কেহ নাহি ছিল * নেজাম পাগল বিনে নাহি কোন জোন ॥ নিরালা পাইয়া কত করে আলাপন * সাহাজাদির এস্কে দেল তড় পিতে লাগিল ॥ সদা হাই উঠে কিছু কহিতে নারিল * বিরহের তাপ আর না পারে সহিতে ॥ উজির জাদার তরে লাগিল কহিতে * সোনহে উজিব জাদা আরজ আমার ॥ প্রেমের আনোলে পুড়ে হৈনু ছারখার * জলে ভুনে কলেজা কাবাব হইল ॥ তোমার এস্কের তির ছিনাতে লাগিল * জলন সহিতে আর নাহি পারি আমি॥এহার এলাজ কিছু দোহো মুঝে তুমি*নহে বেআজল জান জাইবে আমার ॥ তখন কি ভালো কাম হইবে তোমার*একথা উজির জাদা জখন শুনিল ॥ খামশ হইয়া মর্দ্দ ভাবিতে লাগিল * তা বাদে উজির জাদা কহে কমলারে ॥ শুন শুন প্রানে শ্বরি কহি জে তোমারে * কি করিবে এই কর্ম্ম করা জদি হয় ॥ পাপ কম্ম কভু দেখো ছাপা নাহি রয় * জানা জানি হৈলে শেষে পাইব সরম॥হাঁসিবে তামাম লোক না রবে ভরম * সবহৈতে এই কাম মুঝে লাগেভালো। হেথা হৈতে দু জনায় নেকলিয়া চলো আজ রাত দু পহর হইবে জখন ॥ দু জনায় নেকলিয়া জাইব তখন * সাহাজাদি শুনে বড়া খুসিতে ভরিল ॥ নেজাম পাগল বসে তামাম শুনিল*কিস্করপাগল নহে সুনহো সকল ॥ কমলার তরে খালি হইল পাগল*এহাকে সিয়ান পাগলা সকলেতে বলে॥বাঘের ঘরেঘোগের বাসা করিল কি ছলে*হিন কবিকারে বলে দেখনা কি হয় ॥পাগল কি ধোকা দিয়া লইয়া পালায় *

* উজিরের নিকটে নেজাম চোরাইয়া খত লিখিয়া *
* পৌছাইবার বয়ান *

রাগ ধামসি * এয়ছাই মছলত দোহে করে ॥ আইলেক জে জাহার ঘরে * নেজাম পাগল ভাবে মনে ॥ আইনু আমি জাহার কারনে * ছাড়ি আমি মা বাপের তরে ॥ আইনু আমি যোগি ভেস ধরে * হেথা এসে কি কাম করিনু ॥ আপনারে পাগল বানাইনু * ফের এই বিবির নৌকরি॥মহব্বতে শিকার জে করি*মেলাইয়া দিল মুঝে বিধি ॥ দিয়া কেড়েলেয় যদি বিধি * তা হইলে না বাচিবো

জ্বানে ॥ বিচ্ছেদের পুড়িয়া আগুনে * হায় কারে কব ভেদ ॥ কারেবা জানাব এই খেদ * এইরূপে পাগল নেজাম ॥ ভেবে চিতে করে কোন কাম * বহুত ভাবিয়া দেলেতে ॥ কাগজ কলম লিয়া হাতে*উজির জাদায় বন্দ করিবারে॥লেখে খত তাহার বাপেরে * হামদো ছানা লিখে পহেলাতে॥ নবির তারিফ দোছরাতে * কমলা বতির নাম দিয়া॥লেখে খত উজির লাগিয়া*শুন এই বান্দির আরজ ॥ খত লেখা আমাকে গরজ * বাপের উজির আপে তুমি ॥ কোন বাতে আছে কমি*জাহা তেরা হয় এনছাফেতে॥ সেই কাম কর এখানেতে*আর তেরা লাড়কার সাতে ॥ চিরো কাল পড়ি মক্ত বেতে * ওস্তাদ আমা দোহাকায় ॥ পিয়ার করে হামেশা পড়ায় * কাল কোন কামের খাতের॥গিয়াছিল ওস্তাদ মদের*নাহক ফরজন্দ তোমার ॥ ফছাদ কৈল সঙ্গেতে আমার * বুরা জবানেতে মোর তরে ॥ গালি দিল কি কবো তোমারে * সেই কথা নারি লিখিতে কৈল মুঝে জা আইল মুখেতে * খালি আমি তেরা মুখ চাহি ॥ এখা তেরে কিছু বলি নাহি*তাই আমি করে দিনু মাফ॥এহাবুঝে করিবে এনছাফ* আর আপে করি খবরদার ॥ এই বাতে রহিবে হুসিয়ার* আমাকে নাহক গালি দিয়া ॥ দেলবিচে গেছে ডরাইয়া * আজ রাতে পালাইয়া জাবে ॥ এই বাত তহকিক জানিবে * খুব মতে রেখবন্দ করে॥নাহি জেনো পালাইতে পারে* কেননা জেমুঝে দিয়া গালি ॥ বেহুস বেহালে ছিলো খালি*দুই চার রোজ গোজারিলে ॥ এই কথা জাবে সেহো ভুলে * তার পরে আমার সঙ্গেতে ॥ দুস্তি হবে ছিল জে রূপেতে * এই সব লিখিয়া তামাম ॥ কুলুফ জে আটিয়া নেজাম * তাহা বাদে গেল ছাপাইয়া ॥ উজিরের আগে পৌছিল জাইয়া * আউ মাউ করিয়া নেজাম ॥ উজিরে জে করিল ছালান*উজির দেখিয়া নেজামেরে ॥ পুছিতে লাগিল তার পরে * কেনরে নেজাম কি দরকার ॥ আইলি তুই হুজুরে আমার * নেজাম ছাতিতে রেখে হাত ॥ এসারায় কহে জতো বাত * তার পরে খত নেকলিয়া ॥ ছামনেতে দিলেন রাখিয়া * উজির লইয়া জে খত ॥ খুলিয়া জে পড়িল তাবত * মনে মনে তামাম পড়িয়া ॥ সব হাল মালুম করিয়া * উজির আজম তার পরে ॥ নেজামে বিদায় দিল

করে * দেখ ভাই বোঝহ সকল ॥ পাগলে কি খেল খেলাইল *
এমন পাগল কেবা কোথা ॥ দেখিয়াছ বল ভাই জথা * কেয়ছা
দেখ লাগাইল ফন্দ ॥ উজির জাদায় করে বন্দ * কবিকার বিচারিয়া
কয় ॥ মেহনত বরবাদ নাহি জায় * জেই জাহা ভাবেন অন্তরে ॥
এলাহি মোকছেদ পুরা করে *

* উজির নেজামের ফোসে পড়িয়া আপন লাড়কাকে
বন্দ খানা দেয় তাহার বয়ান *

ত্রিপদী * উজির পড়িয়া খত, গালেতে দিয়া হাত, দেল বিচে
লাগিল ভাবিতে ॥ হায়২ কি করিব, কোথা মুখ দেখাইব, বাদসা
আগে কব কেমনেতে * তাহাবাদে গস্বা ভরে, কোতওালেহুকুম করে
বন্দ খানা দেহো এছে লিয়া ॥ কোতওাল হুকুম পাইল, মোলাহেজা
না করিল, মোনিবের লাড়কা বলিয়া * তাহা বাদে লিয়া তায়, জেন্দা
নেতে লিয়া জায়, রাখিলেক বন্দ খানা দিয়া ॥ উজির জাদা জেন্দানে
তে, আছু বহে দুআখেতে, কহে মর্দ্দ কান্দিয়া কান্দিয়া * এই
মনে দুক্ষ বড়া, বাবাজি ওতন ছাড়া, করিলেক কাহার কথায় ॥
হিন কবিকারে বলে, মিছে কেনো ভাব দেলে, জার ধন সেই
লিয়া জায় *

* গান রাগিনি চৌতালা *

কোথা ওগো শশি, দেখা দেও আসি, নয়ন জলে
ভাসি, ওগো রূপসি ॥ তোমারি কারন, জারগো জিবন
দেখা দিয়ে মন, রাখগো আসি * না হেরে তোমায় ॥
বুঝি প্রান জায়, হায় হায় হায়, কি করি রূপসি ॥
পড়ে কারাগারে, ডাকিগো তোমারে, এ সময় মোরে
তরাওগো আসি * তোমার কারনে, পড়ে বন্দিখানে
মরি মরি প্রানে, দেখনা আসি ॥ অগো বিদু মুখি, উপায়
না দেখি, ঝরে দুটি আখি, নয়ন জলে ভাসি *

* পয়ার * এরছাই গাইয়া গান চুপ হৈয়া রহে ॥ বরিসার
মত পানি দু চক্ষেতে বহে * নেজাম পাগল হেথা খুসি হৈয়া দেলে

পাগলের লেবাছ জতবদলিয়া ফেলে* তাহা বাদে আস্তাবলে গেলেন চলিয়া ॥ ভাল এক ঘোড়া লিল চুনিয়া২ *চৌরাস্তার পরে মর্দ্ধ গিয়া খাড়া হৈল ॥ কমলা বতির তরে ভাবিতে লাগিল * নেজাম পাগল এয়ছা আছিল ভাবিতে॥ দু পহর রাত জবে হল আছমানেতে * সাহ জাদি কমলা বতি না জানে মনে ॥ উজির জাদায় হেথা দিল বন্দি খানে * তাহা বাদে সাহাজাদি আস্তাবলে গিয়া ॥ পছন্দ মাফিক ঘোড়া লইল বাছিয়া * সাহাজাদি ছওয়ার হয়ে বাহিরে আইল ॥ নেজাম পাগল তাহা দেখিতে পাইল * ঘোড়াকে মারিয়া কোড়া বাওভরে চলে ॥ সাহা জাদি পিছে পিছে জায় খুসি হালে * কোন কথা পোছা পুছি কেহু নাহি করে ॥ এ রূপেতে কত দুর জায় বাও ভরে*পিছে পিছে সাহা জাদি আগেতে নেজাম॥ তাহা বাদে রাত ফের হইল তামাম*চাদ জে গাএব হৈল কতদুর গিয়া॥আপ্তাব পুর্ব্ব দিগে উঠিল জাগিয়া * তার পরে কত দুর নেকলিয়া গেলো ॥ এক পহর বেলা জবে আছমানে হইল*সাহা জাদি ঘোড়া পরে রহিতে না পারে ॥ হাকিয়া কহিল বিবি নেজামের তরে * না পারি রহিতে আমি লেহ থোড়াদম॥আওরতের জাতমোরাজোর বড়াকম*নেজাম শুনিতে পেয়ে ফাকে খাড়া হয় ॥ কোন মতে সাহা জাদিরে মুখ না দেখায় * এই রূপে থোড়া ঘড়ি জায় গোজারিয়া ॥ তার পরে ঘোড়া ফের চলিল হাকিয়া * বারো কোস এ রূপেতে নেকলিয়া গেল॥ কমলা বতি আপনাকে কম জোর হইল*আরবার কহে বিবি না পারি রহিতে ॥ নেজাম এ কথা শুনে লাগিল ভাবিতে * কি করিব হায়হায় কিবা করা জাবে॥দেখিলে এ সাহা জাদি কি মোরে কহিবে * এই রূপে সাদুবর ভাবা গোনা করে ॥ নেজাম খাতেরে বিবি কহে তার পরে * পিয়াছ হইল জোর সুন প্রান নাথ ॥ পিয়া-ছের জোরে গায়ে না আছে তাকত * নেজাম এ কথা শুনে সহিতে না পারে ॥ তখনি আনিয়া পানি পেলায় বিবিরে * পানি পিয়ে কমলা আরাম পেয়ে জানে ॥ চাহিয়া দেখিল নেজামের মুখ পানে * চিনিয়া নেজাম তরে বেহুস হইল ॥ পাগল আনিয়া পানি মুখে তার দিল * হুসেতে আসিয়া বিবি কহে আর বার ॥ এ কেমন হৈল আয় পরওার দেগার * ওখিন কহেন মিছে কেন ভাব আর ॥ তোর জন্যে পাগল হইল সাদুবর *

* লঘু ত্রিপদী * শুনরে নেজাম, করিলি কি কাম, হায় হায় কি করিব ॥ এই জন্যে তোরে; লিয়া গেনু ঘরে, এই কথা কারে কব * পাগল বলিয়া; দয়া তোরে কিয়া, জতন করিনু তোরে ॥ নাহি জানি আগে; আমার জে ভাগ্যে; এ দশা ঘটাবি মোরে * জেয়ছা মোর তরে, দুক্ষ দিলে মোরে, এমনি দুক্ষেতে খোদা ॥ তোরে দুনিয়াতে এদুক্ষ পহাতে, হবে তোরে জে সর্ব্বদা*হায় কি করিনু, জহর খাইনু হাতে তুলে আপানার॥সোনরে নেজাম, করিনু কু কাম, দয়া ভেবে জে তোমার* জাহার খাতেরে, ছাড়ি মা; বাপেরে, সে জোন রহিল কোথা ॥ সোনার ভুবন; তেজিয়া এখন; বনে বনে ঘুমি হেথা * সে জদি আসিত; দুখ দুরে জেত, দুখেতে হতাম শুখি ॥ শুইলে ধুলায় ভালো হইত তায়, এ ধুলা অঙ্গেতে মাখি * তাকে লয়ে জদি, ধুলায় নিরবধি, থাকিতাম অভিরত॥এ ধুলা জে সার, হইত আমার, জেনো ছলেমানি তক্ত * বিবি এই রূপে, কত মনস্তাপে, দেখ করে সাহা জাদি ॥ কান্দে উভরায়; করে হায় হায়; দু চক্ষে বহায় নদি * ছাড়িয়া তাহাকে, আসিয়া বিপাকে, এ দশা ঘটীল মোরে ॥ মা বাপ দুজনে, আমার কারনে, জিয়াস্তে জাইবে মরে * কেন দুনিয়াতে আল্লা পাক জাতে; পয়দা কৈল অভাগিরে ॥ হয়ে না মরিনু; কলঙ্ক করিনু, এ মুখ দেখাইব কারে * মায়ের পেটেতে, জন্মিনু জে ওক্তে কেন নাহি অভাগিনি ॥ নুন দিয়া গালে, আমাকে মারিলে, খেচি কেনো পেরেসানি * জে দুখ আমার; জানে করতার, তাহা বিনে কেবা জানে ॥ কেন অভাগিরে, পয়দা কৈল মোরে, এ দুক্ষ সহিতে প্রানে * মরে জাব কবে, এ দুখ ঘুচিবে, বেচে কিবা ফল আর ॥ সহেনা সহেনা; দুক্ষের জাতনা, কোথা আছো প্রানেস্বর * এত খেদ করি, বহাইয়া বারি, গান গায় আক্ষেপেতে ॥ কহে কবি কার, গাওনা এবার, শুনি এবে এখানেতে *

* গান *

কোথা ওহে প্রান নাথ দেখা দেও এ দাসিরে ॥
তোমা বিনে দু নয়নে বারি ঝরে *
তুমি আমার প্রান পাখি, এস প্রাণ হৃদয়ে রাখি;
কেনো আমায় দিলে ফাকি; বলহে স্বাম কিসের তরে ॥

নল জেমন দয়মন্তি বিনে, ভ্রমন করে বনে বনে, রাধে জেমন কৃষ্ণ বিনে, শুন্য প্রানে রোদন করে * কোথা ওহে প্রানকান্ত, দেখা দিয়ে কর খেন্ত, কোথা ছিল এ দুরান্ত, আমারে লিলে হরে ॥ কহে অধিনেতে বানি সোন ওগো মহারানি; তোমারও সে গুনমনি; বন্ধন জালায় জলে মরে *

* ত্রিপদী ছন্দ * এয়ছাই গাইয়া গান; হৈল বড়া পেরেসান, সাহা জাদি আপনা দেলেতে ॥ কি করিতে কি করিনু, বেওকুফ হৈয়া গেনু, আক্কেল খুওানু নিজ হৈতে * অঝর নয়নে কান্দে, বুক আর নাহি বান্দে, তাহা বাদে কহে নেজামেরে॥হইয়াছে জা হবার, চারা কিছু নাহি আর, কহি কিছু তোমার খাতেরে * আর কহি তুঝে আমি, ঠিক করে কহ তুমি, কেন তুমি পাগল হইলে ॥ এহার ভেদের কথা; শুনিবারে চাহি হেথা, কারার হইবে তবে দেলে * নেজাম শুনিয়া পরে, কহে বাত ধিরে২, এনছান হৈতে খাতা হয় মাফ কর ধরি পায়; না হইলে বাচা দায়; জান দিয়া রাখনা আমায় * ছুরত শুনিয়া তেরা; জিয়ান্তে হইনু মরা; তাই আমি করিতে দিদার বুঝিতে তোমার মন; এত কৈনু জালাতন; বেওতন না করিবে আর* সাহা জাদি তার পরে, কহে নেজামের তরে, তোর মনে এত জদি ছিল॥সোনরে পাগল কহি, চারা আর কিছু নাহি, তেরা দেল জেথা মানে চল * নেজাম এ বাত শুনে, খোসালিত হয়ে মনে; কমলারে লইয়া সঙ্গেতে॥জঙ্গল ছাড়িয়া জায়, শুমুখেতে বস্তি পায়, পৌছিলেন তাহার বিচেতে * কি কব বস্তির কথা, লেখা নাহি জায় হেথা, দেখে দোন খোসাল হইল ॥ সেথা হৈতে চলে জায়, বাগিচা দেখিতে পায়, তার পরে ভিতরেতে গেল * গোলে লালা ফুলে তায়, দেখিতে বাহার দেয়, অতি সোভা গোলাবের গায়ে ॥ - গন্ধরাজ বেল কলি, বসিয়া ভ্রমর ওলি, মধু খায় তাহাতে বসিয়ে * সেউতি গোলে জুই, পলাস আদি আর বছরাই, রাখিয়াছে বাহারের সাতে ॥ জুই আর জবা জাতি, মল্লিকে এ মালতি, অতি সোভা করিছে তাতে * মেওা গাছ কত ঠাই, তাহার সোমার নাই, কিছমিছ আনার সারি২ ॥ তরো তরো গাছ কত, রহিয়াছে শত২, এক মত আহা

মরি২ ❋ তার পরে ভেবে দেলে, দু জনায় গাছ তলে, বসিলেন আরাম পাইতে॥ গাছ পালা ছিল জত, কান্দে সবে অবিরত, দু জনার দেখে মহব্বতে❋বসে ছিল গাছ তলে, কিছুক্ষণ গোজারিলে আইল এক পরম সুন্দরি॥ পরিয়া চিকন সাড়ি, মন জেন লেয় কাড়ি, কি বাহার আহা মরি মরি ❋ দেখিয়া যে দোহাকারে, রকম ঠকম করে, আইলেন হাসিয়া২॥ বলে এ কেমন রূপ, জেমন সুর্জ্জের ধুপ; আইল বুঝি মানব হইয়া ❋ হাত নেড়ে আখি ঠেরে, কহে কথা নাজ করে, তোমরা কে কহ মোর তরে॥ ঠিক করে কহ কথা, মনেতে পাইনু বেথা, দেখিয়া জে তোমা দোহাকারে ❋ কেন ছিন্ন ভিন্ন হালে, বসে আছ গাছ তলে, মেরা ডেরে চলনা দোহায়॥ কেবা বল দু জোনাতে, আসিয়াছ কোথা হৈতে, সেই দুখ কহনা আমায় ❋ গরিব মালিনি আমি, পতি ব্রথা নাহি স্বামি, এ বাগিচা জানিবে আমার॥ না ডরিবে দেল পরে, চলহ আমার ডেরে, এই দেখ ঝুপড়ি আমার❋শুনে দোহে খাড়া হৈল, মালেনি লইয়া গেল, আপনার ঝুপড়ির পরে॥ কহে হিন কবিকার, দুক্ষু গেল দোহা কার, শুখ উপজিল এইবার ❋

❋ সাহাজাদি কমলা বতি মালিনিকে আপনার ❋
❋ আহওাল কহে ❋

❋ পয়ার ছন্দ ❋ মালিনি লইয়া জদি দোহাকে আইল॥ আউওস বিছানা পরে বসিবারে দিল❋খানা পিনা তারপরে আনে পাকাইয়া॥ খোসালিতে দুইজনে দিল খেলাইয়া❋ ভুকা ছিল দুই জোনা খায় আছুদায়॥ রাহের মান্দিগি ছিল শুয়ে নিন্দ জায় ❋ তা বাদে মালিনি তার ছেরানায় গিয়া॥ কমলার মুখ পানে রহে তাকাইয়া❋ মনে মনে ভাবে এই মরদ হইবে॥ ছুরত বুরত এর দেখি সেই ভাবে এই কথা মালিনি জে ভাবিতে২॥ আসক আগুনে মন লাগিল জলিতে ❋ মালি কুলে জন্ম হই আমি হিন জাতি॥ আমার সঙ্গেতে নাহি করিবে পিরিতি ❋ এইরূপে মনে মনে ভাবিতে লাগিল॥ সাহাজাদি এয়ছা ওক্তে চেতন পাইল ❋ ছেরানায় মালিনি জে আছেত বসিয়া॥ তাহার নিকটে বিবি বসিল জাইয়া❋

মালিনী পোছেন সাহা কহ বিবরন ॥ এখানেতে আসিয়াছ কিসের কারন * সাহাজাদি এহা শুনে কহিতে লাগিল ॥ আমার কারনে তুমি মরদ না বল * সোন আম্মাজান আমি না জানি আওরত ॥ নছিবের ফেরে আমি উঠাই সেদ্দত * শুনিলে আমার হাল দুখ পাবে দেলে ॥ আর কি লিখিল বিধি আমার কপালে * মলিনি শুনিয়া কথা হোস হারাইল ॥ আছমান টুটিয়া জেন ছেরেতে গিরিল * সাহাজাদি একে২ কহে মন দুখে ॥ ঝর ঝর পানি তার পড়ে দুই চক্ষে * সোন আম্মা কত কব দুক্ষের কাহিনি ॥ সমস্ত শুনিলে মোরে কবে কলঙ্কিনি * কুল মান সব গেল উপায় কি করি কলঙ্কের ডালি আর বহিতে না পারি * হায়২ কি করিব কেমনে বাচিব ॥ আমার মনের দুখ কিরূপে নেভাব * সাহাজাদি একে২ হাল আপনার ॥ মালিনির তরে জত কহে সারেওার * এভেক মালিনি শুনে দুক্ষিত হইয়া ॥ কমলা বতির তরে কহে বোঝাইয়া* আন্দেসা না কর মামা রহ মেরা ডেরে ॥ বেটা বেটী কেহু আর নাহি মেরা ঘরে * সাহাজাদি এহা শুনে লেবাছ মরদানা ॥ ওত্তারিয়া পিন্দিলেক লেবাছ জানানা * মালিনির ডেরে রহে খুসি খোসা- লিতে ॥ অধিন নাপাক এহা রচে পয়ারেতে * নেজামের পরে দেখ সেইত মালিনি ॥ কিরূপে আসক হয় শুন সে কহিনি *

* নেজাম পাগল রাক্কস মারিতে জাইবার বয়ান *

* পয়ার * নেজাম কমলাবতী মালিনির ডেরে ॥ খুসি খোসা- লিতে থাকে গম নাহি করে * রোজ২ মালিনী জায় নেজামে দেখিতে ॥ এয়ছাই কএক রোজ গোজারে তাহাতে * কিন্তু মালি নির দেলে এস্কের চেরাগ ॥ রাত দিন জলিতেছে না মেটে সে দাগ এক দিম মালিনি জে কাছেতে বসিল ॥ রমজের কত কথা কহিতে লাগিল * এহাল দেখিল জদি সাধুর কুমার ॥ মালিনীর তরে মর্দ্দ কহে খবরদার * সোনগো মালেনি সোন হুসিয়ার হও ॥ কথা শুন বুঝে দেখ খোদাকে ডরাও * বদি কাম আমা হৈতে হরগেজ না হবে ॥ খোদার ওাস্তেতে মুঝে মাফ যে করিবে * হালাল হইলে পরে করিনু কারার ॥ জেনা কামে দু জনায় হব গেরেপ্তার *এইরূপে মালিনিরে রাখে বুঝাইয়া ॥ মালিনি চলিয়া গেল মন মরা হৈয়া *

নেজাম ভাবেন মনে এড়াইনু দায় ॥ এখানেতে থাকা আর উচিত না হয় * আপনার মনে২ করিয়া বিচার ॥ সাহনা লেবাছ পিন্দে হইল তৈয়ার ॥ রাজার দরবার জেথা থিরে২ জায় ॥ এক জোনে বলাইয়া পুছিল তাহায় * ওখানে লোকের ভিড় বলনা কিসের বোঝাইয়া কহ ভাই আমার খাতের * সেই যণ্ডা মর্দ্দ কহে এ কথা শুনিয়া ॥ এমন পাগল আইল কোথায় থাকিয়া * তুমি বুঝি নাহি জান আমাদের হাল ॥ এখানে রাক্কস এক আসে হামেহাল * একেলা পাইলে তারে ধৈরে লিয়া জায় ॥ জঙ্গলে লইয়া মুঞ্জি পেট ভরে খায় * রোজ২ এখানেতে আসিয়া সয়তান ॥ এই দেশ সেই মুঞ্জি করিল বিরান * এ কারনে মহারাজা কহে বারে২ জে জোন মারিয়া সেই দিবে দুরাচারে * অদ্দেক রাজত্তি দিবো তাহার লাগিয়া ॥ কহিতেছে এ কারনে সবার লাগিয়া * আর এক কুঙারি জে বেটী আছে তার ॥ তার সাতে দিবে সাদি করিল কারার * কি কব ছুরত তার আহা মরি২ ॥ তাহার ছুরতে মোহ জায় হুর পরি * এয়ছা রূপ আল্লা তালা দিল বকসাইয়া ॥ রূপের জুওার জেনো চলেছে বহিয়া * নবিন বয়েশ তার প্রথম জৌবন ॥ সে রূপ দেখিলে তপ ছাড়ে জোগিগন * নেজাম পাগল জদি শুনিল এ কথা ॥ কহে আমি এই কাম করিব আলবত্তা * এতেক কহিয়া মর্দ্দ হেম্মত করিয়া ॥ রাজার দরবার বিচে পৌছিল জাইয়া * বাদসাই আদব জেয়ছা করিল বাজায় ॥ রাজা বলে কহ বাবা কি কাম হেথায় * কিবা নাম কোথা ঘর এলে কি কারন ॥ কেনবা আইলে হেথা কহনা এখন * নেজাম শুনিয়া কহে শুন নামদার ॥ পুর্ব্ব দেশে বস বাস জানিবে আমার * ছওদাগরি পেসা কাম ছওদাগর জাদা ॥ এখানে কেছমত জোরে পৌছাইল খোদা * অপনারনাম ফের কহেন নেজাম ॥ কমিনা খাদেম এই তোমার গোলাম * লোক মুখে শুনি য়াছি সহর তোমার ॥ খারাপ করেন এক এসে দুরাচার * এ কারনে হুজুরেতে পৌছিনু আসিয়া ॥ খোদা চাহে তারতরে আনিব মারিয়া * হুকুম লইতে আসিয়াছি হুজুরেতে ॥ শুন আলম পানা বাত রাখো কদমেতে * বাদসা কহে শুন আহমদ মাজাল ॥ মেহের তোমার পরে হোক জোল জালাল * হায়াত দারাজ তেরা করে পাক বারি ॥ খোদার দরগায় এই মনাজাত করি * নামি২ পাহলোওান চোনেন্দা

ছওার ॥ ডরেতে না জায় কেহ ছামনে তাহার * এয়ছাই দুরাচার রাক্কস বেপির ॥ কেহ না মারিতে পারে তাহার খাতির * লাড়কাই ওম্মর বাবা তুমি কি করিবে॥বড়া জবরদস্ত মুজি আটিতে নারিবে* নিজাম এ কথা শুনে কদম চুমিয়া ॥ কহে এ গোলামে আপে দেহনা ভেজিয়া*দোওা কর আলম পানা আমার খাতেরে ॥ বেন্দে জেনো এনে দেই সেই দুরাচারে * বাদসা বলে ভেজিবারে তোমার খাতের দেল মেরা নাহি চায় কহি বের বের * জেনে শুনে শুন বাবা তোমার লাগিয়া ॥ মওতের হাতে তুঝে দিইব শুপিয়া * আর জদি তেরা তরে পাঠাইয়া দিব॥ কেমনে লোগের কাছে মুখ দেখাইব * করিবে দেয়ের লোগ লানত আমায়॥ বিদেশি বলিয়া তাই ভেজিল তাহায় * নিজাম কহেন এ আরজ মেরা লেহ ॥ সেই মুজি কোথা থাকে বাতাইয়া দেহ * বাদসা বলে কভু মেরা না শুনিলে মানা ॥ আপনার জান দিবে কাজে গেল জানা * তবে শুন কহি বাবা ঠেকানা তাহার ॥ এই রাহে আসে সেই কমিনা গাওার * নিজাম পাইল জদি রাক্কসের ঠেকানা ॥ অধিন নাপাক কহে ভাবিয়া রবানা

* সাহাজাদি কমলা বতির নিকট হইতে নিজাম বিদায় হইবার বয়ান *

রাগ চৌপদী * বাদসা আগে হইয়া বিদায় ২ ॥ নিজাম চলিয়া আইল, মালিনির ঘরে গেল, কমলা বতি ছিলেন জেথায় * ছাতি পরে রেখে দোন হাত ২ ॥ ছালাম তছলিম পরে, বিবিকে আরজ করে, নরম জবানে কহে বাত* শুন বিবি আরজ আমার ২ ॥ এইত দেশের বিচে, বড়া এক দোস্ত আছে, মোলাকাতে জাইব তাহার * আমাকে জে দেহনা বিদায় ২ ॥ হপ্তা রোজের পরে, তা বাদে আসিব ফিরে, মোলাকাত দিইব তোমায়* বিবি জদি এ কথা শুনিল ২ ॥ কথা নাহি সরে মুখে, পানি বহে দোন আখে, চেহরা তার বেগড়িয়া গেল * কতক্ষণ গেল এরূপেতে ২ । তা বাদে নেজ.যে বলে,এই ছিল তোর দেলে, এই দশা ঘটাবে শেষেতে * নাহি তোরে জেতে দিব আমি ২ ॥ দেখিয়া তোমার মুখ, পাসরিনু

সব দুখ, ফের কেন জেতে চাহ তুমি * জদি তুমি জাইবে ছাড়িয়া ২ ॥ আগেতে আমার তরে, তলওার মারিয়া ছেরে, মার তুমি আমার লাগিয়া * তাহা বাদে দেল জেথা মানে২ ॥ সেখানেতে জাহ চলে, থাক গিয়া খুসি হালে, জিতা জেনো রাখে ছোবহানে * নেজাম জে এতেক শুনিয়া২ ॥ চালাকির সাতে মর্দ্দ, আঁখে আছু দেলে দর্দ্দ, পাও পরে গিরিল জাইয়া * শুন বিবি আরজ আমার ২ ॥ বিদায় দেহনা মুঝে, কারার দিইনু তুঝে, হাপ্তা রোজে করিব দিদার সাহাজাদি এই কথা শুনে ২ ॥ দু আঁখেতে বারি বহে, কান্দিয়া ২ কহে, দিনু তুঝে সুপিয়া রহমানে * আর বিবি আঙ্গটি আপনার ২ ॥ নেজামে খুলিয়া দিল, তামাম কহিয়া দিল, বড় ফায়দা হইবে তোমার * বাগ ভাল রাক্কস দেও জত২ । আঙ্গটীর বরকতে, জেথা তাবে পাবে ফতে, সকলে হবে বসিভুত * এত বলে করিল বিদায় ২ বাদসার আগেতে গেল, ছালাম তছলিম কৈল, তাহা বাদে নেকলিয়া জায় * একেলা জে হৈল রাহাদার ২ ॥ অধিন লাচার বলে, নিজাম জঙ্গলে চলে, রাক্ষসেরে করিতে সংহার *

* রাগ পয়ার *

নিজাম বিদায় হৈয়া চলে নেকলিয়া ॥ বেবাহা জঙ্গলে এক পৌছিল জাইয়া * জখন জঙ্গল বিচে জাইয়া পোছিল ॥ ঘোর অন্ধকার হৈয়া তুফান হইল * বহিতে লাগিল হাওা ঝড়ের প্রমান। তুফানে পড়িয়া মর্দ্দ হইল হয়রান * রপ্তে রপ্তে সেই হাওা কম জদি হৈল। আজিম রাক্কস দেও জাহের হইল * নিজাম দেখিয়া দেও গেল ডরাইয়া ॥ বলে আল্লা এ আফতে লেহ বাচাইয়া * ছওদাগর জাদা দোওা মাঙ্গিতে আছিল ॥ কমিনা রাক্কস দেও টুটীয়া পড়িল * কিঙ্কর দেখিয়া এহা নিকালিল তেগ ॥ দেখিয়া সে দুরাচার পাইয়া দেরেগ পালাইয়া জায় গিধি জঙ্গল ভিতরে ॥ সাধুবর পিছে পিছে জায় কত দুরে * সয়তান রাক্কস গেল গায়েব হইয়া ॥ নেজাম তাহার পেছু দিলেন ছাড়িয়া * জখন কমিনা দেও গায়েব হইল ॥ ঘোর অন্ধকার জত তামাম ঘুচিল * তাহা বাদে সাধুবর গোস্বাতে ভরিয়া ॥ জে দিগে কমিনা দেও গেল পালাইয়া * সে দিগে নিজাম চলে খুলিয়া তলওার। এয়ছা ভাতে কত দুর চলে জোর আরি * দুই

চার কোস এয়ছা ভাতে নেক লিয়া গেল ॥ তবু সে কমিনা দেও দেখা না পাইল * তার পরে ছওদাগর জাদা আখেরেতে ॥ লাচার হইয়া বসে গাছের নিচেতে * আপনার মনে মনে কত কথা বকে ॥ এ সব দুক্ষের কথা বলি আর কাকে * কি করিতে কি করিনু আগে না বুঝিনু ॥ আপনার পায়েতে আপে কুড়ালি মারিনু * আছিলে আপনা ঘরে খুসি খোসালিতে ॥ কু দশা ঘটিল কেন জাইলে বানিজ্জেতে * মোছাফের সাতে কেন আলাপ করিলে ॥ জবানি শুনিয়া তার পাগল হইলে*জাহার কারনে এত খেচ পেরেসানি ॥ কোথাবা রহিল সেই মোর গোল জানি*এই রূপে আপনাকে ফজিহত করে ॥ সেথা হৈতে তার পরে হাটে রাহা পরে * এয়ছা ভাতে কত দুর নেকলিয়া গেল ॥ আজিম মাকান এক দেখিতে পাইল * আলিশান সে মাকান চৌদিগে প্রাচির ॥ দেখিতে না পায় মর্দ্দ বসতি আদমির ভাবিতে২ গেল নিকটে তাহার ॥ মাকান দেখিয়া মর্দ্দ হৈল জারে জার * বিরান হইয়া গেছে সেইত মাকান ॥ নেজাম দেখিয়া মনে ভাবিয়া হয়রান * খিয়াল করিল ফের ভিতরে জাইতে ॥ দরওয়াজা না খুজে পায় ঘোমে চৌদিগেতে * বহুত ঢুড়িয়া শেষে দরওয়াজা পাইল ॥ তা বাদে নেজাম তার ভিতরেতে গেল * আদমের গমাগম কিছু নাহি পায় ॥ ভাবনাতে দেল বান্দা চারদিকে চায় * দেখিল পিঞ্জরা জত ঝোলে ঠাই২॥কতরঙ্গ পাখি আছে লেখা জোখা নাই* তার মধ্যে তুতি এক বড়া খুব ছুরাত ॥ জবান খুলিয়া পাখি কহে এই বাত*শুন ছওদাগর জাদা আরজ আমার ॥ বহুত মুদ্দত আছি তেরা মুন্তেজার*একথা বলিয়ে তুতি চুপহৈয়া রহে ॥ খামোস হইল আর কিছুনাহি কহে*নেজাম শুনিয়া এহা ভাবিয়া আখেরে॥অবলা জানওয়ার মোরে চিনিল কি করে * এতেক ভাবিয়া মনে পুছেন তুতিকে॥কেমনেতে বল তুমি চিনিলে আমাকে*তুতি বলে আল্লার মেহের তোমার পরে ॥ এ কারনে চিনিলাম তোমার খাতেরে * নেজাম শুনিয়া কহে তুতির কারনে ॥ এ মাকান কার তুমি বলহ এক্ষনে * আদমের গমাগম নাহি কেন হেথা ॥ কাহার মাকান এই রহে সেহ কোথা * আর এই দেশ কেন হইল বিরান ॥ একে২ কহ তুমি তাহার বয়ান*তখন তুতি কহে বয়ান করিয়া ॥ শুন ছওদাগর জাদা দেল লাগাইয়া * ছোলতান বাদসার এই মাকান জানিবে ॥

কত বাদসা ফরমা বরদারি করে সবে * খেরাজ ভেজিত সবে এইত বাদসায় ॥ এই রূপে কত কাল গোজারিয়া জায় * আচম্বিত রাক্ষস এক পৌছিল আসিয়া ॥ বহুত আদমে গিধি ডালিল খাইয়া * এই রূপে রোজ২ সেই দুরাচার॥ আসিয়া জে খেয়ে জায় সেইত বদকার হাতি উট ঘোড়া ঘুড়ি খাইয়া ডালিল ॥ বিরান করিল দেশ বাকি না রাখিল॥ তাহা বাদে খাইলেন বাদসার তরেতে ॥ কেহু না বাচিল সেই মুজির জে হাতে * কিন্তু এক বেটী তার রহিল বাচিয়া ॥ কি কব ছুরত তার বয়ান করিয়া * আর সেই আছে বিবি জিয়াস্তে মরিয়া ॥ আজ মরে কাল মরে এয়ছাই হইয়া*বিবিকে রাখিল খালি খেদমতের তরে ॥ দিনে মারে তারতরে রাতে জেন্দা করে * আর হেকমতের কাটি তারে ছুওাইলে ॥ আর সেই বাচে বিবি কাটি হেলাইলে * শুন বাবা পার জদি বিবির লাগিয়া ॥ আপনা করিয়া রাখ রাক্ষসে মারিয়া * কিরূপে মারিবে কহি হেকমত তাহার ॥ কুণ্ডা এক আছে এই ঘরের মাঝার * এইত কুণ্ডাতে আছে রাক্ষসের জান ॥ মারিবারে পারো জদি শুন মেহেরবান * কুণ্ডার মাঝারে তুমি জাইবে নাবিয়া॥ডিবে এক পাবে তায় লইবে আসিয়া* ভ্রোমরা আছেত সেই ডিবার মাঝার ॥ কি রূপে মারিবে তায় শুন নামদার * ছাই লিয়া জমা করে তাহার উপর ॥ মারিয়া ডালিবে সেই মুজির খাতের * এমন হেকমতে মারিবেক সেইত কমিনে॥ এক জারা খুন জেন না পড়ে জমিনে * তাহা হৈতে একেতে সত্তর হবে পয়দা ॥ আহওাল কহিনু তুঝে ছওদাগর জাদা * আর জদি নাহি পারো মারিতে তাহায় ॥ জিতা না রাখিবে গিধি মারিবে তোমায় * তুতির জবানি ভেদ কিস্কর পাইয়া ॥ ছওদাগর জাদা বড়া খুশিতে ভরিয়া * কহে এই কমবক্ত মুজি সে দেশেতে গিয়া ॥ আদমের তরে গিধি খায়ত ধরিয়া * এ কারনে সেই দেশ হইল বিরান ॥ পয়ারে রচিয়া কহে অধম নাদান *

* কুণ্ডা হৈতে রাক্ষসের জান নেকলিয়া মারে ও
লালমতিকে শাদি করিবার বয়ান *

পয়ার * তুতির জবানি ভেদ পাইয়া নিজাম॥আপনার দেলে ভাবে কিবা করি কাম * তাহা বাদে হেম্মত করিয়া নামদার ॥ সান্ধাইল

গিয়া সেই দ্বারের মাঝার * কুণ্ডার নিকটে মর্দ্দ জাইয়া পৌছিল ॥ আজিম পাথর এক তাহে ঢাকা ছিল * রাখিয়াছে দুরাচার মুখেতে কুণ্ডার ॥ ফেকে দেয় তার তরে সাদ্ধ বল কার * পাথর দেখিয়া মর্দ্দ রহিল হয়রাণে॥ বলে পাথর আমি ফেকিব কেমনে *ধরিলে হাজার জোনা এইত পাথরে॥ তবু নাহি হেলাইতে পারিবে এহারে * এই রূপে ভাবা গোনা করে মনে২ ॥ তুতি পাখি দেখে বলে নেজাম কারনে*শুন ওহে ছওদাগর করনা হেম্মত ॥ হেম্মত করিলে আল্লা হইবে মদত *এইত পাথর তরে দেহনা ফেলিয়া॥ মকছেদ হাছেল হবে দেখনা বুঝিয়া * তুতির জবানি এহা শুনিয়া নিজাম ॥ কুণ্ডার নিকটে জেয়ে করে কিবা কাম * লইয়া আল্লার নাম কুদিয়া ধরিল ॥ একদমে ওঠাইয়া ফেকিয়া দিইল * তবে উত্তারিল যেয়ে কুণ্ডার মাঝার॥ ঢুড়িয়া ফেরেন সেই কারণে কৌটার* বহুত ঢুড়িয়া পাইল কৌটার লাগিয়া ॥ হিরা মতি লাল কতো আছিল পড়িয়া * আপনা মতলব পেয়ে ছওদাগর জাদ॥ কুণ্ডা হৈতে উঠিলেন দেলে ভেবে খোদা *তাহা বাদে ছাই জমা বহুত করিল॥ আপনি কেনারে তার গিয়া খাড়া হৈল * কৌটার ডালি মর্দ্দ থোড়েক খুলিয়া॥ নেযাও করিয়া মর্দ্দ দেখে তাকাইয়া * দেখিল ভ্রমরা এক বড়া চমৎকার ॥ আর এক লাল আছে দরমিয়ানে তার * তাহার কি জোত জানে পরওার দেগার ॥ তেয়ছা লাল নাহি আর দুনিয়া মাঝার * সেই লাল লিয়া মর্দ্দ দামনে রাখিল ॥ তাহা বাদে মনে মনে ভাবিতে লাগিল * কেমনে মারিব এই কমিনার জান ॥ এই কথা দেলে২ ভাবিয়া হয়রান * এত ভেবে দোন পাখা ভাঙ্গিয়া তাহার॥ তাহাতে দেওয়ের হাত ভাঙ্গা গেল তার * মালুম পাইয়া দেও আসিতে লাগিল॥ এক পাঙ ভ্রমরার নেজাম ভাঙ্গিল * এক পাঙে তবু পাপী লাগিল আসিতে॥আর এক পাঙ সাদু তুড়িল সে মতে* তবু সে কমজাত দেও গোস্বায় ভরিয়া॥ বাঘের মতনে আইল গর্জ্জিয়া২ * তার পরে খুব জোরে দাবিয়া ধরিল ॥ ভ্রমরার জান তবে নেকলিয়া গেল * জান নেকলিয়া জদি গেল ভ্রমরার ॥ পটকান খাইয়া গেরে দেও দুরাচার * কমিনা রাক্ষস দেও মারা জদি গেল॥ নেজাম আল্লার কত সোকর ভেজিল * তার পরে পোছে সেই তুতির খাতেরে॥ কোথা সেই বিবি আছে কহ মেরা তরে * তুতি

কহে আছে ঐ ঘরের মাঝার ॥ দেখ গিয়া কুলুফ তুড়িয়া এই বার *
এ কথা নেজাম শুনে খোসাল খাতেরে ॥ দরওাজা তুড়িয়া গেল
ঘরের ভিতরে * দেখিল সাদুবর পালঙ্গ উপরে ॥ শুয়ে আছে সাহা
জাদি দেখিল নজরে * কি কব রূপের কথা জেনো পুর্ণ শশি ॥ শশি
জেনো ভুতলেতে পড়িয়াছে খসি * এয়ছা রূপ কভু আমি না দেখি
চক্ষেতে ॥ হায়রে কম্বিনা দেও মারে কি জন্যেতে * সওদাগর জাদা
এত মনেতে ভাবিয়া ॥ বিবির ছেরানায় মর্দ্দ বসিল জাইয়া * ছেরানার
দুটি কাটি ধরা আছে তার ॥ পাঙের দিগেতে এক কাটি আছে
আর * ছেরানার দোন কাটি নাড়িতে২ ॥ পড়িয়া গেলেক ঐ
বিবির গায়েতে * তখনি জে সাহা জাদি জাগিয়া উঠিল ॥ আখি
খুলে সাহাজাদি নেজানে দেখিল * নেজামে দেখিয়া বিবি
সরম পাইয়া ॥ সরম পাইঁয়া মুখ লিল ছাপাইয়া * ঘুমটা হৈতে
সাহাজাদি এই কথা বলে ॥ রাক্ষস পুরিতে তুমি কেয়ছা ভাতে
এলে * এমন দুস্মন বল কে ছিল তোমার ॥ তোমাকে ভেজিয়া
দিল রাক্ষর মাঝার * সুনহ বিদেশী কহি সুন দেল দিয়া ॥ পালা
ইয়া জাহ তুমি জান বাচাইয়া * এখনি আসিবে সেই দেও দুরা
চার ॥ দেখা পেলে জান তেরা মারিবে গাঙার * বিবি বলে কহ
তেরা নিজ বিবরন ॥ তোমার আহওাল বল আমার কারণ *
নিজাম এ কথা সুনে কহিতে লাগিল ॥ একে২ সাজাদিরে তামাম
কহিল * জে রূপেতে আইনু আমি ছওদাগরি ভেসে ॥ জে রূপে
আইনু ফের কমলার তল্লাসে * জেরূপে শুনিনু এই রাক্ষসের কথা ॥
জে রূপেতে তোমার তল্লাসে আইনু হেথা * জে রূপেতে তুতি
মুখে পাইনু সমাচার ॥ জে রূপে জাগাইনু কারনে তোমার *
এছাই শুনিয়া বিবি হইল খোসাল ॥ মাত্তার সিন্দুক জেন পাইল
কাঙ্গাল * এতেক বলিয়া বিবি আইল বাহিরেতে ॥ দেখে দেও
মড়ে আছে জমিন বিচেতে * তার পরে পায়ে গিয়া ধরে নিজামের ॥
জান দিয়া বাচাইলে আমার খাতের * কেমনে সুধিব ধার বলত
তোমার ॥ আপনা করিয়া মুঝে রাখ নামদার * এতেক বলিয়া বিবি
মালা হাতে লিয়া ॥ নিজামের গলা পরে দিল পরাইয়া * নিজাম
আপনা মালা খুলে গলা হৈতে ॥ পরাইয়া দিল মর্দ্দ বিবির গলেতে *
অদল বদল কৈল মালা দোহাকার ॥ এমন দস্তুর দেখ ছিল আগে

কার * এই রূপে দোহার বিয়া জদি হৈল ॥ খুসির তুফান এয়ছা দোহার বহিল * বিবি বলে শুপে দিনু ইজ্জত আমার ॥ জান মাল তেরা নামে করিনু নেছার * এয়ছাই কহিয়া দোহে ভরিয়া খুসিতে জাইয়া বসিল ফের পালঙ্গ বিচেতে * বিরহ আনল জলে উঠিল দোহার ॥ অবস হইয়া গেল নাহি সহে আর * ছওদাগর জাদা কহে বিবির খাতের ॥ মিলন সরবত দেহ নাহি সহে দের * দোহে দোহাকার খোসে খুসিতে ভরিল ॥ সে সব খুসির কথা লেখা নহে ভাল * জে জোন রসিক হবে বুঝে ইসারায় ॥ খোলাছা করিয়া লেখা উচিত না হয়*শুইয়া রহিল দোন খুসি খোসালিতে ॥ অধিন নাপাক এহা রচে পয়ারেতে *

* রাজ কন্যা কমলাবতীর খেদ *

পয়ার * রাত পোহাইয়া জদি বেহান হইল ॥ ফজরে উঠিয়া দোহে গোছল করিল * তাহা বাদে খানা পিনা পাকাইয়া খায় ॥ আরামেতে চৌদিগেতে ঘুমিয়া বেড়ায় *এয়ছা মহব্বত দেখ হৈল দু জনাতে ॥ এক লহজা কেহ কারে না পারে ছাড়িতে* দিনে দিনে মহব্বত বাড়িতে লাগিল ॥ এই রূপে হপ্তা রোজ গোজারিয়া গেল* তার পরে শুন সবে জত বেরাদরে ॥ এখানে কমলা বতি মালিনির তরে *শুনগো মালিনি আম্মা শুন দেল দিয়া ॥ পাগল করার দিয়া গেলেন চলিয়া * মেরা সাতে দু দিনের করিয়া কারার ॥ আসিব বলিয়া গেছে না আসিল আর * আজ দেখ আট রোজ গোজারিয়া গেল ॥ তবু সে পাগল মোর কেন না আইল * আমার দেলেতে আম্মা না লেয় কারার ॥ বুঝি সে পাগল মেরা না আসিবে আর * কে বুঝি তাহার তরে কয়েদ করিল ॥ প্রেম ডুরি দিয়া তারে বান্দিয়া রাখিল * ফাকি দিয়া মোর তরে আনিয়া হেথায় ॥ ফেলে বুঝি পালাইল মরি হায়২ * না বুঝিয়া তার তরে সাতে করে লিনু ॥ আপনার আক্কেলেতে আপনি মরিনু * খামাখা মজিনু আমি পাগলের পিরিতে ॥ কি দুক্ষেতে আইনু আমি পাগলের সাতে *

* গান রাগিনী বাহার তাল মধ্যমান *

না বুঝিয়া মজে গেনু পাগলেরী সাতে ॥
পিরিতের এই কি রিতি কান্দীতে হয় শেষেতে *
আগে জদি জানতাম মনে, না মজিতাম তার সনে
ভেবে সারা হলেম প্রাণে, বারি বহে দু চক্ষেতে।
পুরুষ নিদয়া জাতি, দয়া নাহি কারো প্রতি, করে
আমায় এদুর্গতি, কান্দাইল পথে পথে * ভেবে ভেবে
তনু ক্ষিন, রাত্রকে করিনু দিন, না আইল সে কঠিন,
চেয়ে আছি পথে ॥ হিন কবিকারে ভনে, ভেবনাগো
রাজ কন্যে, ধৈজ্জ ধর গো প্রানে, চলিনু আনিতে *

* মালিনি নেজামকে লইয়া কমলাবতীর সহিত
* মোলাকাত করাইবার বয়ান *

* পয়ার * মালিনি কহেন বাত কমলাবতীরে ॥ ছবর করিয়া রহ দেলের মাঝারে * আল্লা জদি জিতা রাখে কারনে তাহার ॥ আলবত্তা তোমার সাতে হইবে দিদার * চল বিবি জাই চল বাগানের বিচে ॥ দেল বাহলাইয়া জে আসিব তাহার পিছে* সাহাজাদি শুনে এয়ছা বিচলিত মনে ॥ মালিনির সাতে বিবি চলিল বাগানে* বাগানে আসিয়া দোহে ঘাটেতে বসিল ॥ ফুলের বাহার বিবি দেখিতে লাগিল * সুনহে রসিক লোগ দেল লাগাইয়া ॥ উপরেতে জেই কথা আইনু ছাড়িয়া * এখানেতে সাধুবর লালমতি লয়ে ॥ খুসিতে গোজরান করে প্রেমেতে মজিয়ে * এক দিন নেজামের দেলেতে জাগিল ॥ কমলাবতীর নাম ইয়াদ হইল * কোন হালে আছে সেই মাসুক আমার ॥ কে মোরে আনিয়া দিবে খবর তাহার* দু দিনের করার করিয়া তার সাতে ॥ নেকলিয়া আইনু এই রাক্ষসে মারিতে * এতেক ভাবিয়া দেলে নেজাম পাগল ॥ সাহানা লেবাছ মর্দ্দ তেজিয়া সকল * নিত্ত ঘরের লেবাছ আগে পরিত জেয়ছাই ॥ আপনা ওজুদে মর্দ্দ পিন্দিল তেয়ছাই * তাহা বাদে গামছা আর গাড়ু হাতে লয়ে ॥ নেকলিল সাদুবর পুসিদা হইয়ে * তামাসা দেখিয়া সাদু চলে রাহা পর ॥ পৌছিলেন গিয়া জেথা

মালিনির ঘর * মালিনি বাহিরে ছিল নেজামে দেখিয়া ॥ খুসির মৌজা তার উটিল জাগিয়া * খুসি ভরে দেল তার তড়পিতে লাগিল ॥ জেথানেতে রাজ কন্যা জাইয়া পৌছিল *কহিতে লাগিল মাগো দেখ এসে তুমি ॥ খুসির খবর এক আনিয়াছি আমি * জাহার লাগিয়া তুমি পাইতেছ দুখ ॥ কান্দিয়া২ তুমি নাহি বান্দ বুক * সেই জে পাগল তোর আসিছে রাহেতে ॥ দেখিয়া আইনু আমি আপন চক্ষেতে * এ কথা শুনিয়া বিবি কান্দিতে লাগিল ॥ আর কি পাগল মোর আসিবে সে বল * বেচে কিবা আছে সেই আমার পাগল ॥ আর কি দেখিব তার বদন কমল * মিছে তছল্লি কেনো দেহ মোর তরে ॥ আর কি পাগল এসে দেখা দিবে মোরে* মালিনি বলেন মাগো না কান্দিও আর॥ ঝুট নাহি কহি আমি কারনে তোমার * কছম করিনু তেরা ছেরে দিয়া হাত ॥ তেরা সাতে নাহি করি চাতরির বাত * সাহা জাদি কহে এহা ঠিক জদি হয় ॥ এনাম বখসিস আমি দিব জে তোমায়* আমার গলেতে আছে সাত নরি হার ॥ এখনি খুলিয়া গলে দিইব তোমার * দু জনায় এই কথা হইতে আছিল ॥ হাসিতে ২ হোথা নেজাম পৌছিল * সাহাজাদি নেজামেরে জখন দেখিল ॥ বাগে গোলেস্তার মত ফুটীয়া উঠিল * কি বলিতে কিবা বলে ঠেকানা না মেলে ॥ ঝর২ কান্দে ধরে নিজামের গলে * অধম নাদান কহে শুন বিবি জান ॥ দুক্ষু ভাবে এখানেতে গাও এক গান *

* গান রাগিনি বেহাগ তাল খাম্বাজ *

এসহে প্রাণ, হৃদয়েরী ধন, হেরি তোমারে; ভরি দুনয়ন।
তোমারি তরে, এ হৃদি বিদরে, ভাসে দু নয়ন.॥
কতদিন কেদে, আকুল হয়েছি, তোমারি তরে কত সয়েছি।
এস নয়নেরি বারী নিবারী, করি আলিঙ্গন ॥

* নিজাম রাজ দরবারে জায় ও লাল লইয়া রাজাকে দিবার বয়ান*

* পয়ার ছন্দ * সাহাজাদি গান গেয়ে দুক্ষিত হইয়া ॥ নেজামের তরে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া * মা বাপে ভুলিনু আমি পাইয়া

তোমায় ॥ তোমাকে পাইয়া ভুলি উজির জাদায় * এতেক করিল খেদ কমলা সুন্দরি ॥ সে সব খেদের কথা লিখিতে না পারি* তার পরে খানা পিনা নিয়ামত লিয়া ॥ নেজামের তরে বিবি দিল খেলাইয়া খানা পানি খাইয়া জে নেজাম মর্দ্দানা ॥ বাহিরে জাবার তরে করিল বাহানা * বিদায় হইয়া আইল আপনার ঘরে ॥ সাহানা লেবাছ মর্দ্দ পিন্দে তার পরে * জেই লাল পেয়ে ছিল কুণ্ডার মাঝার ॥ সেই লাল লিয়া চলে হুজুরে রাজার*জাইয়া পৌছিলমর্দ্দ রাজার দরবারে, জমিন চুমিয়া পিছে ছালাম গোজারে*দামন হইতে লাল খুলে খুসি মনে॥নজর ধরিল লিয়া রাজার ছামনে* নিজামে দেখিয়া রাজা খুসি হৈয়া দেলে ॥ পিয়ার করিয়া তায় ওঠাইয়া কোলে * বহুত পিয়ার করে নিজামে লইয়া॥ কত দোওা দিল তায় ছেরে হাত দিয়া*লাল পেয়ে রাজা বড় হইল খোসাল ॥ কহ বাবা কোথা পেলে বহু মুল্য লাল* মহারাজা সেই লাল লিয়া তার পরে ॥ দেখিতে দিলেন আজম উজিরের তরে * আজম উজির দেখে খোসাল হাজার ॥ তাবাদে দিলেন লাল হাতেতে রাজার * লাল দিয়া কহে ফের উজির আজম দুনিয়াতে নাহি দেখি উড়িল ফহম*এয়ছা লাল কোন কালে নাহি দেখি আমি ॥ মুল্য না হইবে দুনিয়া বেচিয়া তামামি * তাহা বাদে কহে রাজা নিজামের তরে॥ কহ বাবা গেলে তুমি জাহার খাতেরে* নিজাম রাজার জদি আদেশ পাইল ॥ একে২ জত হাল কহিতে লাগিল * জেয়ছা ভাতে পৌছি এক জঙ্গল মাঝার ॥ জেয়ছা ভাতে মাকানাত পাই দেখিবার * জেয়ছা ভাতে তোতা পাখি ভেদ বলে মরে ॥ জেয়ছা ভাতে গেনু আমি কুণ্ডার মাঝারে * জেয়ছা ভাতে কৌটা তরে ওঠাইয়া লিনু ॥ জেয়ছা ভাতে রাক্ষসেরে মারিয়া ডালিনু * জেয়ছা ভাতে বিবি তরে জাগাইনু গিয়া ॥ জেয়ছা ভাতে সাদি করি বিবির লাগিয়া*এতেক সুনিল জদি নেজামের মুখে॥ পিয়ার করিয়া রাজা লাগাইল বুকে * জে কাম করিলে বাবা লাড়কাই উম্মরে ॥ হাজার সাবাসি তেরা বাজুর উপরে*এতেক কহিয়া রাজা মহলেতে গেল ॥ রাজরাণি তরে গিয়া তামাম কহিল*বে বাহা কিস্মত লাল পাইয়াছি আমি॥ মুল্য না হইবে দুনিয়া বেচিলে তামামি মহারাণি কহে মুঝে দেহ সেই লাল॥রাজা সুনে দিইলেন হইয়া খোসাল * লাল পেয়ে রাজরাণি খোসাল হইয়া ॥ সুমতি বেটির তরে

লিল বোলাইয়া * গাথিয়া সে লাল দিল সুমতির গলে ॥ আন্ধারে রহিলে সেই দপ২ জলে*এমনি চমক তার কি কহিব কায় ॥ সে লালের পরে নাহি চক্ষু ধরা জায়*মহারাজা কক্কেফের রাণির খাতেরে কারার দিয়াছিআমি জামালের তরে*সুমতির বিবাহ দিব নিজামের সাতে॥ ওদুল না হবে মোর জিন্দেগি থাকিতে* বড়া জঙ্গা মর্দ্দ সেই বড়া বুদ্ধিমান ॥ কি কব রূপের কথা না হয় বয়ান* রাক্ষসে মারিলো সে একেলা জাইয়া॥এই লাল এনে ছিল আমার লাগিয়া*জেয়ছাই সুমতি মোর জামাই তেয়ছাই॥আমার কপাল গুনে মেলাইল সাই* মহারাণি সুনে এহা খোসাল হইল॥ তুমি রাজি আছ জাতে কি কহিব বল * ভাল দিন দেখে কর বিবাহের দিন ॥ কায়েম রাখেন জোড়া এলাহি আলমিন*তার পরে সুন সবে রসিক সুজন॥পুর্ব্ব দেশে ছিল এক নামেতে বাহমন * বেবাহা ফউজ তার বড়া জোরওার ॥ জোরের বয়ান আমি কি লিখিব তার* কেহ গিয়া তার তরে কহিল খবর॥ উত্তর দেসেতে আছে রাজা কংসধর*তার এক বেটী আছে নামেতে সুমতি॥ কি কব রূপের কথা লজ্জা পায় মতি*দপ২ জলে সেই আন্ধারের বিচে ॥ নুতন জৈবন তাহে বাহার দিয়াছে* কি কব মাথার কেশ কাল নাগ হেন॥ ঘুঙ্গুরি বালেতে খোসবু আতর জেমন আসিয়া পড়েছে কেশ নিচেতে জানুর॥ পেসানি উপরে জেন চমকিতেছে নুর * কি কহিব দুটী আখি বয়ান করিয়া ॥ জেন দুচক্ষেতে পানি চলেছে বহিয়া* আহা কি চক্ষের পরে ভুরু দুটী জোড়া ॥ সে কারিতে কামানেতে দিইয়াছে চড়া * নাসিকার কথা আর কি দিব সাবাসি॥রাধিকার মনলোভা শ্রীকৃষ্ণের বাসী*কি দিব তুলনা আমি সে দুটী ঠোটের ॥ জেন আলতা গোলা আছে উপরে মুখের* আর সে বত্রিশ দাত কি লিখিব হায় ॥ আনারের দানা জেন আয়না চমকায়*কি কব গলার কথা নাহি জায় লেখা॥পানি খেলে লালি তার সব জায় দেখা*কি কহিব দুটি হাত বেলুন মতন॥কুন্দীকারে কুন্দে কাট রাখিল জেমন * দুটি চরণ তার কি কব বাখানি ॥ চলিলে চলন তার জেমন খঞ্জনি * কিরূপে কহিব আমি সে রূপের বানি ॥ সে রূপ দেখে তপ ছেড়ে দেয় মণী * বামনের বেটা জদি এতেক শুনিল ॥ আসক আগুন তার জলিয়া উঠিল*বুকেতে লাগিল তার আসকের তির ॥ জলনেভে রাজ পুত্র নাহি হয় স্তির * খাওা পে

ত্তা ত্যাগ দিল সদা জপে মালা ॥ সহিতে না পারে আর বিরহের জালা * কেহ জদি ভাল কথা কহিত তাহায় ॥ আগুনের মত জেন লাগে তার গায় * ভেবেং রাজ পুত্র হইল মলিন ॥ এস্কের বোখারে তনু হয়ে আইল খিন * এইরূপে হপ্তা রোজ গোজারিয়া গেলে ॥ বামনের আগেতে খবর কেহ বলে * রাজা শুনে ছের পাও লাঙ্গা করিয়া ॥ আইল বেটার কাছে দরোদ ভাবিয়া * কহ বাবা কি হইল কারনে আমার ॥ কেহ কিছু বলিয়াছে খাতেরে তোমার * এখুনি সমসের মেরে ছের জুদা করি॥ঠিক কোরে কহ বাবা মেরা বরাবরি* বাহমনের বেটা জদি এতেক সুনিল॥ কহে মোর তরে কেহ কিছু না কহিল॥* তুমি তো দেশের রাজা আমি পুত্র তেরা ॥ কোন বাতে দুনিয়াতে ডর নাহি মেরা * শ্রীধর নামেতে রাজা উত্তর দেশেতে ॥ রূপবতী বেটি এক তাহার ঘরেতে * তাহার সঙ্গেতে মেরা দেলা ইবে সাদি ॥ রাজা শুনে বলে হোক মোবারক বাদী * এই বাতে দেল বিচে না করিবে গম ॥ এখনি তাহায় আমি করিব পেয়গাম * এই তো পেয়গাম সেই না মানে আমার ॥ পানিতে ভাসাব আমি সহর তাহার * জোরেতে আনিব ধরে তাহার বেটিরে ॥ সাদি দেলাইব লিয়া তোমার খাতেরে* তাহা বাদে হুকুম কৈল পেয়গাম লিখিতে ॥ উজির লেখেন খত হুকুমের মতে * পহেলা আল্লার নাম লিখিয়া ছনদে ॥ দেলের মতলব ফের লেখে তাহা বাদে * শুন রাজ রাজ্জেশ্বর লিখি আপনাকে ॥ বহুত দৌলত আল্লা দিইল তোমাকে* সুমতি নামেতে বেটি আছেত তোমার ॥ আমার বেটার সাতে সাদি দেহ তার * মেরাবাত নাহি জদি শুন কোন মতে ॥ আখেরে সহর তেরা ভাসাব পানিতে* এ মতে লিখিয়া খত কুল ফ আটিয়া ॥ কাছেদের তরে এক দিলেন ভেজিয়া * শ্রীধর রাজার আগে কাছেদ পৌছিল ॥ ছালাম করিয়া খত রাখিয়া জে দিল * অধিন কহেন দেলে ভাবিয়া বিসাদ ॥ নারী হৈতে দেখ ভাই ঘটে কি ফছাদ * নারি ফছাদের জড় দেখ বেরাদর ॥ নারির লাগিয়া জান জায় তো কাহার * নারির লাগিয়া কেহু পায়ে বেড়ি লেয় ॥ এইহাল হইতেছে এই জে দুনিয়ায় * মুন্সি বলে পানা তলে রসিক জোনার ॥ দুনিয়াকে ভাল নাহি বোঝো বেরাদর *

---

* শ্রীধর রাজা বাহমনকে খতের জওাব লিখিবার বয়ান *

* ত্রিপদী * শ্রীধর রাজার তরে, কাছেদ ছালাম করে, খত লিয়া বাহমনের দিল ॥ মহারাজা খত পেয়ে, বড়া খোসালিত হয়ে, খুলিয়া জে পড়িতে লাগিল * একে২ জত বাত, পড়িয়া জে নেক জাত, দেলে বড়া ভাবিত হইয়া ॥ আজম উজির তরে, তখনি হুকুম করে, লেখ খত বাহমন লাগিয়া * লিখিয়াছে জেই ভাতে, জওাব লিখে সেই মতে, ভেজে দেহ বাহমন রাজাকে ॥ উজির সুনিয়া বাত, লিখিতে লাগিল খত, দেলের মতলব একে২ * শুন২ মহারাজ পেয়ে খত সরফরাজ, হইয়াছি দেলের মাঝার॥ আর যাহা খত পরে, লিখিলে আমার তরে, পড়িয়া জে খোসাল হাজার* কিন্তু এক বাত আছে, লিখি কদমের নিচে, গোনা মাফ কর নাদানের ॥ কি করিব চারা নাহি, এই বাত জান ছহি, কারার দিনু জামাল খাতের * সাদি দিব তার সাতে, কবার করিনু এতে, কারারেতে আছি গেরেপ্তার ॥ তাই তেরা বেটা তরে, বেটি জে সুপিতে তারে, নাহি পারি শুন নাম দার * লিখে খত এ রূপেতে, দিল কাছেদের হাতে, কাছেদ জে বিদায় হইয়া॥ বাহমনের আগে গেল শ্রীধরের খত দিল, পড়ে রাজা কুলুফ খুলিয়া * তামাম ওাকেফ হৈল, গোশ্বাতে ভরিয়া গেল, ক্রোধে খত ফাড়িয়া ডালিল ॥ বালিসে চাপড় মেরে, কহেন উজির তরে, সৈন্ন গনে বল সাজি বারে* ছেপা গনে সাজাইয়া, এই ঘড়ি কুচ কিয়া, তুমি আমি জাব লড়ি বারে ॥ দেখিব কেমন রাজা, খুব মতে দিব সাজা, ডর নাহি করিল আমারে* উজির হুকুম পেয়ে, লস্করে কহেন গিয়ে, সাজ সবে লড়াই লাগিয়া ॥ শুনিয়া ছেপাই সবে, গোশ্বা হৈয়া সাজে তবে, মার মার উঠিল হাঁকিয়া * ধুধু নাকারা বাজে, তামাম ছেপাই সাজে, মুখে খালি বলে মার মার ॥ হিন কবি কার রচে, জানা জাবে আগে পিছে, ময়দানেতে ফতে হয় কার *

* শ্রীধর রাজার সাতে বাহমন লড়িতে জায় তাহার বয়ান *

* পয়ার * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ জার জে জায়গায় রহে আরাম করিয়া * ফজর হইতে কহে উজিরের তরে ॥ সাজিতে কহনা তুমি তামাম লস্করে * উজির হুকুম দিল লস্করে সাজিতে ॥ জঙ্গের তবলা ফের লাগিল বাজিতে * নেকা

লিল বাহমনের তামাম ফউজ ॥ দরিয়ার বিচে জেন উঠীল মউজ *
কুচের নাকারা ফের বাজিতে লাগিল ॥ তামাম ফউজ তবে বাহির
হইল * পাঁয়তারা করিয়া সবে চলিল রাহেতে ॥ এয়ছাই কয়েক
রোজ গোজারে তাহাতে * শ্রীধর রাজারে কেহু কহিল জাইয়া ॥
গালেব তোমার পরে পৌছিল আসিয়া * বহুত দেখিনু আমি
ছেপাই লসস্কর ॥ তাই এসে আপনাকে কহিনু খবর * বোদ
হয় বাহমন আইল লরিতে ॥ বহুত লস্কর লিয়া আসিয়াছে
সাতে * চারি লাখ আছওার চুনেন্দা ছরদার ॥ রায় বাস তেরে
ন্দাজ লব্বুই হাজার * শ্রীধর রাজা জদি এ কথা সুনিল ॥ গোশ্বা
ভরে দোন আঁখি লাল তার হৈল * কোন জোরে আসিয়াছে আমা
র ময়দানে ॥ মেরা জোর কভু বুঝি নাহি শুনে কানে * একথা
বলিয়া রাজা হাঁকিয়া উঠীল ॥ উজির খাতেরে ফের হুকুম করিল *
লস্কর কহনা তুমি ময়দানে জাইতে ॥ দেখিব বাহমন গিধি লড়ে
কেয়ছা ভাতে * উজির সুনিয়া সবে সাজিতে কহিল ॥ সুনিয়া
ছেপাই জত সাজিয়া চলিল * লড়াই নাকারা বাজে লস্কর মা
ঝার ॥ ময়দানেতে খাড়া হৈল বান্ধিয়া কাতার * দুই দলে মোকা
বেলা বহুত হইল ॥ এক বারে সব কোই লড়ায়ে সাজিল * মার
মার সোর সার হাঁকের আওাজ ॥ মউজা উঠিল জেন দরিয়ার
মাজ * জে জার তালের পরে করেন লড়াই ॥ কত লোগ মারা
গেল জানেন এলাই * দুদলের ছেপাই মারা বহুত পড়িল ॥
লড়িতে২ দিন আখের হইল * নিমা সাম কালে সবে আইল ফি
রিয়া ॥ জে জার বাসাতে রহে আরাম করিয়া * তা বাদে শ্রীধর
রাজা ঘরেতে আইল ॥ সুমতি বেটির ভরে কহিতে লাগিল * বহুত
আদরে তুঝে পালিনু পুসিনু ॥ বাহমনের বেটার তরে তুঝে রেখে
ছিনু * সুমতি কান্দিয়া বলে হায়রে কপাল ॥ আমাকে মারিলে
জাবে ঘুচিয়া জোঞ্জাল * আমি এই কুলসিনি পাপিনির তরে ॥
আমার কারনে কত পাহালাওান মরে * জখন জর্ম্মিয়াছিনু
মায়ের পেটেতে ॥ কেন না জননী মরে মারিল সে অক্তেতে *
এখনি মারিয়া ডাল রেখে কিবা কাম ॥ সম সের মারিয়া ছের
করহ তামাম * এতেক সুনিয়া রাজা করিয়া পিয়ার ॥ ছেরে
মুখে বোছা দেয় হাজার২ * নানা মতে বোঝাইয়া সুমতি বেটীরে ॥

তা বাদে শ্রীধর রাজা আইল বাহিরে * হিন কবি কার কহে অধম লাচার ॥ হুগলি জেলার বিচে বসতি জাহার *

* নিজাম ও বাহমনের দোছরা দিনের লড়াই *

* পায়ার * সুমতি বেটির তরে রাখে বোঝাইয়া ॥ দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল য়াসিয়া * জার জে শুইয়া রহে খোসাল খাতির ॥ রাত গোজারিয়া গেল মরজি এলাহির * লড়াই নাকারা বাজে বাহমনের দলে ॥ উজির আজম সুনে এই কথা বলে * আপনা কদমে এই আরজ আমার ॥ গমনা করিবে আর দেলে আপনার * তোমার দামাদ জেই হইবে জামাল * বড়া জোরওার সেই বাঘের মেছাল * দেখ কেয়ছা দুরাচার রাক্কসের তরে ॥ একেলা জাইয়া দেখ মারিল তাহার * নিজাম এ কথা সুনে ছালাম করিয়া ॥ রাজার কদমে কহে মিনতি করিয়া * আমাকে হুকুম কর জাইতে ময়দানে ॥ দেখা চাই কত জোর রাখেন বাহমনে * সুনিয়া শ্রীধর রাজা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ নিজামের তরে কহে দেলাসা জে দিয়া * সুন বাবা এই কথা না বলিবে মোরে ॥ তোমাকে ভেজিতে মেরা জিউ কেয়ছা করে* মানা জদি নাহি সুন জাও তুমি রনে ॥ জিয়ান্ত মরিয়া জাব তোমার কারনে * নিজাম এ একথা সুনে কহে আর বার ॥ দোওা কর ভেজ মুঝে ময়দান মাঝার * বসিয়া তামাসা দেখ আমার লড়াই ॥ ফতে জেন পাই আমি এই দোওা চাই * শ্রীধর রাজা তবে লাচার হইয়া ॥ নিজামেবিদায় দিল আলাকে সুপিয়া * তামাম লস্কর হোতা কোনর বান্ধিয়া ॥ খাড়া আছে সকলেতে হুকুম লাগিয়া * তা বাদে নিজাম মর্দ্দ সাজিতে লাগিল ॥ হিরামতি জড়াও এক তাজ ছেরে দিল * সোনার জেরা বন্দ মর্দ্দ পেন্দে ওজুদেতে ॥ কসিয়া কোমর বন্দ বান্ধে কমরেতে * আছিল পোলাদ ঢাল তাহার খাতের ॥ ওঠাইয়া বান্ধিলেক উপরে পিঠের * দু ধারি তলওার এক কোমরে বান্ধিল ॥ হাজার মনের গোর্জ্জ কান্দে ওঠাইল * সমসের কাটারি ছুরি নেজা ও কামান ॥ একে একে বান্ধিলেক লড়াই ছালাম * বড়া জোরওার ঘোড়া আছিল তৈয়ার ॥ কুদিয়া ছওার হৈল উপরে তাহার * কুচের নাকারা ফের বাজিতে লাগিল ॥ নিসান ধরিয়া সবে ময়দানে পৌছিল * হিন২

সব্দ হৈল ঘোড়ার আওয়াজ ॥ হাসর হইল জেন ময়দানের মাজ ❋ সোর সারাবত এয়ছা ময়দানে হইল ॥ তিন কোস তক তার আওয়াজ পৌছিল ❋ দু দলে ছওয়ারি ডঙ্কা লাগিল বাজিতে ॥ হাতি উঠ ঘোড়া নাচে তার আওয়াজেতে ❋ দুই দলে মোকা বেলা বহুত হইল ॥ বাহমন ছরদার এক পাঠাইয়া দিল ❋ আসিয়া ময়দান পরে বড়া হাক মারে ॥ কুদে ঘোড়া হৈতে লাফ কাফ করে ❋ ছওয়ারের লাফ কাফ দেখিয়া নিজাম ॥ গোশ্বায় ভরিয়া গেল অজুদ তামাম ❋ বারুদের ঘরে জেন আগ লাগাইল॥ ঘোড়ায় চরিয়া মর্দ্দ ময়দানেতে গেল ❋ দুই জোনে মোকাবেলা বহুত লড়িল ॥ নিজামেরছেরে গোর্জ্জ খেচিয়া মারিল❋পাহালওান ঢাল দিয়া রদ কৈলতারে ॥ নিজাম হাকিয়া বলে সামাল এবারে❋ এয়ছাই সুনিল জদি লোগ বাহমনের ॥তাকিদ পাতিল ঢাল বাচাইতেছের ❋গোস্বায় জামাল মর্দ্দ তলওার লইয়া ॥ মারিল জোরেতে তার ঢাল তাকাইয়া ❋ ফাটিয়া লোহার ঢাল ঘোড়া মারা গেল ॥ বাহমনের ছরদার কুদে তফাতে ভাগিল ❋ পাহালওান ঘোড়া হৈতে নিচে ও তরিয়া ॥ কুদিয়া মারিল তেগ ছওয়ারে খেচিয়া ❋ দু ফাঁক হইয়া সেহ গেরে জমিনেতে॥ গুড়ি কাট কেহ জেন চিরিল করাতে❋ জান নেকালিয়া জদি গেলেক তাহার ॥ লড়িতে আইল ফের দোছরা ছওয়ার ❋ সেই ভাঁতে তার তরে জোম ঘরে দিল ॥ এক চাল্লিস ছওয়ার এই রূপে মারা গেল ❋ বাহমন রাজা জদি এহাল দেখিল॥ একুবারে সবা কারে হুকুম করিল ❋ এক লাড়কা একে২ চাল্লিস ছওয়ারে ॥ গেরাইয়া দিল ডর কিছু নাহি করে❋ঘিরে মারো ছওয়ারেরে তামাম ছরদার ॥ সুনিয়া টুটিল তবে বলে মার২❋এমন জোরেতে সবে পড়িল টুটিয়া ॥ জমিন কাঁপিয়া উঠে দহসত পাইয়া ❋ পাহালওান নিজাম জদি এ হাল দেখিল ॥ লইয়া আল্লার নাম হাঁকিয়া পড়িল ❋ দুই হাতে খুলে দিল দোন তলওার ॥ কুদিয়া পড়িল মর্দ্দ বোলে মার মার ❋ ছাগোলের পালে জেন বাঘ সাহ্মাইল ময়দানের বিচে খুনে তুফান বহিল ❋ কার হাত পাও কাটে কার কাটে ছের ॥ দুই ফাক কৈরা দেয় মারিয়া সামসের❋ কেলার বাগানজেন কাটিয়া চলিল॥গোশ্বায় ভরিয়ামর্দ্দ কাটিতে লাগিল ❋ এথানে শ্রীধর রাজা বড়া পেরেসানে ॥ আল্লার দরগায়

দোওা মাঙ্গে মনে মনে * আয় আল্লা পাক গনি মেহের বান হও ॥ নিজামের বাজু পরে জোর কিছু দেও * বাহমনের তরে তুমি কর জের বার ॥ এ দোওা কবুল কর পরওার দেগার * জোরেতে এজ্জত মেরা চাহে জে মারিতে ॥ আয় আল্লা তরাইয়া লেহ এ আফতে * রাজা এ দোওা মাঙ্গে আল্লার দরগায় ॥ পাহালওান নিজাম হোথা তলওার চালায় * কাটা ছের ভাসে জেন বেল গড়াইয়া ॥ এক ঠাই নহে খাড়া চলিল কাটীয়া * ছওারির ঘোড়া ঘোমে কুমারের চাক ॥ বাহমন দেখিয়া দেলে হইল অবাক * একে একে লাফ ঘোড়া মারেন কুদিয়া ॥ বিশ হাত একবারে জায় নেকলিয়া* জোড়া লাথি মারে ঘোড়া ছেপায়ের ছেরে ॥ মগজ্জ নেকলিয়া জায় দু কানের পরে * তলওার মারিয়া চলে নিজাম পাহালওান ॥ কারবা গোর্জ্জের চোটে করে খান খান * কখন ডাহিনে কাটে কখন বামেতে ॥ কখন সুমুখে কাটে ছেপায়ের জাতে * এই রূপে কেতাবেতে লেখে এই বাত ॥ তিন দিন তিন রাত লড়ে এয়ছা ভাত * জত মারে তত বাড়ে বাহমনের ছরদার ॥ কোথা কে করিতে পারে তাহার সোমার * এ রূপে নিজাম মর্দ্দ কাটিতে লাগিল ॥ বাহমনের লস্কর জত ভাগেল হইল * পিছে পিছে কত দুর খেদাড়িয়া জায় ॥ বিপাক দেখিয়া সবে কেল্লাতে সান্ধায় * চলিয়া আইল মর্দ্দ খুসি খোসালিতে ॥ মহাম্মদ মুনসী কহে আল্লা দিল ফতে *

* সুমতি ও নিজামের সাদির বয়ান *

ত্রিপদী ছন্দ * লড়াই করিয়া ফতে, নিজাম জে খোসালিতে, আইলেক হুজুরে রাজার ॥ ঘোড়া জোড়া খুনে বয়ে, গেছে লাল রংগ হয়ে; খুনে লাল হয়ে তলওার * রাজা এই হাল দেখে, ওঠাইয়া লিল বুকে, পিয়ার করিয়া জামালেরে ॥ গায়ের পোষাগ জত, হয়ে রাজা খোসালিত, বদলিয়া দিল তার পরে * শুনহে রসিক সবে, দেল লাগাইয়া এবে, শুন থোড়া বয়ান সাদির ॥ শ্রীধর রাজা তা বাদেতে, সুমতির সাদি দিতে, কহে জত উজির খাতির * বেহার দস্তুর মত, ছরঞ্জাম কর যত, কোন মতে কমি নাহি হয় ॥ সুমতির দিব সাদি, সাদি মবারক বাদি, আল্লা জদি রাজি হয় তায় * শুনে জত উজিরানে, খুসি হৈয়া সর্ব্ব জনে, করে সবে সাদির ছামানা ॥

সহরের চারি ধারে, দিল আয়েনা বন্দি করে, দেখিবারে সান আমি রানা * রাস্তার দুই ধারি, দিল আয়না বন্দি করি, উপরেতে ছাওনি আয়নার ॥ তার পরে এখানেতে, ঘর সবে সাজাইতে, মৌজুদ হইল জে জাহার * দেওালগির দেওয়াল বিচে, তাহে লটকাইয়া দিছে, সারি সারি ঝাড় বেলওারের ॥ ফানুস কান্দিল আর, কি কব বয়ান তার, চমক জেন আছমানের * গালিচা তুলিয়া কত, বেছাইল শত২ এক মত রঙ্গিন বাহার ॥ তাহার উপরে ফের, রঙ্গিন আর মখমলের বেছাইল অতি চমৎকার * বালিস তাকিয়া আর, রঙ্গ, রঙ্গ বেসো মার, রাখিলেক চার তরফেতে ॥ হোক্কা রাখে চাদি সোনা, কি কব তাহার বেনা, সে সকল নারিনু লিখিতে * এরূপেতে সাজাইয়া, রাখিল ঘরেতে লিয়া, দেখিবারে আহা কি বাহার ॥ চৌরাহে মিনা রায়; নওবত বাজে তায়, কি কহিব বয়ান তাহার * মেরাসিন মহ লেতে, গায় গিত খোসালিতে, কেহু নাচে কেহু কেহু গায় ॥ বারো তেরো বরছের, ছেন ছিল তাহাদের, দেখে মন রাখা নাহি জায় * পরে বানারাস সাড়ি, মনজেন লেয় কাড়ি, দুই বেরা দিইয়াছে তায় আখে ছোরমা দাতে মিসি, কথা কয় হাসি হাসি, রসিকের মন কেড়ে লেয় * এই রূপে ছন্দে বন্দে, নাচে গায় পরি বন্দে, কি আনন্দ মধুর শুনিতে ॥ কবিক্কার কহে এবে, বাইদের গান এবে, শুন সবে রসিক জোনাতে *

* গজল মুজরা *

আজ হায় রং হায় মেরি জান আরমান সবকা হোবে ॥
আরসে ছে ফারসে জমি বুলবুলে নিজাম চামান হোবে*
বাগে গুল স্বানে আলাম, কুমরিকে-রাহতা হার দাম,
হায় আয় গুলআন্দাম; মুজকো গেরে বান আসান হোবে *
মুজরা কারনেকো এহা, আয় সব নিম জঙা, স্বাদ রাহে
তাক্তে রঙা; গেলে মান খোস হাল হোবে * নিজাম
কাহতা হায় সাম, পেলা সারবতে জাম, মুজকো মিলে
গা আরাম ইমান আমান হোবে *

* রাগ ত্রিপদী * নাচ ওালি এরূপেতে, গায় গিত মহলেতে, খোসালিত হইয়া সকলে ॥ ছেতার তাম্বুরা কত, বাজিতেছে শত২, মন্দিরা বাজে তালে২ * তা বাদে মেহমান আইল, খানা খেলা

ইয়া দিল, তর২ বিরিঞ্জি পোলাও ॥ কোপ্তা কালিয়া আর, কাবাব অতি মজা দার, খায় সবে আলাও ঢালাও * রাস্তার দুই ধারি; নাচে বাই সারি২, মন মতে খায় সকলেতে ॥ কেহ খায় কেহ গায়, কেহ সে সাবাসি দেয় কেহ২ ঘোমে জে রাহেতে * তামাসা দেখিয়া ফেরে, সহরের চারি ধারে, নাচ বাজা ঠাই২ হয় ॥ ফেরে সবে খুসি হালে, কোন গম নাহি দেলে; খুসির মৌজা মারে ভায় * সহরের জত জোনা; ঘরেতে না খায় খানা; খেয়ে পিয়ে রহে এখানেতে ॥ আপনার ঘর ছেড়ে, এখানে রহিল পড়ে; রাত দিন রহে চেয়েনেতে এই রূপে এক মাহা, গোজারিয়া গেল তাহা; সাদির দিন পৌছিল আসিয়া ॥ শ্রীধর রাজা তবে, বোলাইয়া কহে সবে; শুন কহি সবার লাগিয়া * রইছ মণ্ডল আর, নামি২ নামদার, বসে ছিল সকলেই মিলে ॥ রাজা ফের কহে সবে, ফজরেতে জেতে হবে, সাদি দিতে লইয়া জামালে * এ কথা সকলে শুনে, খোসালিত হয়ে মনে, তামাম বরাত মিলে জুলে ॥ ফজরে চলিয়া আইল, সেই দিন জুম্মা ছিল, খোসালিত হৈয়া সবে দেলে * কহে সবে তার পরে, নওসা সাজাবার তরে, দেহ আপে পোষাগ আনিয়া ॥ মহা রাজা শুনে বাত সেইঘড়ি হাতে হাত, জামা জোড়া দিলেন আনিয়া*কিম খাব এজা রেতে, মতি গাথা দামনেতে, সারি২ ঝোলে কেনারায় ॥ চোগা ও চপকান পরা, সোনালির কাম করা, কেনারায় মতি মুক্তা তায়* কি খুবি বাহার লিল, আন্ধারে উজালা কৈল, চক্ষু নাহিঠারে তার জোতে ছাচ্ছা টুপি ছের পরে, আহা কিবা সোভা করে; কিম্মতি পাথর কত তাতে * পায়েতে জরির জুতা, কি কহিব সেই কথা, মতি মুক্তা এয়াকুত পাথর ॥ ঝিকমিক করে তায়, চক্ষু নাহি ধরা জায়, কিম্মতের নাহি জার ওর * কি দিব তুলনা তার, চমক জেন ছেতারার, তুলনা কি দিব তার সাতে ॥ মুখ ফেরায় জে দিগেতে, সুর্জ্জের কিরন মতে, লাগে জোত আসিয়া চক্ষেতে*লেবাছ আর পোষাগেতে; চৌগুনা রূপ তাতে, জলে জেন দিপক আকার॥এই রূপে সাজাইয়া; সকলেতে খুসি হৈয়া, সাদুবর কারনে নওসার*লোগ লওাজেম জত, সাজিয়া জে মন মত, খুসি সবে বাগে বাগ হৈয়া॥ হাতি উট ঘোড়া ঘুড়ি, সাজিয়া জে সারি সারি, রাখিলেক কাতার বান্ধিয়া * তার পরেবেহারাগনে, মহফা চৌদল এনে, মৌজুদ করিলেক লিয়া ॥

নানা বাদ্দ বাজা বাজে, তামাম বয়রাত সাজে, ঠেলা ঠেলি আমদে মাতিয়া॥ তা বাদে নওসারে লিয়া, ম ফায় ছওার কিয়া, চলে সবে সাদি দেলাইতে॥ হড়া হুড়ি ঠেলা ঠেলি, রাহা চে জাগ চলি, হাস মত দবদবার সাতে * দেখি বাদে সে ত সাসা, বুড়া লিয়া হাতে আসা, পড়িতে উঠিতে সেই জায়॥ তাকত না আছে তার, তবু সাদ দেখিবার, তামাসা দেখিতে বুড়া ধায় * কেহুবা কোলের ছেলে; ধুলাতে দিলেক ফেলে, কেন্দে লাড়কা হইল আকুল॥ জতেক জুবতি গনে, ফেলে নিজ পতি ধোনে, দিগে দিগে আইল বেল কুল * কেহু বলে এ প্রকারে, পাই জদি এ সামেরে, সুবর্ণের ডরা কোরে রাখি॥ কেহু বলে পাই জদি, করিয়া গলার বদি, গলে রেখে নির বদি দেখি * কেহু বলে ওগো বুও়া, পাই জদি হেন প্রিয়া, মন শুখে পোহাই রজনি॥ মহাম্মদ মুনসী কয় শুন ওগো রস ময়, এ খানেতে গান গাও শুনি *

* গজল হিন্দি *

কেয়া তেরা হুসনুকা খুবিসে, দেল মেরা মামুর হুয়া॥
এস্কেকা খাঞ্জারমে মুজকো, আবতো চুর চুর কিয়া *
কলেজা হুয়া টুকরা, কিচ্ছুছে কাহু এ মাজেরা জেছম
তো পারা পারা, মিসলে কাহতুর হুয়া * বদন হো
চুকা জাখম, পেলাদে আবে জাম জাম, এস্কে জারি
কো আব থাম, ছাবরকা এহি নুর হুয়া *

* সুমতির সিঙ্গারের বয়ান *

* ত্রিপদী * সহরের চারি ধারে, ফেরাইয়া তার পরে, মজ লিসেতে নওসারে আনিল॥ সাহানা বিছানাতে, বসাইল লিয়া তাতে, খানা ফের খেলাইয়া দিল * মহারাজ তার পরে বোলাইল কাজি জিরে, গাওা সাক্ষি মোকরর কৈল॥ দস্তুর মাফিক জেয়ছা, সাদি পড়াইল তেয়ছা, আমিন আল্লা সকলেতে বল * দুলা আর দুলহিনে, দোওা সবে জনে জনে, দেহ ভাই রসিক জনাতে॥ তার পরে শুন সবে, সুমতির সিঙ্গার এবে, লিখি কিছু শুন সকলেতে * সাদি হইল জদি, দেহ মবারক বাদি; জোড়া আল্লা মিলাইয়া দিল॥ এখানে মহল পরে; সুমতি বিবির তরে, গোছল দিতে হাম্মামে

চলিল*বিবিগণ তাবাদেতে, হাম্মামের কেনারাতে, তক্তোপরে বসা ইল লিয়া ॥ মাজ অজুদেতে মলে, গায় গিত খুসি হালে, তার পরে লিল ওঠাইয়া * হাম্মামে গোলাপছিল, তাহাতে গোছল দিল, মুছে অঙ্গ রেসমি রোমালে॥ বিবিগণ তার পরে, বসিলেক ঘিরে ঘারে, জত বিবি এক সাতে মিলে * সোনার চিরনি লিয়া, কেশ সব আচড়িয়া চুটী ফের মন মতে গাথে ॥ সোনা ও রূপার ডোরা, জেমন চমকায় তারা, খোপা ফের লাগিল বান্ধিতে * তুলিয়া বান্ধে খোপা, তাহে গন্ধরাজ চাপা, মতি মুক্তা ঝোলে কত তায়॥কপালেতে সিতা পাটি, ঝুমকা দিল কানে দুটি, নথ ফের দিল নাসিকায় * আহাকি মাশুকি গলে, সারি২ হার দোলে, ঝলে জেন তারা আকাসেতে ॥ হাত পরে বাজু বন্দ, আহা কিবা পরি ছন্দ, বাক দিল তাহার কাছেতে * বেলুন হাতের পরে, চুড় দিল থরে থরে, আহা কিবা হাতে সোভা পায়॥ দশটি আঙ্গুল বিচে, মানিক অঙ্গুটি দিছে, ফিরজ পাথর ছিল তায় * কোম্মরেতে চন্দ্র হার, আহা কি বাহার তার, চাদ জেন চমকে আছমানেতে॥ পায়েতে পাজেব দিল, আন্ধারে উজলা কৈল, বাজে তাহে চরণ হেলাতে *মেহেদি পায়ের বিচে, কি বাহার তাহে দিছে, কি দিব রূপের তুলনা ॥কি দিব তুলনা তার, খুজে নাহি পাই আর, দেখে জোগ ছাড়ে মনি জনা * আহা কি রূপের ছান্দ, জেন পুর্ণিমার চাঁদ, ধপধপ জলেক আন্ধারে ॥ রূপের জুওার হেন, সাগর উথলে জেন, এরূপ বথসিল পরয়ারে * সব নামের কুড়তা এনে, পেন্দাইল গুলবদনে, তাহাতে ওজুদ দেখা জায় ॥ কিম খাপ এজা রেতে, মতি গাথা দামনেতে, সারি সারি ঝোলে কেনারায় * জে- ওর আর লেবাছেতে, চৌগুন রূপ বাড়ে তাতে, আহা কিবা ছুর- তের থান॥বদোক সানের মতি, সরমিন্দা পাইয়া অতি, লজ্জা পেয়ে ফিরে নাহি চান * সুমতিরে এরূপেতে, সাজাইয়া মনমতে, লিয়া গেল ঘরের মাঝার ॥ নওসা জামালের তরে, লিয়া গেল বাদসার ঘরে, দেখে সবে খোসাল হাজার * কড়ি বরে বশাইয়া,জখন রাখিল লিয়া, মালিনি আইল সে সময় ॥ খুসি হৈয়া নানা ফুলে, হার লিয়া আইল চলে, দিই বারে দোহার গলায় * মালিনি নিজামে দেখে, ভাবে বিবি আপনাকে, নেজাম পাগল কেন হেথা ॥ ফের এহা ভাবে মনে, রাজার জামাই কেনে, হইবেক একেমন কথা*এতেক ভাবিয়া

দেলে, হার দোহাকার গলে, পরাইয়া ঘরেতে আইল ॥ কবিকার ভেবে সারা; চোর এবে গেল ধরা, আর নাহি লুকাতে পারিল *

* মালিনি কমলাবতীকে লইয়া রাজ বাটীতে নেজামকে দেখাইতে লইয়া জায় তাহার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * মালিনি আইল জদি আপনার ঘরে ॥ তার পরে কি হইল শুন বেরাদরে * কমলাবতী এন্তেজারে ছিল মালিনির ॥ মালিনিকে দেখে বিবি খোসাল খাতির * মালিনি বিবির তরে কহেন তামাম ॥ রাজার জামাই বুঝি হইল নেজাম * তোমার পাগল হৈল পতি সুমতির ॥ বর মালা পরাইনু তাহার খাতির * কমলাবতী বলে এহা কেমনে হইবে ॥ রাজার জামতা কেন পাগল সে হবে * পাগলের তরে রাজা কেমন করিয়া ॥ আপনার কন্নার তরে দিইবে সুপিয়া * ঠাট্টা মুঝে করিতেছ বুঝি বারে মন ॥ শুন গো মালিনি আক্ষা না কহ এমন * মালিনি বলেন জদি না কর এতবার ॥ দেখাইব চল তুমি সঙ্গেতে আমার * কমলাবতী রাজি হৈল দেখিবারে বর ॥ মালিনি ফুলের মালা গেথে তার পর * কমলাবতীর তরে সাতে করে লিয়া ॥ ঘর হৈতে দুই জনা চলে নেকলিয়া * কথায়২ দোহে জায় রাহা পরে ॥ রাজার বাটীতে গেল অন্দোর ভিতরে * কমলা মালিনি জবে জাইয়া পৌছিল ॥ বিবিগণ কমলায় দেখিয়া পুছিল * কহ গো মালিনি কহ এই কোন জন ॥ এমন রূপের চাদ না দেখি কখন * মালিনি বলেন মর বহিনির বেটি ॥ রোজ কত আসিয়াছে আমার জে বাটী * তা বাদে কমলাবতী দেখিতে লাগিল ॥ নেজামের তরে বিবি চিনিতে পারিল * মনে মনে বলে সেই পাগল আমার ॥ বুঝিতে না পারি আমি ভেদ জে এহার * মালিনির তরে বিবি এ সারাতে কয় ॥ নেজাম পাগল এই জানিনু নিশ্চয় * তা বাদে মালিনি সেই ফুল হার লিয়া ॥ নেজাম খাতেরে ধনি দিল পেন্দাইয়া * নেজামের গলে হার দিইল জখন ॥ চালাকিতে সিন্দুর কানে দিইল তখন * তাহা বাদে দুই জনা চলিয়া আইল ॥ মালিনি আপনা ঘরে আসিয়া পৌছিল * কমলাবতীর তরে তবে কহেন মালিনি ॥ সিন্দুর দিইনু তার জানিতে নেসানি * জদি ওগো হয় সেই

নেজাম পাগল ॥ চিন্নত কারনে তাহে জানিবে সকল * মহাম্মদ মুনসি কহে অধম লাচার ॥ নেজাম পাগল ধরা পড়িল এবার *

* রাগ পয়ার * তার পরে জে জাহার চলে গেল ডেরে ॥ সুমতি নিজাম দোহে রহে এক ঘরে * দু জনায় ছিল একে রসেতে ভরিয়া ॥ পাইয়া রসের ঢেউ চলিল ভাসিয়া * পছিনাতে সোর বোর হইল দোহায় ॥ কাপড় ভিজিয়া সব গেল পছিনায় * তাহা বাদে মন বাঞ্ছা পুর্ণ জদি হৈল ॥ফারাগতি হয়ে দোহে শুইয়া রহিল ফজর হইতে ফের দু জনে উঠিয়া ॥ পাক ছাফ হইলেক গোছল করিয়া*তা বাদে নেজাম আইল মালিনীর ঘরে ॥ পাগলের লেবাস মর্দ্দ পেন্দে তার পরে * পাগল জেমন জায় চৌদিকে চাহিয়া ॥ কমলাবতী জেথা ছিল পৌছিল জাইয়া * দেখিয়া কমলাবতী নেজামের তরে ॥ আদর করিয়া তায় বসায় হুজুরে * চাহিয়া রহিল বিবী নেজামের পানে ॥ সিন্দুরের ফোটা আছে দেখিলেক কানে* তখন এতবার হৈল কমলাবতীর ॥ গোস্বা ভরে কহে ফের নেজাম খাতির কি আর কহিব তোরে শুনরে পাগল॥অবলারে মজাইতে করেছিলে ছল* হায় কি করিনু আমি আপনা খাইয়া ॥ পালিনু পুসিনু তোরে পাগল বলিয়া * জেমন করিয়া ছিনু তার প্রতি ফল ॥ তোমা হৈতে পাইনু আমি শুনরে পাগল * পুরুষ হইয়া এত ছলা কলা জানে॥ এত নিদারুন নাহি শুনি কোন খানে * এতেক কহিয়া বিবি রহে হেট ছেরে ॥ অধিন নাপাক কহে রচিয়া পয়ারে *

* নেজাম ও কমলাবতীর ছওাল জওাব ও মানভঞ্জন ও আখেরে বিবাহ হয় তাহার বয়ান *

* ত্রিপদী ছন্দ * নেজাম শুনিয়া বানী, দু চক্ষে বহায় পানী, সাধুবর লাগিল কহিতে ॥ কি করিতে কি করিনু, বেকুফ হইয়া গেনু আক্কেল খোওাইনু নিজ হৈতে * সাহাজাদী এত শুনি, কহিতে লাগিল বানী, সিরি জবানেতে নেজামেরে ॥ তুমি জদি প্রান প্রিয়া, তবে বল কি লাগিয়া, পাগলের বেস কি খাতেরে * ভাড়াইলে কেন নাম, শুন ওরে নেক নাম, পাগল নাম কেন কহ লাইলে ॥ এহার ভেদের কথা, শুনি বারে চাহি হেথা, সেই কথা দেহ মুঝে বলে * তবেত মিলন হবে, দুখ মেরা দুরে জাবে, না কহিলে না

হবে মিলন ॥ এতেক ছলনা প্রিয়া, কৈলে তুমি কি লাগিয়া, কহ তুমি তার বিবরন ❋ সাধুবর তার পরে, কহে বাত ধিরে ধিরে, এনসান হইতে খাতা হয় ॥ মাফ কর ধরি পায়, না হইলে বাচা দায়, জান দিয়া রাখনা আমায় ❋ হইয়াছে জা হবার; কদাচ না হবে আর, খাতা মাফ করনা আমার ॥ বুঝিতে তোমার মন, এত কৈনু জালাতন বে ওতন না করিবে আর ❋ কমলা জে এত শুনি, সাধু বরে কহে বানী, কহে শুন গরিব পরওার ॥ এত জদি ভেবে ছিলে, দুক্ষু দিবে মোর দেলে, না রাখি তুন খাতেরে তোমার ❋ তোমাকে, পিয়ার করা, বিপরিত ঝক মারা, আকেল মেরা না ছিল সে অক্তে ॥ কি কহিব বারে বার, শুন ওহে নামদার, কাগ কেন মিলিবে তুতিতে চিল আর বুলবুলেতে, নাহি মেলে কোন মতে, জে জেমন তাহার তেমন ॥ সোকর খোদার কাছে, আর কি কপালে আছে, বোঝা গেল জার জেয়ছা মন ❋ নেজাম এতেক শুনি, সাহজাদীরে কহে বানী, সরমিন্দা না করিবেক আর ॥ জে কথা কহিলে মোরে; জিয়াস্তে গিয়াছি মরে, কথা নহে জেমন তলওার ❋ জাহা আইল তেরা দেলে, মুঝে শুনাইয়া দিলে, এতবলে সাদ না মিটীল ॥ কমলা জে তারপরে, কহে নেজামের তরে, গোস্বা ভরে কহিতে লাগিল ❋ পুরুষ জেমন করে, নারি কি তেমন পারে, তা হইলে কলাঙ্কিনী বলে পুরুষ ছেনাল জাত, নারী জদি হয়তত, এই কথা ভেবে দেখ দেলে এতেক লাঞ্ছনা জদি, করিলেন সাহাজাদি; শুনে মর্দ্দ কথা নাহি কহে ॥ অজুদে নাহিক জোর, কাপে অঙ্গ থর থর, বেহুস হইয়া মর্দ্দ রহে ❋ হোস গোস না রহিল, মউস্ত নর্জাদিগে আইল, লিলা পিলা হইয়া জে গেল ॥ কমলা বতি এহা দেখে, কথা নাহি সরে মুখে, বলে হায় এ কেমন হৈল ❋ তখন উঠিল বিবি দেলেতে দরদ ভাবি, নেজামের নজদিগেতে জায় ॥ হায়া সরমের তরে, তখন রোখছত কোরে, নেজামেরে কোলেতে উঠায় ❋ মুখ পরে মুখ দিয়া, কহে বিবি চেল্লাইয়া, বলে হোস কর মেরা জান ॥ তোমার এমন দেখে, কথা নাহি সরে মুখে, উঠে বসে কথা কহ প্রাণ ❋ কি কহিতে কি কহিনু, সব বুঝি হারাইনু একুল উকুল বুঝি জায় ॥ আখি খুলে কহ কথা, ঘুচে জাক সব বেথা, কেন কথা শুনিনু তোমার ❋ সাহাজাদি বারেবারে বোছা লেয় মুখ পরে, খোসবো তার মগজে পৌছিল ॥ নিজামের

বেহুসিতে, আত্তর গোলাপ তাতে; কিছুই না দরকার করিল * বিবির জে খোসবো এয়ছা, গোলাবি কারাবা জেয়ছা, মুখ খোসবো আতর সমান ॥ মগজে পৌছিল জবে, বেহুসি টুটিল তবে, সাধু বর আখি খুলে চান *দেখিয়া বিবির কোলে, খুসিতে ওজুদ ফুলে, দুই গুনা হইল ফুলিয়া ॥ মুখ পালোটিয়া ফিরে, বোছা লেয় গলে ধরে, সাদুবর খুসিতে ভরিয়া * কমলা জে দেখে এহা, কোল হইতে ফেলে তাহা, দিলেন নেজাম খাতের ॥ কহে বিবি শুন চোরা. বে হুসি নহে তেরা, বে এজ্জতি মোরে করি বারে * কি মজা লাগিল তোরে, খামখা মক্কর কোরে, জমিনেতে গিরিয়া জে গেলে ॥পাগল নহেক তুমি, নেহাত জানিনু আমি, মজাইতে মোরে ছলে কলে * নেজাম এতেক সুনে, দৌড়াইয়া সেই খনে, সাহাজাদির দু হাতে ধরিলা গোনাখাজা মাফ কর, আমার তকছির ধর, জাহবার গোজারিয়া গেল * কি আর কহিব তুঝে, মাফ কোরে দেহ মুঝে, আমি এই অধিন নাদানে ॥ কবি কারে কহে বানি, বাহার সুরতে ধনি, গাও শুনি মধুর বচনে *

* গান রাগিনি বাহার তাল একতালা *

সখা পায় ধরিতে কেন চাও হে ॥

তুমি জারে ভাল বাস তার কাছে জাও হে *

মজেছ হে জার ভাবে, আর কি তুমি তাহে পাবে, মিছে কেন মর ভেবে, আমারে ভাবাও হে ॥ তুমি মোরে প্রেমে বধিয়ে, গেলে ওহে কি বলিয়ে, আজ বল কি লাগিয়ে, এ ভুবনে এলে হে * অধিন বলে ও সুন্দরী; করো নাকো এ চাতুরি, তোমার হবে আজ্ঞা কারি, তোমার জন্যে দহে হে *

* পয়ার * কমলাবতীর তরে মালিনি সুন্দরী ॥ নানা মতে বোঝাইল দুটি হাত ধরি * চালাকির সাতে ধরে নেজামের হাতে ॥ বসাইল কমলার লিয়া সামনেতে * দৌড়িয়া ফুলের মালা আনিয়া মালিনি ॥ দোহার গলায় ধনি দিলেক অমনি * উভয়ে২ হার বদল করিল ॥ কমলা নেজাম দোহে বিবাহ হইল * মালিনি মিলায়ে জদি দিল দুই জনে ॥ সত দুক্ষু ঘুচে গেল খুসি হৈল মনে * মালিনি

চলিয়া ফের গেল সেথা হৈতে॥আসক মাসুক রহে ঘরের বিচেতে* খুনির গোজরান করে মিলে দুজোনায়॥ রশিক লোগেতে নিবে বুঝে এসারায় * তাবাদে কমলা কহে করেছি তকছির ॥ গোনা খাতা মাফ কর আমার খাতির * পাগল বলিয়া আমি কহিয়াছি কত ॥ অবলা নারির জাত তাহে বুদ্ধি হত * আর কত কটু কথা কহি য়াছি নাথ ॥ কত কুবচন কৈনু তোমার সাক্ষাত * দোষ ঘাট মাফ কর আমি এ বান্দির ॥ অতএব মাফ কর আমার তকসির * এ কথা নেজাম শুনে কোলেতে লইল ॥ আদর করিয়া কত বোছা জে দিইল * পিয়ার করিয়া কহে শুন গোল জানি ॥ তোমার কারনে আখে বহিত জে পানি * নিন্দ না ধরিত চক্ষে কারনে তোমার॥ সদা জপ মালা দেলে আছিল আমার*তোমার কারনে আমি সবাকে তেজিনু ॥ তোমার কারনে আমি মা বাপে ছাড়িনু * শুন বিবি এথা নেতে থাকা নহে ভাল ॥ হেথা হৈতে আমার দেশেতে জাই চল * কমলা হইয়া রাজি এ কথা শুনিয়া ॥ নেজাম তাহারে লিয়া গেলেন চলিয়া*লাল মতির কাছে রেখে কমলার তরে॥ সুমতিরে আনিবারে গেল তার ডেরে * রাজার নিকটে গিয়া ছালাম করিয়া ॥ কহিতে লাগিল মর্দ্দ বিনয় করিয়া * তোমার বেটিকে আমি নিয়া জেতে চাই ॥ এজাজত পেলে বড় খোশালিত হই * রাজা বলে সুন বাবা মরজি তোমার॥ তোমাকে সুপেছি বেটি তেরা এক্তিয়ার * এ কথা কহিয়া রাজা গেল মহলেতে॥ রাণীর কারনে সব লাগিল কহিতে* রাণী বলে মহা রাজ ক্ষতি কি তাহায়॥ খুসি হালে দুই জনে দেহনা বিদায় * মহারাজ শুনে কত দেহাজ লইয়া ॥ বিদায় করিল নানা রঙ্গ চিজ দিয়া *

* কমলাবতী ও লালমতি ও সুমতি তিন জনে ছুরতের দেমাগ করে ও তোতা পাখি এরাবতীর রূপের বয়ান করে *

* পয়ার * নিজাম বিদায় হৈল ছালাম করিয়া॥ সুমতিরে লিয়া আইল ঘরেতে চলিয়া * লালমতি সাহা জাদি জেখানেতে ছিল ॥ সেই খানে তিন জনা জাইয়া পৌছিল * রূপের চমকে ঘর উজালা করিল ॥ নেজাম দেখিয়া বড়া খুসিতে ভরিল * আহা কি ছুরাত আল্লা দিইল এ সবায় ॥ চাদ সুর্জ্জ তারা গন সরমে লুকায়ে আপনার দেলেং ভাবে এ প্রকারে ॥ চাহিয়া রহিল সাধু পলক না

মারে * তার পরে তিন জনা হাসিয়া হাসিয়া॥ রূপের দেমাগ কোরে বসিল আসিয়া * তিন জনা নেজামেরে লিয়া করে কেলি হাতে হাতে ফেরে জেন সোনার পুথলি * কেহু সে তাম্বুল দেয় কেহু চুমা খায়॥ কেহু বলে প্রান নাথ কহি জে তোমায় * মোদের রূপের পানে চাহ একবার॥ এয়ছা রূপের জুবতি তুমি না পাইবে আর *এমন রূপের ছটা দেখিয়াছ কোথা॥ শুন শুন প্রান নাথ বল সেই কথা * আমাদের রূপের মত দেখেছ কোথায়॥থাকুক মনিষ্য পরি সরমে লুকায়*তার পরে সুন ভাই দেল লাগাইয়া॥ উপরেতে জেই কথা আইনু ছাড়িয়া * জখন নেজাম গেল দেও মারি বারে॥ পৌছিল জাইয়া লালমতির জে ঘরে * সেইত ঘরের বিচে তোতা পাখি ছিল॥ দেয়ের আহওয়াল জত নেজামে কহিল * সেই পাখী লালমতি এনেছিল সাতে॥ এহাদের দেমাগ জত সুনিয়া কানেতে খল খল করে তোতা হাসিয়া উঠিল॥তিন জনা সেই হাসি সুনিতে পাইল * পুছিতে লাগিল সবে তোতার কারনে॥ খামখা হাসিলে কেন বল না এক্ষনে * আমাদের কথা সুনে তাচ্ছিল্ল করিলে॥ তাই বুঝি ঠাটা কোরে হাসিয়া উঠিলে*তোতা বলে সে কথায় কি আছে দর কার॥ আচম্বিতে কথা মোনে পড়িল আমার * তিন জনা বলে পাখি কহিতে হইবে॥ না কহিলে আমাদের খটকা রয়ে জাবে * তবু তোতা নাহি বলে রহে চুপ হৈয়া॥ এহারা সকলে রহে ভাবিত হইয়া*শুনিয়া নেজাম বলে তোতাকে তখন॥ কেন তুমি হাসিয়াছ কিসের কারন * বারে বারে এই কথা সুনিয়া জে তোতা॥ হাসি য়াছি জে কারনে সুনহ সেকথা* রূপের গৌরব সবে করে আপনার ঝুটা এ গৌরব করা এ কি অবিচার *আরব দেসের পানে কন্যা এক আছে॥ এরাবতী বলে নাম মা বাপে রেখেছে * তার মত রূপ আমি না দেখি কোথায়॥ জেলেখা চাহিয়া রূপ বকসিল খোদায় * কি কহিব আমি তার রূপের বয়ান॥ মনি জনা দেখে জদি হারা হয় জ্ঞান * নতুন জৌবন তার রসের রমনি॥ রূপে ডগমগ করে রসের তরনি * পেট পিট ছাতি তার এমনি কোসাদা॥ রসিক দেখিয়া জান কোরে দেয় ফেদা * নাক মুখ আমি তার কি কবো বাখানি॥ বিরলেতে বিধি তায় গড়িল আপনি *কি কবো মাথার কেশ কাল, নাগ হেন॥ ঘুঙ্গরি বালেতে খোসবু আতর জেমন*আসিয়া পড়েছে

কেশ নিচেতে জানুর ॥ পেসানি উপরে জেয়ছা চম কিতেছে নুর * নাসিকার কথা তার কি দিব সাবাসি॥রাধিকার মোন লভা শ্রীকৃষ্ণের বাসি * দু চক্ষের কথা তার কি কবো বাখানি ॥ মৃগ আখি বিধুমুখি ঝরিতেছে পানি* দু চক্ষের উপরেতে ভুরু দুটী জোড়া॥সিকারিতে কামানেতে দিইয়াছে চড়া * কি কহিব ঠোট দুটি জবা ফুল হেন ॥ পানের লালির মত দুই ঠোট জেন * হায়রে বত্রিশ দাত কি দিব তুলনা ॥ ঠিকঠাক দাত গুলি আনারের দানা*কি কহিব দুটি হাত বেলুন মতন ॥ কুন্দি কারে কুন্দে কাট রাখিল জেমন * এয়ছাই কোমর তার আছিল বারিক॥ ধরিলে পাঞ্জায় তায় ধরা জায় ঠিক* পাও দুটি সুগঠন মরি হায় হায়॥ চলিলে চলন তার খঞ্জনির প্রায়* এয়ছানাক নক্সা আল্লা দিইলেন তার॥ পরিগণ দেখে রূপ হয় জারে জার * এমনি রূপের ছান্দ জেন পুর্ণ শশি ॥ শশি জেন ভুতলেতে পড়িয়াছে খসি * এতেক কহিয়া তোতা চুপ হৈয়া রহে ॥ পয়ার প্রবন্ধে এ অধিনেতে কহে *

* পয়ার * তোতার মুখেতে জদি এতেক সুনিল ॥ এস্ক মিঞা ছের পরে আসিয়া চড়িল * গায়েবে আসক হৈল এরাবতীর পরে ॥ আসকের তির লেগে পিট পার করে * নিজাম বলেন প্রিয়ে দেখাও দিদার ॥ তোমার বিরহে দেল হৈল বেকারার * ছুরাত মুরাত তার হয়ে আইল খিন ॥ এস্কের বোখারে তনু হইল মলিন * দিনে দিনে নিজামের রঙ্গ বেগাড়িল ॥ কাচা সোণা ছিল গোলে রাংগ জে হইল * এস্ক মিঞা জার ছেরে আসিয়া চড়িল ॥ সেই জানে তার দর্দ্দো জাহাকে বিতিল * কেহ গিয়া রাজা আগে দিল সমাচার জামাল জামতা তেরা আছে বেকারার * কি জানি কি হইয়াছে নাহি জায় জানা ॥ সদা হায় হায় করে বিনে খানা পিনা * শ্রীধর রাজন শুনে এই সমাচার॥ দৌড়ে আইল সেইক্ষনে হয়ে জারেজার এভাব দেখিয়া রাজা দুক্ষিত হইয়া ॥ পুছিতে লাগিল তবে নিজাম লাগিয়া * কহ বাবা কি কারনে হইলে এ হাল ॥ রূপ রঙ্গ বিগাড়িল দোওানা খিয়াল * মনের বেদনা মোরে কর না প্রকাস॥এখুনি করিব আমি তাহার তালাস * একথা শুনিল জদি সাধুর নন্দন ॥ মোনের বেদনা তবে কহেন তখন * জেরূপেতে তোতা মুখে বয়ান শুনিল ॥ একে একে সাধু সুতা তামাম কহিল* আমার আরজ ধর

শুন মহারাজ ॥ সেরূপ দেখায়ে মোরে করহ এলাজ * জদি তারে এক বার দেখাইতে পার ॥ নইলে গরল খাব কহিলাম সার * নিজামের কথা শুনে বলে মহারাজ ॥ এখনি তাহার আমি করিব এলাজ সেই ঘড়ি চিত্র কর বোলাইয়া লিল ॥ নিজামের জত হাল তামাম কহিল * শুনে চিত্রকর বলে ভাবনা কি তায় ॥ এখনি সে কাজ আমি করিব নিশ্চয় * ছওদাগর ভেসে আমি সেই দেশে জাব ॥ তাহা না ইহলে আমি কি রূপেতে পাব * জামালের রূপ আমি পটেতে আঁকিয়া ॥ সেই দেশে বিবি আগে জাইব লইয়া * জামালের পট আমি দেখাব তাহায় ॥ মোন চুরি করাইব শুন মহাশয় * মহা রাজ এত শুনি খোসাল হইয়া ॥ ছওদাগিরি ছরঞ্জাম খরিদ করিয়া * তাহা বাদে চিত্রকর কোন কাম করে ॥ নিজামের ছবি লিল পটের উপরে সেই পট লিয়া এক সিন্দুক ভিতরে ॥ জতন করিয়া রাখে তাহায় অন্দরে * তাহা বাদে আল্লা ভেবে সেই চিত্র কর ॥ ছওদাগরি ভেসে জায় আরব সহর * সুহাওা পাইয়া কিস্তি বাও ভরে জায় ॥ কত দিনে আরব সহর গিয়া পায় * নঙ্গর করিয়া কিস্তি কেনারে উঠিল ॥ নাকারা দেখিয়া তোপ জোরেতে মারিল * ঘাটেতে কোটাল ছিল আইল চলিয়া ॥ ছালাম করিল তায় ছওদাগর বলিয়া * কোটাল কহেন সাধু কি আছে দরকার ॥ চিত্রকর বলে আমি নামি ছওদাগর বেবসা করিতে আমি এদেশে আইনু ॥ রাজার সুনাম লোক মুখেতে শুনিনু * তাই আমি আসিয়াছি বানিজ্জ করিতে ॥ রাজার হুকুম হৈলে থাকি এ দেশেতে * কোটাল এ কথা শুনি রাজা আগে গেল সাধুর তামাম হাল জাইয়া কহিল * রাজা শুনে বলে তাহে ক্ষেতি কিছু নাই ॥ থাকি বারে জায়গা দেহ করিতে বেবসাই * কোটাল একথা শুনে চলিয়া আইল ॥ ছওদাগর জাদাজেথা আসিয়া পৌছিল কোটাল কহিল আসি শুন মহাশয় ॥ হুকুম দিইল রাজা থাকিতে তোমায় * রাজার বাগান বিছে থাকিবেক সবে ॥ সুখেতে বেবসা তুমি সেখানে করিবে * কভু কভু রাজ কন্যে জায় সে বাগানে ॥ পুষ্প তুলিবারে জায় নিয়া সখিগনে * সুনিয়া সে ছওদাগর হাজার খোসাল ॥ মাস্তার সিন্দুক জেন পাইল কাঙ্গাল * জার জন্যে আসা কোরে এ খানেতে আসা ॥ আল্লা তালা দিইলেন তার ঘরে বাসা * এত ভেবে চিত্র কর জাহাজে আইল ॥ খানা পিনা খেয়ে তবে আরাম

করিল * তাহা বাদে বেহান হইয়া জদি গেল ॥ তামাম নৌকরে সাধু হুকুম করিল * তামাম নৌকর শুনে সেই কাম করে ॥ লইয়া রাখিল মাল বাগান ভিতরে * ঘাটেতে বান্ধিয়া কিস্তি খোসালিত মোনে ॥ জাইয়া রহিল সবে সেইত বাগানে * ছওদাগরি মাল সব রেখে থরে থরে ॥ বেচা কেনা করে সাধু খোসাল অন্তরে * খবর পাইয়া লোক আসিয়া পৌছিল ॥ জার জে দরকার মত খরিদ করিল * কিছু দিন এরূপেতে গোজরিয়া গেল ॥ রাজার মহলে এই খবর পৌছিল * রাজ কন্যা কি রূপেতে আইল বাগানে ॥ তাহার বয়ান এবে শুন বন্ধু গনে *

* রাজ কন্যা বাগানে জায় ও নিজামের তছবির খরিদ করে এবং এক চিত্র করের জবানী নিজামের রূপ শুনিবার বয়ান *

* পয়ার * এইরূপে কত দিন গোজরিয়া গেল ॥ ছওদাগর আইল বোলে প্রচার হইল * এ খবর দেসে দেশে পৌছিল জখন ॥ এরাবতীর দাসি এক সুনিল তখন * জাইয়া কহেন রাজা কন্যার হুজুরে ॥ সুন২ রাজ কন্যা কহি জে তোমারে * ছওদাগর আসিয়াছে বাগানে তোমার ॥ দেখিয়া আইনু আমি সুন সমাচার * নানা রকমের চিজ লইয়া এসেছে ॥ একে একে কত কব আপনার কাছে তছবির খেলনা কত পুতলি জওাহের ॥ থরে২ সাজাইয়া রাখিয়াছে ঢের * শুনিয়া সে রাজ কন্যা খোসালিত মোন ॥ জাইতে বাগানে বিবি বিচলিত মোন * চল সখি জাই চল ছওদাগর জেথা ॥ দেখিব তোমার কথা সত্য কিবা মিথ্যা * তাবাদে সখিরে লিয়া আইল বাগানে ॥ দেখিয়া পুসিদা জায়গা বসে সেইখানে * বিবির ছুরাতে আলো করিল বাগান ॥ ভুতলেতে শশি জেন সঙ্গে তারা গন * সখি গন বলে ধনি কহ সাধুবরে ॥ রাজ কন্যা আসিয়াছে বাগান ভিতরে * শুনে সহচরী গিয়া কহে ছওদাগরে ॥ রাজ কন্যা আসিয়াছে ডাকিহে তোমারে * ভাল ভাল চিজ দেহ কারনে বিবির ॥ দেখাইব লিয়া আমি তেনার খাতির * সুনে সাধু ভাল ভাল চিজ জাহা ছিল ॥ সে সব লইয়া সাধু সখি হাতে দিল * নিজামের তছবির সিন্দুকেতে ছিল ॥ সেই তছবির চিত্র কর সখিরে দিইল * সেই সব চিজ লিয়া বিবির হুজুরে ॥ একে একে রাখে সখি লিয়া থরে থরে

দেখিয়া সে এরাবতী খোসালিত মোন ॥ বলে এ সুন্দর চিজ না দেখি কখন*কোন কারিগরে এই চিজ গড়ে ছিল ॥ শুন সখি মোন জেন কেড়ে মোর লিল * এর চেয়ে ভাল চিজ আছে কি তাহার ॥ সখি বলে সিন্দুক এক আছে চমৎকার*দেখিলে তাহার তরে ভুলে জায় মোন ॥ তেমন সিন্দুক আমি না দেখি কখন*কিন্তু ছওদাগর তাহা না দিল আমায় ॥ বোধ হয় তাহার দাম অনেক জে হয় * রাজ কন্যা কহে সখি দাম জত হয়॥দিইব ততই দাম আনহ তরায়* তখনি সে সখি এসে কহে সাধুবরে॥ সিন্দুক দেহ না তুমি আমার খাতিরেসাধু বলে এসিন্দুক অন্য কোন জনা॥খুলিতে নারিবে কেহ সুন তার বেনা * জদি তুমি মোর তরে লেজাও সেথায় ॥ সিন্দুক খুলিয়া ছবি দেখাব তাহায়*সখি সুনে সেই ঘড়ি বিবিকে কহিল ॥ ছওদাগর একে একে জাহা বলে ছিল * রাজ কন্যা কহে সখি আন গিয়া তারে ॥ তাহে কিবা ক্ষতি আছে জাহ তরা কোরে * তখনি আসিয়া সখি ছওদাগরে কয় ॥ সিন্দুক লইয়া তুমি চলহ সেথায়* সুনে চিত্রকর সাধু খোসাল হইয়া ॥ বলে বুঝি আজ বিধি দিল মেলাইয়া * খুসি হৈয়া সাধুবর সহ চরির সাথে ॥ সিন্দুক লইয়া গেল চাকোরের মাথে * দেখিলেন বসে জেন পুর্ণিমার শশী ॥ তোতার মুখেতে জেয়ছা সুনিল রূপসী * আদবে তছলিম করে বিবির লাগিয়া ॥ নিজামের ছবী দিল হাতেতে তুলিয়া * সেই ছবি রাজ কন্যা দেখিল জখন ॥ বেহুস হইয়া বিবী গিরিল তখন * হোস গোস না রহিল জেন মরা লাস॥ জান খালি ধড়ে আছে নাক পরে সাস * কতকক্ষন বেহুসেতে গোজারিয়া গেল ॥ তাহা বাদে সাহা জাদি চেতন পাইল * সামলিয়া সাহাজাদী বসিল উঠিয়া ॥ তছবিরের পরে বিবী রহে তাকাইয়া*আখের পলক নাহি কোন মতে মারে ॥ আসক হইল বিবী তছবিরের পরে * বলে হায় এয়ছা রূপ না দেখি কখন ॥ রূপেতে মজিল মন কি করি এখন * মনে মনে বলে আমি কোথায় পাইব ॥ পাইলে জে হার কোরে গলাতে রাখিব এতেক করিয়া খেদ গান আরম্ভিল ॥ মহাম্মদ মুনসী এহা পয়ারে রচিল *

* গান *

বিরহ বিষম জালা জে মজেছে সেই জানে ॥
জে জনা মজেনা তাতে সে মজা জানে কেমনে *
বিরহ বিষম জালা; প্রেমানলে করে খেলা, মজে কত কুলবালা, বেড়ায় সেহ বনে বনে ॥ হিন কবিকারে বলে, মরসেদের পদ তলে, ভাবি তাই দেলে দেলে ভাবরে মোন নিরাঞ্জনে *

* পয়ার ছন্দ * এয়ছাই গাইয়া গান এরাবতী বিবি ॥ মনেং কত কথা খায় হাবি ডুবী * কাম বানে দেল তার বিগড়িয়া গেল ॥ কত কথা মনেং বকিতে লাগিল * এস্কের গরম জার চড়িল ছেরেতে ॥ পাগল হইয়া জায় মস্তির গরমিতে * এই রূপে কনক্ষন গোজরিয়া গেল ॥ ছওদাগর তরে বিবি পুছিতে লাগিল * সুন অগো ছওদাগর আরজ আমার ॥ আনিয়াছ এই ছবি বল তুমি কার * ছওদাগর বলে পাখি পড়িয়াছে ফান্দে ॥ রাহু জেন গ্রাস করিল পুর্নিমার চান্দে * তাবাদে কহেন সাধু বিবির লাগিয়া ॥ আমারে পুছিলে জদি শুন দেল দিয়া* এই তছবির হয় জার ঘর হেন্দ স্থানে ॥ দৌলতের ওর নাই এলাহি তা জানে * কি কবো রূপের কথা বয়ান করিয়া ॥ এক মুখে কত কবো তোমার লাগিয়া* সেরূপ জেলেখাঁ জদি নয়নে দেখিত ॥ ইউছফের পরে নাহি আসক হইত* গোল জদি দেখিতেন তাহার কারন ॥ হরমুজের পরে না চাহিত কদাচন * কিরূপে কহিব আমি সে রূপের বানি ॥ দেখিলে সেরূপ খানি ভোলে জে জোগিনী *

* ছওদাগরের উক্তি গান *

কি কবো রূপের কথা; কি দিব তুলনা তার ॥
আহা আহা মোরি মোরি; বাকা চমৎ কার *
কিবা সে নয়নের রেখা, কিবা দুটি চক্ষু বাকা, আহা মরি কিবা রেখা, ভুরু দুটি তার॥ আহা কিবা রূপশশি ভুতলে পড়েছে খসি, মুখ জেন হাসিহাসি, আহা কি. বাহার * কি কবো রূপের ছাদ, জের্ন পুর্নিমার চাদ, পাতিয়াছে প্রেমের ফাদ, কেড়ে লেয় প্রাণ অবলার ॥ হিন কবিকার বলে, না দেখিনু ভুমণ্ডলে, ইচ্ছা হয় দেখব বলে রূওভঙ্গি বার *

* নিজামের তছবির এরাবতীকে দেয় ও এরাবতীর তছবির উঠাইয়া লেয় এবং ছত্তদাগর আপনার দেশে জায় তাহার বয়ান *

* রাগ পয়ার * রাজ কন্যা এই কথা শুনিল জখন॥ জলিয়া উঠিল তার এস্কেয় আগুন * মনে মনে দহে বিবি কহিতে না পারে॥ বলে হায় কেমনেতে পাব সে নাগরে * চিত্র কর এই ভাব বিবির দেখিয়া॥ সাহা জাদির নকসা লিল পটেতে তুলিয়া * ঠিক ঠাক উঠাইল কিছু না তফাত॥ তাহা বাদে সা জাদিরে বলে এই বাত * সিন্দুকের ছবি মোরে দেহ ফেরাইয়া॥ জাব আমি কত লোক আছে খাড়া হৈয়া * শুনে বিবি কহে তারে মিনতি করিয়া॥ এই তছবির আর নাহি দিব ফেরাইয়া * জত দাম হয় এর ধরিয়া কিম্মত॥ এখুনি তোমাকে আমি দিইব আলবোত * হাসিয়া হাসিয়া সাধু লাগিল কহিতে॥ বেচিবারে এই তছবির নাহি কোন মতে * মেরা এক দোস্ত দার আমানত রাখে॥ তোমাকে দিইলে আমি কি কহিব তাকে * আমানতে খেয়ানত কেমনে হইবে॥ এই কথা সাহা জাদি দেখ মোনে ভেবে * তবু সাহা জাদি কহে শুন মহা জোন॥ না দিইব ছবি আমি চাহ জত ধোন * চিত্র কর ভাবে আর চাতরি কি করি॥ মোন আশা পুরা হৈল দিই এই ঘড়ি * এতেক ভাবিয়া তছবির দিলেন বিবিরে॥ বহুত দৌলত ফের দিল সাধু বরে * বহুত পাইয়া মাত্তা সাধু খোসালিত॥ ছালাম করিয়া মর্দ্দ আইল তরিত মৌজুদ আছিল জত মাল ও আছবাব॥ কিস্তিতে তুলিয়া সব দিলেন সেতাব * তাহা বাদে চোলে গেল রাজার হুজুরে॥ বিদায় হইয়া চলে আপনা সহরে * কিস্তি ভাসাইয়া দিল লঙ্গর তুলিয়া॥ সাহা জাদির মোনে হেথা উঠিল জলিয়া * এস্কের লাগিল তির কলেজার পরে॥ জলনেতে এরাবতী ছট ফট করে * মহাম্মদ মুনসী বলে শুন রাজ বালা॥ গাও না খেদের গান শুনি এই বেলা *

* এরাবতীর খেদের গান *

কি হেরিনু কি হেরিনু প্রাণ কেমন করে॥
কি করিব কি করিব জাব কোথা কারে *
হেন চিত্র দরশন, হৈল মোন উচাটন, আর কি পাব সে
* নিজাম পাগলা,

রতন, কে দিবে আনিয়ে মোরে * এ হেন নব কোমল, দেখে মোন টল মল, ভুলিব কেমনে বল, ধৰ্জ্জ নাহি মন ধরে ॥ দেখে চিত্র ভুভঙ্গ, ডগ মগ করে অঙ্গ, উথালিল প্রেম তরঙ্গ, রসেরি ভরে *

* পয়ার * এরূপে গাইয়া গান রাজার কুমারী ॥ ঝরো ঝরো দুটী চক্ষু বহে তার বারি * বলে সখি ছবি দেখে ঘটিল কি দায় কেমনেতে বল আমি পাইব তাহায় * এয়ছাই দেলের বিচে হয় গো আমার ॥ পাখী হয়ে উড়ে জাই তালাসে তাহার * সখিগন বলে আর কি কবো তোমায় ॥ উতালা না হবে ধনি ধরি তেরা পায় * নছিহত মান অগো শুন বিবি জান ॥ কথা রাখ বুঝে দেখ করিয়া ধেয়ান * জদি সে তোমার বাপ সোনে এই কথা ॥ সরমেতে কি রূপেতে উঠাইবো মাথা * আর দেখ আপনার দেলেতে বুঝিয়া ॥ জানা জানি হবে সব মুল্লুক জুড়িয়া * আর দেখ দেলে তুমি দরিয়াপ্ত করিয়া ॥ আসকের তরে কেবা বেড়ায় ঢুড়িয়া * আপনার দেলেতে রহে ছবর করিয়া ॥ ঘরে বসে আল্লা তারে দেয় মেলাইয়া * সখিগন এই রূপে অনেক প্রকারে ॥ বোঝাইতে সাহা জাদি রহে হেট ছেরে * মোনে মোনে মোন আগুনে রহিল পুড়িতে ॥ রাত দিন এস্কের জালা রহিল জলিতে * ভেবে ভেবে সাহা জাদির তনু হৈল খিন ॥ সে হেন সোনার ছবি হইল মলিন * জেয়ছা ফজরের অক্তে চেরাগের রোসনি ॥ কোমে জায় নাহি রয় তেমনি নেমানি * সিটে হৈয়া গেল তার অজুদের রং ॥ কাচা সোণা ছিল গেল হইয়া জেরাঙ্গ * এই রূপে থাকে বিবি মা বাপের ঘরে ॥ রাত দিন বেকারার এস্কের বোখারে * মহাম্মদ মুনসী কহে পয়ারে রচিয়া ॥ প্রেম রোগ নিসেধে কি জায় ভাল হৈয়া * রোগের অসুধ পেলে তবে ভাল হয় ॥ নিষেধ করিলে রোগ আর বেড়ে জায় *

* গান *

ওলো সখি প্রেম রোগ নিসেধে কি জায় ॥
ধিক ধিক জোলে উঠে জত বল তায় *

রোগের অসুধ পেলে, তবে রোগ জায় চলে, অমিলনে অঙ্গ জলে করে হায় হায় ॥ প্রেম জরেতে তার তরে, সদা তায় রেখেছে ঘিরে, নিসেধে তারকি গুন করে, অসুধ পেলে নিষেধ হয় *

* লঘু ত্রিপদী * এ গান গাইয়া; দুক্ষিত হইয়া, কহিতে লাগিল রানী ॥ শুন ওলো সখি, উপায় না দেখি, কি আর কহিব বানী * জে দুখ আমার, জানে কর তার, তাহা বিনে, কেবা জানে ॥ কেন অভাগিরে পয়দা কৈলে মোরে, এ দুখ সহিতে প্রানে * মোরে জাব কবে, এ দুখ ঘুচিবে, বেচে কিবা ফল আর ॥ সহে না এ দুখ; ফেটে জায় বুক, মুখ না দেখাব আর * এ নব জোবনে, পতি রত্ন ধোনে, দরসন নাহি পায় ॥ জীবন জোবন, সব অকারন, বিফলেতে সব জায় এতেক বলিয়া, সখী গণে লিয়া, বাগনে ফিরিতে যায় ॥ গিয়া বাগানেতে, ফেরে চৌদিগেতে তামাসা দেখিয়া বেড়ায় * ভ্রোমরা ভ্রোমরী, গুন গুন করি, পুস্পে মধু করে পান ॥ ক্ষেনে মধু রসে, ক্ষেনে ফুলে বসে; ক্ষেনে২ করে গান * শুনে সাহা জাদি, উথলিল নদী, প্রেম নদী জে তাহার ॥ প্রেমের আগুন, জলিল চৌগুন, নেভাতে না পারে আর * কহে কবিকার ভেব নাকো আর, পাইবে নাগর বরে ॥ আজ নহে কাল, হইবে শুকাল, গান গাও মধুর স্বরে *

* গান *

বসন্তে ফুটল কুসুম, সৌরবেতে প্রাণ বাচে না ॥
মল্লিকে মালতী জুতী, ফুটেছে মালঞ্চে নানা *
ফালগুনে কিঞ্চিত হয়, বৈসাখেতে নাহি সয়, মোন
টেকে না মদন জালায়, প্রেম জালা আর সহেনা ॥
জষ্টি মাস জখন আসে; ভাব মোনে বসে২, নতুন
জলে বুক ভাসে, ভাবি প্রিয়ের ভাবনা *

* নিজাম এরাবতীর তছবির দেখিয়া বেকারার হয় *

* পয়ার * এয়ছাই গাইয়া গান রাজার কুমারী ॥ নিজামে তছবির লয়ে পোহায় সর্ব্বরি * রাত দিন এস্ক তাপে লাগিল জলিতে কিছু নাহি ভাল লাগে তাহার হক্কেতে * তার পরে শুন ভাই দেল লাগাইয়া ॥ উপরেতে জেই কথা আইনু ছাড়িয়া * এরাবতীর ছবি লিয়া সেই চিত্র কর ॥ নিজামের আগে গিয়া পৌছিল সত্তর * নিজা-মের হাতে সেই তছবির দিইল ॥ সাধু বর সেই তছবির দেখিতে লাগিল * এতেক তোতার মুখে শুনে জরো২ ॥ তাহে ফের তছবির দেখে দেহ কলে বশে * বিরহের কাষ্ট ফের তাহাতে দিইল ॥ পাইয়া বাও আগ জলিয়া উঠিল * নেজামের দেলে জলে এস্কের চেরাগ

রাত দিন জলিতেছে না মেটে সে দাগ * দেলের আখেতে তার আছু বয়ে জায় ॥ ফোকারে কান্দিতে নারে করে হায় হায় * মোনে২ ভাবে ফের সাধুর কুমার ॥ কহে জাব মাসুকের করিতে দিদার * জা থাকে নছিবে মেরা গোজারিয়া জাবে ॥ নহেত এ হালে মেরা মরন হইবে * এস্কের জাতনা আর সহিতে না পারি ॥ ছুরাতের বরছা মেরা দেল বিচে কারি * ছুরাতের ফাদে মোরে কৈল গেরেপ্তার ॥ কেমনে বাচিব আর বিহনে তাহার * এক বার এসে দেখা দেহনা আমায় ॥ নহে বে আজলে জান মারা জাবে ঠায় * তোমার গমেতে মেরা টুটীল কোমর ॥ থর থর কাপে অঙ্গ গায়ে নাহি জোর * তোমার গমেতে মেরা এ দোন আখেতে ॥ খুনের মতন পানি চলে জুদাইতে * এইরূপে খেদ সাধু করিতে লাগিল ॥ পাগলের মত জেন তেয়ছাই হইল * কখন দৌড়িয়া জায় রাহের উপরে ॥ মোনে করে আনি গিয়া মাসুকের তরে * এম ছাই করিয়া খেদ চুপ হৈয়া রহে ॥ পিরিতি বিসম জালা অধিনেতে কহে *

* গান *

বিরহ বিসম জালা, জে মজেছে সেই জানে ॥
জে জন মজে না তাতে সে মজা জানে কেমনে *
বিরহ বিসম জালা, প্রেম অনলে করে খেলা, মজে
কত কুল বালা, বেড়ায় সেহ বনে২ ॥ কবিকারে এই
সাদে; মজ মন গুরু পদে, সে দুখানি রাঙ্গা পদে
সেধ মন মনে মনে *

* নিজাম এরাবতীর তালাসে জায় ও এরাবতী
কয়েদ খানায় বন্ধ হইবার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * উপরেতে জেই কথা আইনু ছাড়িয়া ॥ শুনহ রসিক লোক দেল লাগাইয়া * সাধুবর এরূপেতে দিবা নিশি কান্দে॥ জত বলে কারো বাতে বুক নাহি বান্দে * দিনে দিনে সাধুবর খিন হৈয়া গেল ॥ খাওা পেওা এক বারে সকলি ছাড়িল * এক রোজ ভাবে দেলে নেজাম জে বসে ॥ জে করে এলাহি জাব বিবির তালাসে * এই কথা দেল বিচে ভাবিয়া জামাল ॥ ঘর হৈতে নেকালিল দেওনা খেয়াল * দৌড়িয়া এই রূপে কতদুর জায় ॥ পাও নাহি চলে বসে গাছের তলায় * গাছ তলে বোসে বোসে ভাবে দেলে দেলে ॥ না হেরিনু পাপ চক্ষে পাব কোথা গেলে * আপনাকে আপনি জে করে

ফজি হত ॥ এমন বেকুফ নাহি দেখি তোর মত * না দেখিলি তোতা মুখ নয়ন ভরিয়া ॥ না দেখিলি রং রূপ সে খানেতে গিয়া * না দেখিলি সে গঠন মরি হায় হায় ॥ খাইলি চক্ষের মাথা হইয়া নিদয় কানে বলে ওরে কান কালা তুই হলি ॥ সে তোমার মুখের কথা গিয়া না শুনিলি * নাকে বলে ওরে নাক আছ কি জন্যেতে ॥ সে গোলের খোসবু তুই নারিলে সুঙ্গিতে * বাসি কিবা তাজা সেই কিছুনা সুঙ্গিলে ॥ খোসবো কিবা বদবু তার কাছে নাহি গেলে * মুখে বলে অরে মুখ কি করো এখন ॥ সে চাদ মুখেতে নাহি করিলে চুম্বন * কেনো নাহি কথা কৈলে মাস্তকের সাতে ॥ আফছোছ রহিল তেরা জেন্দেগি থাকিতে * হাতে বলে অহে হাত বল কি আক্কেলে ॥ নাজুক বদনে হাত কেন না ফেরালে * আমার সঙ্গেতে তুই বাদালি বিবাদ ॥ হায়২ কি করিব না মিটিল সাদ * জুদাইর গমে তোর ফাটিল কলেজা॥ এয়ছা গম কেবা তোর ঘটাইল তাজা * কি করিব কোথা জাব কোথা গেলে পাই ॥ সহিতে না পারি আর তোমার জুদাই * এইরূপে আপ নার মনে২ কয় ॥ এতেক করিয়া জারি চুপ হৈয়া রয় * তাবাদে সেথা হৈতে রওনা হইয়া ॥ পশ্চিম মুখেতে মর্দ্দ চলে নেকালিয়া * জঙ্গলে২ আর গাছের তলায় ॥ পাগোলের মতো সাধু ঘুমিয়া বেড়ায় * তার পরে সোন কিছু বিবির খবর ॥ নেজামের তছবির দেখে না হয় ছবোর * পাগল হইল বিবি তছবির দেখিয়া ॥ দিনে২ তনু তার গেল ক্ষিন হৈয়া * নিদ ভোক খাওা পেওা সব তেগ দিলো ॥ চাদের কিরন ছিলো মলিন হইল * রাজার আগে হাল পৌছিল সকল ॥ রাজ কন্যা জে রূপেতে হইয়া পাগল * ছের পাও লাঙ্গা কোরে আসিয়া পৌহিল ॥ জে ঘরে সাহাজাদি বেচেয়েন ছিল * আদর করিয়া কহে সোন মামা জান ॥ কেন এয়ছা হাল তেরা করোনা বয়ান * সাহাজাদী সুনে কিছু না কহে বাপেরে ॥ হেট ছেরে রহে বিবি সরোম খাতেরে* তাহা বাদে বাদসা কহে বেগমের তরে ॥ কি জন্যে এমন হৈল পোছনা বেটীরে * বেগম জাইয়া তার মুখে বোছা দিয়া ॥ পুছিতে লাগিল বিবি বালাই লইয়া * কেন আম্মা কি হইল পোছেন বেগম ॥ আমার নজদিগে আর না কর সরম * সাহাজাদি শুনে কহে সোন আম্মাজানী ॥ জাহার কারনে আমি হৈনু পাগলিনী * এক দিন রাত কালে সুয়ে আমি ছিনু ॥ সপনেতে এক জোনা পুরুষে দেখিনু * কিবা মনোহররূপ

কিবা সে নয়ন ॥ আমার কাছেতে জেনো করিল সয়ন * ছোলতান
তাহার নাম রাজার কুমার ॥ কহিলো দক্ষিন দেশে মোকাম আমার *
এই সব বাত আক্ষা হইতে আছিল ॥ এমন সময় মেরা নিদ ছুটে
গেল * দেখিতে না পাই আমি সে বাকা মোহন ॥ আমারে রাখিয়া
কোথা করিল গমন * সেই হৈতে দেল মেরা বেকারার হৈল ॥ আমাকে
ফেলিয়া সেই কোথা পালাইল * হায়২ কি করিবো পাইব কোথায় ॥
তারে না দেখিয়া জান বে আজোলে জায় * বেগম সুনিয়া কহে সোন
এরাবতী ॥ এহাতে কলঙ্ক হবে হইবে অক্ষেতি * দেশে২ এই কথা
প্রেচার হইবে ॥ মাথা তোলা তোমার বাপের ভার হবে * তার চেয়ে
ছুরাত মুরাত জেথা পাবো ॥ তালাসিয়া তার সাতে সাদি দেলাইবো *
সাহাজাদি শুনে আরো এস্কের আগুন ॥ থামাতে না পারে জোলে
উঠিল চৌগুন * তাবাদে বেগম জাদি চলিয়া আইল ॥ বিরহ আগুনে
হেথা জলিতে লাগিল * এস্কের গরমে আর থামিতে না পারে ॥ চেল্লা
ইয়া সাহাজাদি কান্দে সোর করে * ওঠা বসা করে আখে নিদ নাহি
ধরে ॥ বাহিরেতে একেলা জে আইল ধিরে২ * বাগিচার বিচে বিবি
জাইয়া পৌছিল ॥ তালাবের ঘাট জেথা সেথায় বসিল * আছিল
চাদনি রাত সেইতো রোজেতে ॥ সাহাজাদি চেয়েছিল পানির
দিগেতে * নেগাও করিয়া বিবি দেখিতে আছিল ॥ সামার মতোন
জলে জলিতে জে ছিলো * চাদের দেখিয়া রূও পানির মাঝার ॥ সাহা
জাদি বুঝিলেন মনে আপনার * প্রানকান্ত মোরে বুঝি ঢুড়িতে আইল ॥
দেখা না পাইয়া তাই পানিতে ডুবিল * এমন সময় চাদে আবোর
আসিয়া ॥ একবারে চাদ তরে দিলেন ঢাকিয়া * আর সেই ছাঙা
বিবি দেখিতে না পায় ॥ দেলে ভাবে নাথ বুঝি তলাইয়া জায় * প্রান
নাথ মোর তরে খুজে না পাইয়া ॥ তাই বুঝি পানি বিচে গেলেন
ডুবিয়া * এতেক বলিয়া বিবি কোমর বান্ধিয়া ॥ কুদিয়া পানির পরে
ঝাপ দিল গিয়া * জখোন পানির পরে পড়িল কুদিয়া ॥ দল বিচে
সাহাজাদি গেল আটোকিয়া * বারেক রাখোন হারা বাচাইল
তায় ॥ নহেত পানিতে ডুবে মহিতেন ঠায় * এমন সমায় রাত পোহা
ইয়া গেল ॥ এরাবতি তরে কেহু ধরেনা দেখিল * চৌদিগে ঢোড়া
ঢুড়ির পড়ে গেল ধুম ॥ বাদসার ঘরেতে জেন হইল মাতোম * ঢুড়িয়া২
কেহু গেলো বাগানেতে ॥ দেখিলেন পড়ে আছে তালাব বিচতে ॥

ওঠাইয়া লিলো সবে সাহাজাদির তরে ॥ ধরাধরি করে সবে আনিলেক ঘরে * এ খবর বাদসা আগে জাইয়া পৌছিল ॥ জে রূপেতে তালা বেতে গিরিয়া জে ছিলো * বাদসা বলে রাখো ওরে পায়ে বেড়ি দিয়া ॥ খুব মতে বেহাইরে রাখো বন্দো কিয়া * বাদসার হুকুম মতে দিলো বন্দখানা ॥ হায়রে কঠিন এস্কে নাহি বিবেচনা * মহাম্মদ মুনসী কহে রচিয়া পয়ারে ॥ এস্কের খারাবি কতো দেখো বেরাদরে *

ছওদাগর জাদা নিজামের সাতে এক দরবেসের
মোলাকাত হয় ও এরাবতীর দেশে জায় *
* রাগ ত্রিপদী *

সাহাজাদিরে বন্দো কিয়া, রাখিল জেন্দানে লিয়া, তবু নাহি ভোলে সে ছুরাত ॥ মুখে বলে হয়ঃ, কে। এনে দিবে তায়, কোথা আছো এস প্রাননাথ * পড়িয়া জেন্দান পরে, কান্দে বিবি জারে২ আখের পানিতে বুক ভাসে॥ হাটু পরে দিয়া মাতা, ভাবেন এস্কের বেথা, কত কথা ভাবে বসে২ * থে হৈল সোনার ছবি, মলিন হইল বিবি, ভাবিয়া২ তনু ক্ষিন ॥ জেয়ছা ফজোরের সমে, চেরাগের রৌসনি কমে, সেই মতো হইল মলিন * কহে বিবি আরবার, কোথা মেরা দেল দার, এ দুর্দ্দশা ঘটালো এবার ॥ কতো আর সবো জালা, সহেনা দুক্ষের জালা, এ জালা কে নেভাবে আমার * আয় আল্লা পাক বারি, এ দুখ সহিতে নারি, কেনে মুঝে পয়দা কোরে ছিলে ॥ কত আর সব দুখ, ফেটে জায় মোর বুক; এই ছিল আমার কপালে * বুঝিনু ছুরতে মেরা, জানের হইল বুরা, চারা আর না দেখি নিদান ॥ খামাখা বাবাজি মোরে দিলো বন্দোখানা ঘরে, কি বুঝিয়া না পাই সন্ধান * এরূপে বকিতে ছিলো; বেহুস হইয়া গেলো, গিরে তবে গেল সাহাজাদি ॥ এখানে নিজাম মর্দ্দ, আখে আছু দেলে দর্দ্দ; গাছতলে ভাবে নিরবদি * তার পরে ভেবে দেলে, সেথা হৈতে উঠে চলে, কত দিন নেকালিয়া জায় ॥ কহে হিন কবিকার, এবে পাক পরওার; তেরাপরে৷হইল সদয় *

* পয়ার ছন্দ *

এইরূপে কতো দিন গোজারিয়া গেল ॥ বেবাহা জঙ্গলে এক জাইয়া পৌছিল * আজিম দরক্তো এক বড়া ছাওদার ॥ বসিলেক গিয়া মর্দ্দ

নিচেতে তাহার * সুহাও পাইয়া খুব আরাম মিলিল ॥ রাহের মান্দিগি ছিল ঘোমাইয়া গেলো * আল্লার মক্কোর এক আইলো ফকির ॥ নিজামের তরে নাই ওঠাইল পির * নিজামের ছেরানায় বসিয়া রহিলো ॥ এয়ছা অক্তে নিজামের নিন্দ ছুটে গেলো * তখোনি উঠীয়া সাধু দরবেস জানিয়া ॥ ফকিরের দুই পায়ে ধরে জড়াইয়া * নিজাম বলেন কহো গোলামের তরে ॥ আপনি কে বটে কহো আমার খাতেরে * দরবেশ কহেন বাত নিজাম কারোনে ॥ দেখিয়া তোমার দুক্ষু আইনু এক্ষনে * কিন্তু জানিতেন পির হাল এহাদের ॥ তাবাদে পৌছেন পির নিজাম খাতের * কহো বাবা এয়ছা হাল কিসের কারন ॥ কার লাগি ভ্রমন তুমি করো বনে বন * নিজাম শুনিয়া কহে আরোজ করিয়া ॥ জেরূপে তছবির মর্দ্দ লিলো মাঙ্গাইয়া * জেরূপে আসোক হৈনু তছবিরের পরে ॥ এরাবতী নাম তার আরোব সহোরে * জেরূপে আসোক হৈনু উপরে বিবির ॥ এইতো আহওাল মেরা সোন দস্তোগির * পির মর্দ্দ নিজামের শুনিয়া জবানি ॥ কহে সে বিবিকে আমি খুব মতে জানী * জে অবধি তছবির তেরা দেখিল সে বিবি ॥ বেকারার হইয়াছে শুনে তেরা খুবি * তোমার কারনে সেহো পায়ে বেরি লিলো ॥ জেহেল খানাতে তার মোকাম হইল * দরবেশ কহেন বাবা গম না করিবে ॥ তাহার তছবির অগ্নি করে দিই এবে * এতেক বলিয়া তার ঝুপড়ি বিচে গেলো ॥ দুই চিজ নিজামেরে আনিয়া জে দিলো * জাম্বিল আনিলো দোছরাতে দিল চৌকি ॥ নিজামের ছামোনেতে দিই লেন রাখি * দুই চিজ কিবা করে সোন দেল দিয়া ॥ বসিলে চৌকিতে জাবে পলোকে উড়িয়া * জেথা তেরা দেল চাহে সেই খানে জাবে ॥ এই চৌকি কেরামত এয়ছাই রখিবে * দোছরা জাম্বিলে জবে ডালিবেক হাত ॥ এহাতে পাইবে তুমি দুনিয়ার দৌলাত * জেন্দেগি কায়েম তেরা জতো দিন রবে ॥ ইটা মত মালমাত্তা এহাতে পাইবে * এতেক বলিয়া পির গাএব হইলো ॥ ছওদাগর জাদা আর দেখিতে না পাইলো * দরবেশের দুই চিজ বকসিস পাইয়া ॥ ছওদাগরজাদা দেলে খোসালিত হইয়া * চড়িলেন সাধুবর চৌকির উপরে কহিলো লইয়া চলো আরোব সহরে ॥ এরাবতী সাহাজাদি মহল জেথায় * আমাকে লইয়া তুমি পোঁছাও সেথায় ॥ এ কথা শুনিয়া চৌকি উড়ে বাও ভরে * পলোকে পোঁছিলো গিয়া আরোব সহরে ॥

সেখানে নাবিয়া চৌকী খুলিয়া তামাম ॥ থাকিবার তরে মর্দ্দ ঢোড়েন মোকাম * অধিন কহেন এহা পয়ারে রচিয়া ॥ জেই জাহা মনে করে দেয় মেলাইয়া *

নিজাম এক মালিনির ডেরে থাকে ও সাহাজাদি এরাবতীখাব দেখিয়া বন্দোখানা হৈতে খালাস পাইয়া নিজামের সাতে মোলাকাত হইবার বয়ান *

* পয়ার * সাধুবর থাকিবার জায়গা নাহি পায় ॥ চারিদিগে নিজাম জে ঢুড়িয়া বেড়ায় * সেই দেসে ছিল এক চালাক মালিনি তাহার সঙ্গেতে দেখা হইল অমনি * মালিনী নিজামে দেখে চিনিতে পারিয়া ॥ পুছিতে লাগিল তায় বিদেসি বলিয়া * সোনগো বিদেশী তুমি এমন জে ভেসে ॥ ছত্রধারি হইয়াছ কাহার তালাসে * আমাকে কহিলে বাপু পুর্ণ হবে আসা ॥ চলো বাবা মোর সাতে দিবো তুঝে বাসা * এ কথা বলিয়া তারে সাতে করে লিয়া ॥ মালিনী আপোন ঘরে পৌছিল জাইয়া ॥ কহো বাবা কিবা নাম নিকটে আমার ॥ কি কারনে হেথা আশা কহো সোমাচার * আমাকে কহিলে তেরা হইবেক ফল ॥ আল্লা চাহে আলবত্তা হইবে সুফল * নিজাম এ কথা শুনে বিশ্বাস করিয়া ॥ আপনা আহওাল জতো কহিল খুলিয়া * মালিনী এ কথা শুনে কহে আরবার ॥ এই কাম আলবোত্তা জে করিবো তোমার * তার পরে সোনো ভাই বিবির আহওাল ॥ জেহেল খানায় শুয়ে দেখিলো খিয়াল * এক জোনা এসে জেনো নিকটে বসিল ॥ বিবির খাতেরে সেই কহিতে লাগিল * নাকান্দ২ বিবী সোন দেল দিয়া ॥ তোমার দেলদার হেথা পৌছিল আসিয়া * এতেক বলিয়া সেহো গাএব হইল ॥ সাহাজাদি চেতন পেয়ে উঠিয়া বসিল * কাহার কারনে বিবি না পায় দেখিতে ॥ দাসিরে জে ওঠাইয়া লাগিল কহিতে * সোন দাসি আজব খাব দেখিয়াছি আমি ॥ একে২ সাহাজাদি সোনায় তামামি * শুনিয়া সে সখি বড়া খোসালিত মনে॥তখোনি বেগোম জেথা পৌছিল সেখানে * জোড় হাতে আদোবেতে তামাম কহিলো ॥ বেগম শুনিয়া বড়া খোসাল হইল * সেই ঘড়ি বেগম বিবি আইল দৌড়িয়া ॥ এরাবতী জেখানেতে পৌছিলো আসিয়া * এরাবতী মায়ে দেখি ছালাম করিলো ॥ কহে বিবি রোগ সোগ দুরে মেরা গেলো * বেগম

একথা শুনে খোসাল হইয়া ॥ পায়ে বেড়ি সেই ঘড়ি দিলো কাটা ইয়া * বেটীকে লইয়া আইলো আপনা মাকানে ॥ সোনায় বেটীর হাল বাদসার কারোনে * কতো দোওা দিল বাদসা হাত দিয়া ছেরে ॥ রহিলেন সাহাজাদি মা বাপের ঘরে * নেজাম পাগল হেথা ঘরে মালিনির ॥ কিরূপে বিবিকে পাবো ভাবে এ খাতির * এতেক ভাবিয়া বলে মালিনির তরে ॥ তামাসা দেখিতে জাবো সহর ভিতরে * মালিনি কহেন বাবা ক্ষেতি কিবা তায় ॥ জলদি কোরে আইসো জেনো দেরি নাহি হয় * মালিনির এই কথা নেজাম শুনিয়া ॥ ঘর হৈতে সাধুবর আইলো নেকালিয়া * সহোরে তামাসা দেখে খোসাল হাজার ॥ হটাৎ পৌছিলো গিয়া বাগানে বাদসার * বাগে২ খুসি হৈল দেখিয়া বাগান ॥ মিঠা২ হাওা বহে বেহেস্ত সমান * বাগে এরোম কিবা নজ দিগে তাহার ॥ বাগান দেখিয়া মর্দ্ধো খোসাল হাজার * তারপরে বসিলেন হাওজ কেনারে ॥ মনে২ সাধুবর ভাবা গোনা করে * এবে বুঝি আল্লা পাক মাশুকে আমার ॥ মেলাইয়া দিবে সেই কোরিম গাফ্ফার * পয়ার প্রবন্ধে কহে অবোধ নাদান ॥ বিবি ধেওাইয়া দেখি গাও এক গান *

* গান হিন্দি ও বাঙ্গালা *

কাহ তাহুঁ আয় পেয়ারি মেয় ইয়ার হুঁতেরা *
জোলফোঁ মেভি নাথী জবছে গেরেপ্তার হুতেরা *
জব দেখা হায় তেছবিরকো, দেল কি আরাম নেহি
মুঝকো, পারা২ হোগেই হায়, জিয়াস্তে হয়েছি মরা *
এস্কো কি খাঞ্জার মে, জখম হুওাছিনামে, ইয়ার কি
জুলুফ মে, কেটে আমায় কল্লে সারা * কিয়া কাহু সুন
আয় পেয়ারি, জালতা হায় কলেজা মেরি, ফাট গাই
ছিনা হামারী, তোমার জন্যে পাগল পারা *

* রাগ পয়ার * সাধুবর ভাবাগোনা করে এ প্রকারে ॥ আএ আল্লা মেলাইয়া দেহো মাশুকেরে * জান নাহি বাচে আর মাশুকের দায় ॥ হায়২ কি করিবো কোথা জাবো হায় * তার পরে সোনো ভাই দেল লাগাইয়া ॥ এরাবতী কিরূপেতে পৌছিল আসিয়া * সাহা জাদি ভেবে চিতে লিয়া ছেহেলিরে ॥ আসিয়া পৌছিল বিবি বাগিচা মাঝারে ॥ ছেহেলির হাতে ধোরে এরাবতী বিবি ॥ চারিদিগে ঘোমে

জেনো আপ্তাবের ছাব * গোলের বাহার বিবি দেখিতে লাগিল ॥ ফুলের খোসবোতে তার দেমাগ ভরিল * এইরূপে চার দিগে বেড়ায় ঘুমিয়া ॥ অবশেষে বসিলেন ঘাটেতে জাইয়া * জমরুদের ঘাট বান্দা নহোর ধারেতে ॥ পানির ফোহরা তায় আছিল ছুটীতে * তামাসা দেখেন বসে বিবি খোসাল অন্তর॥ আচানক দেখে বিবি করিয়া নজোর* হাওজের কেনারায় নিজামে দেখিল ॥ হাটু পরে দিয়া মাথা পেরেসান দেলো * আসোকি চেহেরা রূপ চাদ পুর্ণিমার ॥ এরাবতী বিবি দেখে হৈল জারেজার * দেখিয়া ছুরাত তার হুস হারাইল ॥ ফের এসে এস্কো মিঞা ছেরেতে চড়িলো * এস্কের লাগিয়া তির পিট বৈল পার ॥ জলোনেতে সাহাজাদি হৈল বেকারার * বলে বিবি এয়ছা নিধি দেয় জদি মোরে ॥ গলায় গাথিয়া এবে রাখি হার কোরে * এস্কো তির লাগিয়াছে জার কলেজায় ॥ সেই জানে তার দর্দ্দ বিন্ধিল জাহায় * এস্কের নেসাতে বিবি মাতওালা হইয়া ॥ গান এক আরম্ভিল সোন দেল দিয়া *

* গান *

কে তুমি কার বাকা সখা অহে মোনো চোরা ॥
হেরিয়ে তোমার রূপ হয়েছি অধরা *
আহা মরি কিবা শশি, মুখে জেনো হাসি২, লাগাইলা
প্রেমের ফাসি; এবার প্রাণে হলেম সারা * এমন
নাগর হেরে, কেমনে রহিব ঘরে, পরান আকুল
করে, প্রেম জরেতে অঙ্গ জরা ॥ হিন কবিকারে ভনে,
সোনঅগো রাজ কন্যে, জিজ্ঞাসা করোনা কেনে, বসে
আছে মোন মরা *

ত্রিপদী ছন্দ * সাহাজাদি গান গায়, নিজাম শুনিতে পায়; ছের ওঠাইয়া মর্দ্দ দেখে ॥ চাদ জেন বিচখানে চৌদিগেতে তারা গনে, ঘিরিয়া আছেন জে বিবিকে * দেখিয়া বিবির রূপ, রূপেতে মজিল ভুপ, প্রেমসোকে হইলো অস্থির ॥ প্রেমের অনল তার, জলে ওঠে দশ দ্বার; দেল বিচে নাহি হয় স্থির * সদা হাই ওঠে মুখে, দুনিয়া আন্ধার দেখে, মনে২ ছাড়েন নিশ্বাস ॥ দুজনায় তার পরে; নজরে২ গেরে, গলেতে লাগিল প্রেমের ফাস * চার চক্ষু মেলে জদি, উথলিলো প্রেম নদি, প্রেমবানে দিইলো সাতার ॥ কেহ কিছু কার তরে, কহিতে

নাহিক পারে, রহে দোহে মুরাত আকার * পরে এরাবতী বিবি, নেকা সিয়া সেই ছবি, জে তছবির খরিদ করিল ॥ নিজামে রূপের সাতে, মেলাইয়া দেখে তাতে, নাহি কিছু তফাত হইল * পটের ছুরাত সাতে, মিলে জদি গেল তাতে, বিবি আর থাকিতে না পারে ॥ উথলিল প্রেম নদি, দৌড়ে গিয়া সাহাজাদি, নিজামের গলে গিয়া ধরে * সাহাজাদি কেন্দে বলে, নিজামের ধরে গলে, বলে নাথ আছিলে কোথায় ॥ পটেতে তোমার রূপ, দেখিয়া মজিল রূপ, কারি তির বিন্দিল ছিনায় * না দেখে তোমার মুখ, ফেটে জায় মোর বুক; কারে দুখ কহিব আমার ॥ ব্যাথার ব্যাথি কেবা আছে, কবো দুখ তার কাছে, তোমা বিনে কেবা সোনে আর * নিজাম দেখিল জদি, সেই বিবি সাহাজাদি, তছবির জার চিত্র করে দিলো ॥ তার পরে কহে মর্দ্দ, আখে আছু দেলে দর্দ্দ, সোন বিবি মুঝে জা বিতিল * তোমার রূপের বানি, তোতার জবানি শুনি, সেই হইতে পাগল হইনু ॥ তাহা বাদে চিত্র করে, মাল মাত্তা দিয়া তারে; তছবির তেরা মাঙ্গাইয়া লিনু * তোমার লাগিয়া কতো, মছিবত শতং ওঠাইয়া পৌছিনু হেথায় ॥ শুনে নিজামের বাত, সাহাজাদি ধরে হাত মাকানেতে আইল তরায় * জরির বিছানা পরে, বসায় আসোক তরে, তাহা বাদে খানা মাঙ্গাইয়া ॥ দুই জনা এক সাতে, খায় মর্দ্দ খোসালিতে, উভয়েতে আমোদে মাতিয়া * হাসি খেলি কৌতুকেতে, করে দোহে নানামতে, এরূপেতে ঘড়ি এক জায় ॥ অধিন কহেন এবে, হাসি খেলি সব জাবে, পায়ে বেড়ি লেহ জেল থানায় *

ছওদাগরজাদা নিজাম ও এরাবতীর কয়েদ হইবার বয়ান *

পয়ার * খুসির তুফানে দোহে ভাসিতে আছিল ॥ আছমানি গরদেশ হৈতে কি জালা ঘটিল * জখন মাকানে আইলো নিজামেরে লিয়া ॥ দুয়ারে কপাট দিতে আইল ভুলিয়া * সহর কোতওাল আইল রঁন্দ ফিরিবারে ॥ ঘরের কপাট খুলা দেখিল নজরে * দেখিলেন দরওাজায় জাইয়া নজদিগে ॥ চৌকি প্রহরি সবে কেহ নাহি জাগে * তাহা বাদে ভিতরেতে গিয়া সান্দাইল ॥ আজব তামাসা গিধি নজরে দেখিল * এরাবতী লইয়া জে নিজামের তরে ॥ হাসি খেলি করে দোহে খোসাল অন্তরে * কোটাল দেখিয়া এহা গোস্বায় ভরিয়া ॥ এরাবতী তরে গিধি কহে ধমকাইয়া * কি কাম করিলি ওরে বেহায়া কোম

ক্তি ॥ দেশ জুড়ে মা বাপের করিলি অক্ষেতি * কোটালের পানে দি পড়িল নজর ॥ ডর পেয়ে সাহাজাদি কাপে থর২ * কথা নাহি সরে মুখে জ্ঞান হারা হৈল ॥ বোবার মতন জেন চাহিয়া রহিল * মিনতি করিয়া ফের লাগিল কহিতে ॥ কশুর করেছি মাফ করোনা এহাতে * হাজার মোহর দিই তোমার কারনে ॥ ছাড়িয়া দেহোনা তুমি আমা দুই জনে * কোতওাল শুনিয়া এহা ভাবনাতে রয় ॥ কিরূপে ছাড়িয়া দিবো উপায় না পায় * তোমার বাপের আমি করি জে চাকোরি ॥ মহারাজা শুনিলে বিপদ হবে ভারি * তোমা দিগে ছাপাইতে হবে মহা দায় ॥ এই কাম না হইবে কহিনু তোমায় * বেটার পাইলে দোষ সেইতো ভুপতি ॥ অমনি ধরিয়া রাজা করে তায় সাস্তি * এতো বলি দুই জনে লইল বান্দিয়া * জেহেল খানার বিচে পৌছিল আসিয়া * কয়েদ করিলো লিয়া কোটাল গাণ্ডায় ॥ সেথা হৈতে চলিয়া আইল দুরাচার * দুজনায় কারাগারে বন্দো হৈলো জদি ॥ দুক্ষের নাহিক ওর চক্ষে বহে নদি * দুজনার গলে ধোরে লেপটাইয়া কান্দে ॥ দুক্ষের সাগোরে পড়ে বুক নাহি বান্দে * তাবাদে নিজাম কহে এরা বতী তরে ॥ মালিনির জতো হাল কহিল বিবিরে * জখন আইনু আমি কহিল মালিনি ॥ আফোতে পড়িলে খবর ভেজিবে তখোনি * সাহা-জাদি নিজামের এই কথা শুনে ॥ মালিনিকে এতবার হইল তার মনে * জখন কোতওাল গিধি বন্দোখানা দিল ॥ এরাবতীর দাসি এক সাতে২ ছিল * তখনি কহিল বিবি বান্দির লাগিয়া ॥ সিন্দুক হইতে কিছু টাকা তুমি লিয়া * মালিনির কাছে তুমি জাহোনা চলিয়া ॥ টাকা দিয়া হাল জতো কবে বিবোরিয়া * সেই দাসি এই কথা শুনিল জখোন ॥ সাহাজাদির ঘরে গিয়া পৌছিলে তখোন * সিন্দুক হইতে কিছু টাকা নেকালিলো ॥ আপানার মনে মনে ভাবিতে লাগিলো * হইল বহুত রাত জাবো কি প্রকারে ॥ দরওাজায় দরয়ান আছে ধরিবে আমারে * এতেক মনেতে ভাবি তস্তোরি লইয়া ॥ কাপড় দিইয়া ঢাকা চলে নেকালিয়া * চুড়িয়া২ মালিনির ঘরে গেলো ॥ বাহির হইতে বান্দি ডাকিতে লাগিলো * নিজামের এন্তেজারে আছিলো মালিনি ॥ আওাজ পাইয়া ধনি উঠিল অমোনি * তুরিত আসিয়া তবে দরওাজা খুলিয়া ॥ বলে এতো রাতকালে কিসের লাগিয়া * দাসি বলে আজ বড়ো দেখি বিড়ম্বনা ॥ কোটালের হাতে বন্দো হইল দুজনা *

কোতওাল তাহাদিগে বন্দোখানা দিলো ॥ এখাতেরে তোমার নদিগে পাঠাইলো * মালিনি সুনিয়া এহা ভাবে মোনে২ ॥ কিরূপেনেকালিবো দোহার কারনে * এত ভাবি মালিনি বিবি হালুওা পাকইয়া ॥ দাসির মাথায় দেয় খাঞ্চায় ভরিয়া * দাসি সাতে মালিনি আইল কারাগারে ॥ পৌছিল জাইয়া দোহে জেলের দুয়ারে * জেহেল খানায় জেই দারোগা আছিল ॥ বিষ মোহর তারে নেওাজিয়া দিল * তার পরে চৌকিদার জে ছিল জেখানে ॥ দশ বিশ টাকা ধরি দিলো জোনে২ * চৌকিদার পুছিলেন কহো বিবরন ॥ এতো নিশি ভোগ রাতে আইলে কি কারন * এ কথা মালিনি শুনে বাহানা করিয়া ॥ চৌকিদারে সবাকারে কহে বিবোরিয়া * হামেসা আল্লার কাছে দোও মাঙ্গি আমি ॥ আমার মোকছেদ পুরা কারো জদি তুমি * কয়েদিরা বন্দো জতো আছে কারাগারে ॥ হালওা খেলাব আমি সবার খাতেরে* আসামেরা পুরা হৈল মেহের আল্লার ॥ একারোনে আসি আছি জেহেল মাঝার * কবিকারে কহে বানি রচিয়া পয়ারে ॥ নারির আঠার কলা কে বুঝিতে পারে *

* কোতওালকে বন্দোখানা দিইবার বয়ান *

* গান *

নারির আঠারো কলা বুঝে ওঠা ভার ॥
কে বুঝিতে পারে ছলা সাদ্দ আছে কার*
এমনি নারির গুন, পাকা বাসে লাগায় ঘুন পুরুসে
কোরে খুন; প্রানেতে করে সংহার * নারি এমনি
সর্ব্বনাসি, ভুলায় কতো জগি রিসি; কহে মহাম্মদ
মুনসি, নারির রাঙ্গা পায়ে নমস্কার *

রাগ পয়ায় * টাকা পেয়ে খুসি হয়ে জতো চৌকিদার ॥ মালিনিকে জেতে দিলো জেহেল মাঝার * মালিনি হালওা জাহা খাঞ্চায় আনিল ॥ জেহেল খানার লোগে খেলাইয়া দিলো * তার পরে এরা বতী জামাল জেথায় ॥ চালাকিতে মালিনি জে বসিলো সেথায় * জখোন মালিনি ধনি জাইয়া বসিল ॥ সাহাজাদি সেই ঘড়ি বুঝিয়া লইল * তখনি চালাকি সাতে খাঞ্চা লিল হাতে ॥ বান্দির মাথায় দিয়া চলিলেক সাতে * আপোনার ঘরে বিবি আইল চলিয়া ॥ মালিনি

নিজাম দোহে রহিল বসিয়া * বেহান হইতে তবে কোটাল গাঙার ॥ আরোজ করিল গিয়া হুজুরে রাজার * জোড়হাতে আদবেতে আরোজ গোজারে ॥ আজব তামাসা দেখি তোমার জে ঘরে * দেখি জে দরওয়াজা খোলা তোমার কন্যার ॥ একজনা বসে আছে কাছেতে তাহার * আমারে দেখিয়া দোহে নোকাইতে চাহে ॥ দোড়াইয়া সেই ঘড়ি ধরিলাম দোহে * কারাগারে রাখিয়াছি কারন দোহার ॥ আর কতো সেকাএত করিলো গাঙার * উজির নাজের সুনে এই সোমাচার ॥ কোটালের কথাতে না করিল এতবার * চৌকিদার ঠাই২ আছেন দুয়ারে ॥ মনুষ্য থাকুক পক্ষি আসিতে না পারে * এই কথা ঝুট তেম্না জাহে হেথা হৈতে ॥ কোটাল কহিল গিয়া দেখনা চক্ষেতে * মহারাজা এই কথা জানিবার তরে॥দুই চার লোগ লিয়া গেল কারাগারে* মহা রাজা বলে আন কয়েদি খাতির ॥ চৌকিদার শুনে কৈল হুজুরে হাজির * মালিনি চালাক ছিল মহারজে দেখি ॥ ছল কোরে কেন্দে উঠে ছল ছল আখি * শুন২ মাহারাজ ধর্ম্ম অবতার ॥ কোথায় না দেখি আমি এত অবিচার * কখন না শুনি আমি তোমার অক্ষোত ॥ কহিবারে বুক ফাটে দেখে এ দুর্গতি * তোমার কোটাল জেয়ে আমার ঘরেতে কত শত অত্যাচার করে নানা মতে * জোর হাতে মানাহি জে করি বারে বার ॥ আর জে দোহাই আমি দিইনু তোমার * কত গালাগালি কৈল আমার খাতেরে ॥ অবশেষে ধরিয়া আনিল দোহাকারে*লাত ঘুসা কত শত মারিতে মারিতে ॥ বন্দ কোরে রাখিলেন জেহেল খানাতে * এতেক মিনতি জদি মহারাজ শুনে ॥ খালাস করিয়া তবে দিল দুই জনে * মালিনি নিজাম লিয়া আইল ঘরেতে ॥ রমনির কত ছলা বোঝ সকলেতে * সাবাস২ অগো সাবাস মালিনি ॥ তোমার বুদ্ধির মত কোথায় না শুনি * চোর হয়ে সাধু হৈলে এত বুদ্ধি তোর ॥ সাধুর কারনে তুমি বানাইলে চোর * তাহা বাদে মহারাজ হুকুম করিল ॥ কোতয়ালের তরে লিয়া বন্দ খানা দিল * কোতয়াল বেচারা সেই বেগর তকছিরে ॥ পায়ে বেড়ি বন্দ খানা দেখ বেরাদরে * এখানেতে এরাবতী কান্দে জারে জার ॥ বলে বুঝি দেখা সোনা না হইবে আর * পেয়ে নিধি হারাইনু হায়২ হায় ॥ আর সেই প্রান নাথে পাওা হবে দায় * এইরূপে কত কথা কহে সাহাজাদি ॥ এস্কের কান্দনা কেন্দে বহাইল নদি * কেন দেখা দিয়া মোর মন কৈলি চুরি ॥ কোথা লুকা

ইলে মেরে বিচ্ছেদের ছুরি * বিচ্ছেদ অনলে জান জলিছে আমার ॥ বাবাজি ওতোন ছাড়া করিল এ বার * এতেক করিয়া খেদ রহে চুপ হইয়া ॥ গান এক আরম্ভিল সোন দেল দিয়া *

* গান *

আমার দহিছে জিবন ॥
দেখা দিয়ে কোথা লুকালে এখন *
কেন এসে দেখা দিলে, মন প্রান কেড়ে নিলে, বল
কোথা গেলে তোমার পাব অন্নেসন * কোথা
ওহে প্রান কান্ত, দেখা দিয়ে কর খেন্ত, মন অন্ত,
করো নিবারন * মরি তোমার অমিলনে, বাচিনা২
প্রানে, হিন কবিকারে ভনে, ভাব কি কারন *

* নেজাম এরাবতীকে লইয়া শ্রীধর রাজার
দেশে আসিবার বয়ান *

* পয়ার * এরাবতী এই গান গাইতে আছিল ॥ এয়ছা ওক্তে ছিয়া কেটে ফজর হইল * মন মরা বসে রহে পেরেসান দেলে ॥ পাগলের মত কত মনে২ বলে * এথানে নিজাম এসে মালিনির ডেরে ॥ আল্লার দরগায় মর্দ্দ সোকরানা জে করে * তাহা বাদে মালিনিরে মিনতি করিয়া ॥ কহিলেন সাহাজাদিরে দেহ আনাইয়া * মালিনি কহেন বাবা ভাব নাহি কিছু ॥ এহার বিহিত শেষে দেখা জাবে পিছু * একথা নিজাম শুনে খামস হইল ॥ ভাল নন্দ কোন কথা কিছু না কহিল * এক দিন মালিনি জে বাহানা করিয়া ॥ বিবির কারনে সব কহিল জাইয়া * শুনে এরাবতী বিবি খোসাল হইল ॥ রাত নিশি ভোর কালে আসিয়া পৌছিল * মালিনির তরে বিবি ছালাম করিয়া ॥ মিনতি করিয়া কহে মালিনি লাগিয়া * শুন আম্মা মেরা এই তোমর দোওয়াতে ॥ খালাসি পাইনু দেখ বন্দখানা হৈতে * তার পরে সোনার মহর কিছু লিয়া ॥ মালিনির তরে বিবি দিল নেওা জিয়া * এই বাত চিতে রাত গোজারিয়া গেল ॥ খুসি হালে মালিনির ডেরেতে রহিল * দিন গোজারিয়া রাত পৌছিল আসিয়া ॥ এরাবতী কহে বাত নিজামে তুসিয়া * সোন২ প্রান নাথ আরজ আমার ॥ এখানেতে থাকা আর না হয় এতবার * এই কথা দু দিন পরে প্রচার হইবে ॥ জান বাচাইতে তবে মুস্কিল হইবে * হেথা হৈতে জাই চল মুল্ল কে

তোমার ॥ সোন প্রান নাথ লেহ আরজ আমার * এই বাতে দুই জনা মছলত করিয়া ॥ দরবেসি চৌকি মর্দ্দ লিল নেকালিয়া * সেই চৌকি পরে দোহে জাইয়া জে বসে ॥ কহিল লইয়া তুমি চল মেরা দেশে * এ কথা সুনিয়া চৌকি হাওয়ায় উড়িল ॥ শ্রীধর রাজার দেশে জাইয়া পৌছিল * ওতারিল দুই জনে আপনার ঘরে ॥ অন্দর মহল বিচে জায় তার পরে * কমলাবতী সুমতি লালমতি শুনে ॥ পড়িতে উঠিতে গেল নিজাম জেথায়ে * চারি জনা রূপবতী মেলে এক সাতে ॥ নেজাম পাগলার এই ছিল নছিবেতে * আহা কি নছিব দেখ নেজাম পাগলার ॥ রূপের মুরারি পায় ফজলে আল্লার * ঘিরিয়া বসিল চারি বিবি চৌদি গেতে ॥ চারিদিগে তারা জেন চাদ বিচ খানেতে * তার পরে রাত গোজারিয়া জদি গেল ॥ রাজার হুজুরে তবে নেজাম পৌছিল * নেজামে দেখিয়া রাজা বড় খোসালিত ॥ আপনার কাছে লিয়া বসায় ত্বরিত * পুছিতে লাগিল রাজা নেজামের তরে ॥ কহ বাবা কি রূপেতে পাইলে বিবিরে * নেজাম সুনিয়া এহা কহিতে লাগিল ॥ রাহে জেতে জেখানেতে জাহা গোজারিল * একে একে মহা রাজে নেজাম শুনায় বহুত কসেল্লা পেয়ে আইনু হেথায় * এ কথা সুনিয়া রাজা খোসাল হইয়া ॥ বহুত তারিফ করে নেজাম লাগিয়া * সাবাস মা বাপ তেরা সাবাস হেস্মত ॥ এয়ছা কাম করে কেবা কাহার তাকত * রহ বাবা এবে তুমি খুসি খোসালিতে। অধিন নাপাক কহে রচে পয়ারেতে *

* রাগ পয়ার ছন্দ * খুসি হালে এরূপেতে পাগল নেজাম ॥ মনের আরমান জত মেটায় তামাম * খুসি খোসালিতে এয়ছা কত দিন জায় ॥ তাহা বাদে কি হইল লিখি জে হেথায় * এরাবতী বিবি ছিল রূপের কুমারী ॥ তাহাকে দেখিলে লজ্জা পাইতেন পরি * সবা হৈতে নেজাম জে এরাবতীর তরে ॥ মহব্বত করে তারে জিউ বরা বরে * জানের সমান তায় ভাল জে বাসিত ॥ এহাদের পানে নাহি ফিরিয়া চাহিত * এইরূপে কত দিন গোজারিয়া জায় ॥ এরা তিন জনা দেখে আপসেতে কয় * এরাবতী ভালবাসা পতির হইল ॥ কোন ফেরেতে এরে হাকাইতে হল * সতিনি বিবাদ জাহা হয় কালে২ ॥ সেই জুক্তি এরা সবে করে দেলে২ * কুকুর পাইলে মড়া আগলিয়া ফেরে ॥ পচাইয়া খাবে নাহি দিবে দোছরারে * সতিনির হিস দেখ তেমনি প্রকারে ॥

পচাইয়া খাবে সেহ তবু ভাল তারে * এই ফেকেরেতে বসে কত দিন জায়॥ এক রোজ তিন জনা পুছিল তাহায় * সোন বুও কহি কিছু তোমার লাগিয়া॥ মোদের খছম ছিল পাগল হইয়া * তুমি কি তাহার মত পাগল আছিলে॥ কিছার রূপেতে মজে দেওানা হইলে * সাদা সিদা আছিলেন সেই সাহা জাদি॥ দেলের মাঝারে তার নাহি ছিল বদি * এরাবতী একে২ কহে জত বাত॥ জেরূপেতে পেয়েছিনু পটের ছুরাত * জেরূপে পাগল হৈয়া গিরিনু তালাবে॥ জেরূপে উঠাইয়া আনে বান্দিগন সবে * জেরুপে কয়েদ হৈতে খালাস পাইল॥ একে২ সাহাজাদি তামাম কহিল * তার পরে কিরুপেতে দুসমনি করিবে॥ আল্লা চাহে শেষে তার বয়ান হইবে * অধিন কহেন দেখ আর কিবা হয়॥ সতিনী হিসেতে তিন জনা মারা জায় * বদি কৈলে বদি ফলে সকলেতে বলে॥ এই কথা দেখ ভাই আছে কালে * সতিনের পিয়ালায় বিস গুলে খায়॥ তবু নাহি কার তরে সে পিয়ালা কারনে দেয়* সতিনী ফছাদ বড় বোঝ বুবু গনে॥ এত ঝাল হয় বল কিসের কারনে *

* এরাবতী সতিনী দিগের নিকটে আপনা আহওাল কহিবার বয়ান *

* পয়ার ছন্দ * সোন হে রসিক লোক দেল লাগাইয়া॥ লিখিয়া জানাই কিছু সবার লাগিয়া * সতিনের ঝাল বড় হয় সতিনের॥ মারিতে এহার তরে ঢুড়েন ফেকের * সাদা সিদা এরাবতী কিছু নাহি জানে॥ আপনার আহওাল কহে তাদের ছামনে * সোন অগো বুবু জানি দুক্ষের বয়ান॥ কহিতে দুক্ষের হাল না সরে জবান * একরোজ সুয়ে ছিনু ঘরেতে আপনার॥ পতির বিহনে বড় ছিনু বেকারার * সোগে আমি বেতাব আছিনু॥ ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া গেনু * চেতন হইল মেরা আওাজে বাসির॥ বিরহ আগুনে ফের হইনু অস্থির * টিকিতে না পারি দেল গেল বেগড়িয়া॥ দেখিনু বহুত রাত আছমানে চাহিয়া * সেই অক্তে নেকালিনু মাকান হইতে॥ বাসির আওাজ ধোরে জাই সে দিগেতে * একেলা রাত কালে নেকলিয়া গেনু॥ ডর ভয় কিছু আমি সে সময় না পাইনু * আজিম দরিয়া এক ছামনে মিলিল॥ দরিয়ার পরে বাসি বাজিতে আছিল * লাচার হইনু আমি দরিয়া দেখিয়া॥ কাট এক ভাসে তাহা দেখি তাকাইয়া * সেই কাট পরে আমি চড়িয়া বসিনু॥ ধিরে ধিরে হাত দিয়া বাহিতে

লাগনু * এলাহির মর্জি গিয়া উঠিনু আড়ায় ॥ তার পরে কত দুর হাটিনু রাহায় * তাকাইয়া দেখি এক আলিসান ঘরে ॥ বাসী বাজিতেছে তাহা কি কব সবারে * আসক আগুন মোর উঠিল জলিয়া ॥ দৌড়াইয়া ফির থালি জাবার লাগিয়া * কিরূপে জাইব আমি ভাবিতে আছিনু এমন ওক্তেতে এক জিঞ্জির দেখিনু * সেইত জিঞ্জির ধোরে গেনু উপরেতে ॥ নওজওান বসে এক দেখি নজরেতে * বেহুসীর হালে গেনু নিকটে তাহার ॥ জওান দেখিয়া তবে কারনে আমার * আমার দিগেতে সেহ চাহিয়া রহিল ॥ বাজাইতে ছিল বাসী রাখিয়া জে দিল * আমি গিয়া তাহা বাদে বসি তার কাছে ॥ সেইত জওান ফের মোর তরে পোছে * কোথা হৈতে আইলে তুমি রমনি কাহার ॥ ঘোর নিসিতে ডর নাহিক তোমার * এ কথা বলিয়া হাত দিল বাড়াইয়া ॥ চাহে কি আমারে কোলে লিত উঠাইয়া * এয়ছা ওক্তে কহিলাম নাম বাবাজীর ॥ আর কিছু না কহিল আমার খাতির * দহসত পাইয়া সেই উঠে খাড়া হৈল ॥ আমার কারনে ফের ছালাম করিল * বলে অগো সাহাজাদি কেমনেতে এলে ॥ এই বালাখানা পরে কি করে চড়িলে * আমি সুনে কহি উঠি রসি পাকড়িয়া ॥ দেখাইতে গেনু রসি তাহাকে লইয়া * রসি নহে সাপ সেটা জাইয়া দেখিনু ॥ দেখিয়া তাহারে আমি ডরাইয়া গেনু * তাহা বাদে জঙ্গা মর্দ্দ আমাকে লইয়া ॥ সেথা হৈতে ভেবে চিতে আইল চলিয়া * এয়ছা ভাতে কত দুর নেক লিয়া গেনু ॥ সেইত দরিয়ার ধারে জাইয়া পৌছিনু * আমার কারনে সেহ কহিতে লাগি কেয়ছা ভাতে হৈলে পার মেরা তরে বল ॥ নাও কিস্তি কিছু নাই এই রাত কালে॥কিরূপেতে পার হয়ে এখানে আইলে * জেই কাট ধরে আমি পার হয়ে ছিনু ॥ সেই কাট বান্ধিয়া জে রাখিয়া আইনু * সেই কাট জঙ্গা মর্দ্দে দেখাইনু লিয়া ॥ অবাক হইল মর্দ্দ তাহাকে দেখিয়া * কাট নহে সোন বুওা মড়া সেই ছিল ॥ তাহাকে দেখিয়া দেলে ডর মেরা হৈল * তাহা বাদে জঙ্গামর্দ্দ মাজি তরে ডেকে ॥ চড়িয়া কিস্তির পরে লইয়া আমাকে * দরিয়া হইল পার আমাকে লইয়া ॥ আমার ঘরেতে সেহ দিল পৌছাইয়া * তাহা বাদে জঙ্গা মর্দ্দ রাখিয়া আমারে ॥ চলিয়া আইল সেই আপনার ঘরে * এই কথা তিন জনা সুনিল জখন ॥ আপসেতে ঠারা ঠারি করে তিন জন * চল বুওা এয়ছা দাঙ আর না পাইব ॥ সামর কারনে সব জাইয়া কহিব *

এ কথা ঠারা ঠারি করিয়া অমনি ॥ নেজামের আগে চলে করিতে হুসমনি * অধিন কহেন অগো না কর এমন ॥ সতিনের সাতে ঝাল কর কি কারন * সতিনের সাতে অগো না কর ফছাদ ॥ মিলে জুলে চল সবে মেটাইয়া সাদ *

* তিন জনা সতিনি এরাবতীর হুসমনি করে ও এরাবতীর উপ পতির বাদ দেয় এবং আখেরে কমলাবতী ও লালমতী ও সুমতী মারা জায় *

* গান *

অগো ভেবে দেখ মোনে২ মিছে এ সংসার ॥
বুঝে দেখ কথা রাখ তুমি আছ কার *
এসে ভবের ভাবে, কেন মিছে মর ভেবে, ভবের
হাট ভাঙ্গবে কবে, সে ভাব ভাবো এক বার ॥ কেন
আর কর ধন্দ, লোকেতে বলিবে মোন্দ, মুনসী বলে
কপাল মন্দ, মন্দ আর কোরনা কার *

* রাগ ধামসি একা বলি ছন্দ *

সোন অগো জত বিবিগণ ॥ সোন সবে লাগাইয়া মোন * সতিনীর সাতে হিস কি কারন ॥ মানা করি না কর এমন * কেতাবেতে লেখা এ প্রকার ॥ লিখি সোন বয়ান তাহার * জিনি ছিল খাতে মোন নবি ॥ তিন চারি আছিলেন বিবি * আয়ছা ছিদ্দিকা জিনি ছিল ॥ নবির পিয়ারা জে আছিল * দেখ সেই আয়সা ছিদ্দীকা ॥ সতীন নিগে নাহি ছিল বাকা * দেখ কেয়ছা কারল গোজরান ॥ বুঝে দেখ জত বিবী য়ান * কেহ দেখ সতিনের সাতে ॥ ঝগড়া করেন নানা মতে * কেহ দেখ সতিনের ঝালে ॥ মরে সেই রসী দিয়া গলে * কেহ দেখ সতিনের দায়ে ॥ মরে গিয়া পানিতে ডুবিয়ে * কেহ দেখ সতিনের ভরে ॥ হলাহল বিষ দিয়া মারে * এই কথা আছে কালে কালে ॥ তার পরে সোনহে সকলে * এক রোজ তিন জনা মিলে ॥ সামির হুজুরে এহা বলে * সোন তুঝে কহি প্রাণ নাথ ॥ তোমার পিয়ারির বাত * কহে জেই পিয়ারি তোমার ॥ হামেসা কর জাহারে

পিয়ার * তিনি এক জঙা মৰ্দ্দের সাতে ॥ পিরিতি করিল নানা মতে *
জেয়ছা ভাতে নদী পার হৈল ॥ জেয়ছা ভাতে তার ঘরে গেল * সেই
জঙা মৰ্দ্দ জেয়ছা ভাত ॥ এরাবতীরে রাখে এক রাত * জেয়ছা ভাতে
আলাপন কৈল ॥ একে২ তামাম কহিল * শুনিয়া নেজাম পেরে
সান ॥ বলে বুঝি না রহিল মান * তাহা বাদে কহে তিন জনে ॥
এতবার এতে করিব কেমনে * তারা বলে সোন প্রান নাথ ॥ তার
মুখে সোনাব এ বাত * তাহা হৈলে মোনে আপনার ॥ হইবেক
তাহাতে এতবার * নেজাম বলে এই বাত ছহি ॥ আর কিছু তোমা
দিগে কহি * আমাকে এ সোনাবে কে মনে ॥ তারা বলে চলহ
বাগানে * বাগানেতে গাড়া জে খুদিব ॥ তক্তা বন্দি তাহাতে করিব *
তুমি রবে ভিতরে তাহার ॥ সোনাইব এই সমাচার * আমরা জে
উপরে থাকিব ॥ তাহার মুখেতে জে শুনাব * নেজাম সুনে মঞ্জুর
করিয়া ॥ বাগানেতে আইল চলিয়া * গাড়া খুদে তক্তা বন্দি কোরে ॥
নেজাম রহে তাহার ভিতরে * এরা তিন জনা তার পরে ॥ কহে বাত
এরাবতীর তরে * সোন বুবু এক ঠাই থেকে ॥ ঘরে মোন নাহি আর
টেকে * চল বাগানেতে আজ জাব ॥ দেল বাহলাইয়া জে আসব *
এই কথা বলিয়া সকলে ॥ আইল সবে বাগানেতে চলে * চারি দিগে
তামাসা দেখিয়া ॥ নেজাম জেথা পৌছিল আসিয়া * জে গাড়াতে
ছাপাইয়া ছিল ॥ তক্তা বন্দী করিয়া রাখিল * সেই খানে খুসি খোসা
লিতে ॥ বসিলেন চারি সতীনেতে * তার পরে এরাবতীর তরে ॥ তিন
জনা কহে এ প্রকারে * সোন২ সোন বুবু জান ॥ সেই কথা কহ দেখি
শুনি * সেই জঙা মৰ্দ্দের সহিতে ॥ জে কাম করিলে নানা মতে * শুনি
বারে খাহেস হইল ॥ কহ বুবু সেই কথা বল * এরাবতী এ কথা
শুনিয়া ॥ কহে ফের তাদের লাগীয়া * জেরূপেতে আওাজ বাসির ॥
শুনে মন নাহি হয় স্থির * জে রূপেতে নেকালিয়া গেনু ॥ জেরূপেতে
দরিয়া পার হৈনু * জেরূপেতে সাপকে দেখিয়া ॥ ধরে গেনু ছাতে
উঠিয়া * জেরূপেতে সেই ঘর বীচে ॥ নবিন জওান বসে আছে *
আমার কারনে জে রূপেতে ॥ হাত বাড়াইল জে ধরিতে * এই কথা
জখন বলিল ॥ জে তক্তায় সবে বসে ছিল * সেই তক্তা তখনি ঠুকিল ॥
তাহার মাজেরা এই ছিল * সোনাইতে নেজামের তরে ॥ এ কারনে
ঘা তাতে মারে * তাহা বাদে পুছিতে লাগিল ॥ তার পরে কি হইল

বল * এরাবতী চালাকি করিয়া ॥ ভাব বিবির লইল বুঝিয়া * তিন জনা মিলিয়া এহারা ॥ দুসমনি করিবেক মেরা * এই কথা দরিয়াপ্ত করিয়া ॥ বলে নিন্দ গেল জে ছুটীয়া * তারা বলে নিন্দের খোমারে ॥ খাব বুঝি দেখিলে তাহারে * এরাবতী শুনে কহে তবে ॥ ঠিক কথা দেখেছিনু থাবে * তিন জনা সুনে কাপে ডরে ॥ বাচাও না দেখি এই বারে * আয় আল্লা পরওার দেগার ॥ উপায় না দেখি এই বার * এয়ছা ওক্তে গাড়ায় থাকিয়া ॥ নেজাম জে উঠিল কুদিয়া * গোস্বায় ভরিয়া মর্দ্দ গেল ॥ তিন জনে কহিতে লাগিল * সোন ওরে বেহায়া বদজাত ॥ দুসমনি করিলে এর সাত * জেয়ছা সবে দুসমনি করিলে ॥ তার মজা চাখ গাড়া তলে * এই কথা নেজাম বলিয়া ॥ তিন জনে গোস্বাতে ধরিয়া * সেই গাড়ে সবাকে গাড়িল ॥ দেখ ভাই জান নেকালিল * এই কথা সব কোই বলে ॥ বদি কৈলে হাতে২ ফলে * জেই জনা পরের জে দায় ॥ গাড়া খুদে মারিতে তাহায় * পরের খাতেরে কি মারিবে ॥ আপনি তাহাতে মারা জাবে * হয় নয় বুঝে দেখ মোনে ॥ এই কথা বলে সর্ব্ব জনে * মহাম্মদ মুনসী বলে ॥ এই কথা আছে কালে কালে *

* সদাগরজাদা কিঙ্কর আপনা মুল্লুকে এরাবতীকে লইয়া আসিবার বয়ান *

* ত্রিপদী * সুমতী ও লালমতীরে, কমলাবতীর তরে, এক গাড়ে রাখে তিন জনে ॥ এরাবতী লিয়া সাতে, আইলেন সেথা হৈতে মালিনির পৌছিল মাকানে * খুসি খোসালিতে রহে, মোন গম নাহি দোহে; কত দিন গোজারিয়া গেল ॥ এক দিন আচানকে, আপনার মুল্লকে, জাইবার খিয়াল হইল * কান্দে জে মা বাপ বোলে, খিয়াল আইল দেলে, কলেজা জে উঠিল জলিয়া ॥ এই সোগে সাধুবর, কান্দে মর্দ্দ জারে জার, মা বাপের জুদাই লাগিয়া * সাধুবর তার পরে; জাহাজ তৈয়ার করে, তাহা বান্দে আছবাব লইয়া ॥ সাজাইয়া মন মত; মালিম কাপ্তান কত,জাহাজেতে লিল উঠাইয়া*এরাবতী লিয়া সাতে,উঠিলেন জাহাজেতে, লঙ্গর তুলিয়া ফের দিল ॥ দিল পাল উঠাইয়ে; চলে সুবাতাস পেয়ে, বাও ভরে ভাসিয়া চলিল*কত দিন ভেসে জায়,আপনা মুল্লুক পায়,লঙ্গর করিল জেঘাটেতে ॥ কেহ গিয়া ছওদাগরে,খবর কহিল তারে, কিঙ্কর পৌছিল দেসেতে * ছওদাগর সোনে জদি উথালে খুসির

নদি, কাণা ছিল সোগেতে বেটার ॥ ছোলেমানি ছুরমা জেন, আখেতে কে দিল হেন, খুসি ভরে পায় দেখিবার* তাহা বাদে বিবির তরে, কিঙ্কর লইয়া ঘরে, আইনেন খুসি খোসালিতে ॥ আসিয়া বাপের পায়, ছালাম করিল তায়, ছওদাগর লইল বুকেতে * ছেরে মুখে দোছা দিয়া, আইল বালাই লিয়া; দোয়া কত দিলেন বেটায় ॥ কিঙ্কর তার পিছে; মায়ের খবর পোছে, ছওদাগর কহিল তাহায় * সোন কহি বাবা জান, তোমার জে আম্মা জান, তেরা সোগে এন্তেকাল কৈল ॥ কিঙ্কর শুনিয়া এহা; বহুত কান্দিল তাহা, বাদে দেলে ছবর করিল * এইরূপে কত দিন, কাটাইল আলমিন; গম জারি সব দুরে গেল ॥ এক দিন খুসি দেলে, বাপের হুজুরে বলে, কন্যা এক এনেছি কি বল * বড় সে রূপসী বিবি, কি কব রূপের খুবি; চন্দ্র বরাবর রূপ তার ॥ এহার জন্যেতে কত, মুছিবত সত২ উঠাইনু সোন সমাচার * কুলের কুলিন বড়া, কি কহিব সে মাজেরা, কিছুমাত্র নাহিক আয়েব ॥ কপাল মোর জোর হৈল; সেই জন্যে পাওা গেল, জাতে এরা বড়ই হাছেব * রাজি হও আপে জদি, কর মোবারক বাদি; আসা পুরা হইবে আমার ॥ শুনিয়া তাহার বাপ, রাজি হইলেন আপ, সাদি আনা করিল তৈয়ার * দিন গুনে রবিবার, লগন করিল তার প্রতিবাসী জত ছিল আর ॥ নিমন্ত্রণ সবাকারে, করিল জত কিঙ্করে, বলে ভাই সাদি জে আমার * সহরের রাজা জত, বায়েনা করিল কত, বাজাওলা হইল তৈয়ার ॥ বাজা জে বাজাইতে, লাগিল সে নানা মতে, সে বাজার কি কবো বাহার * রাস্তার দুই ধারে, গেট বান্দা থরে২, ঝাড় ফানুস খুব টাঙ্গাইল ॥ কারিগার চিন হৈতে, মাঙ্গাইল মন মতে নকসা করে কারিগর দিল * বলে নকসা মত আজ, কর গোলসাজি কাজ, আমিরানা হয় জে বাহার ॥ কারিগার কত শত, মজলেছ করে মন মত, সকলেতে করিল তৈয়ার * ঝাড় ফানুস কত শত, লটকাইল মন মত, আমিরানা হইল মজলেস ॥ মেরাসিন আইল আর, কি কব বাহার তার, বারো তেরো তাহাদের বয়েস * বাইজি আইল কত, মুজরা ওলি শত শত, ছিল তারা নেহাত কমসিন ॥ পোনেরো সোল বরসের, নাচ আলি বাহারের, গায় গীত রাত আর দিন * মহাম্মদ মুনসী বলে, রছুলের পাও তলে, আমি হিন মুর্খের প্রধান ॥ নাহি আছে বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মেরা আছে সাদ্দি; লোক মাঝে না শ্বরে জবান * খালি নাম মেরা মুনসী, জেমন সে ফুল বাসি, খোসব কিছু নাহি মেলে তার ॥

মহাম্মদ মেলাইয়া, নামের তাজিম কিয়া, রাখিলেন আমি খাক ছার *
লিখিবারে এ কবিতা, চুক জদি হয় কোথা, খাতা মাফ সকলে করিবে ॥
ভুল নাহি কর তারে, খাতা না লইবে মোরে, থাকি আমি জঙ্গল মাঝার
এই তক বলে জাই, মাফ করে দিবে ভাই, আমি হীন অধম লাচার
এক গান এই খানে, সোন সবে বন্দুগনে, গায় গান বাহারের সাতে
বাহার সুরেতে গায়; হিন বুদ্ধি বলে হায়, পেয়ালা বাজি করে সকলেতে

* গান বাহার *

হায়রে বিদেশী বন্ধু আমি তোরে পাইনে ॥
তোমার জন্নে পাগল হয়ে ঢুড়ি বনে বনে *
এসেছি ভিকারি হয়ে তোমায় ঢুড়ে পাইনে প্রিয়ে,
কোথায় তুমি আছ লুকায়ে, এসো২ মোর সনে *
সায়েরেতে বলে ধনি, পাবে তোমার গুন মনি,
ভেব না গো চাদ বদনি, বুঝে দেখ মনে মনে *

* এরাবতী বিবির সাতে নেজামের বিবাহ হইবার বয়ান *

* ত্রিপদী ছন্দ * খানার আঞ্জাম কত, করিলেন অবিরত; জেথা সেথা তামদারি হৈল ॥ কত দেশ হৈতে আর, আইলেন বেশুমার, ভাল ভাল বাবরচি আইল * বাবরচি আইল কত, পেতিলা জে শত২; খানা পাকায় জেথায় সেথায় ॥ হুকুম ছিল আমিরানা, জেথা সেথা খাবে খানা, গরিব ফকির জে সবায় * পোলাও বিরিঞ্চি আর, হারিসা কি মজাদার, কোপ্তা কাবাব থরে থরে ॥ ফিরনি জার্দ্দা রুটী নানা, জেমন বাদসাই খানা খায়, লোক কাতারে কাতারে * জেই খায় সেই খানা, তিন দিন সেই জনা, ভুক পেয়াস না থাকে তাহার ॥ এখানেতে নওসা লিয়া, হলদি উপটন কিয়া, গায়ে সবে মলে জে নওসার * আলাই বালাই লেয়, কত রকম গান গায়, একে২ সোনহে সকলে * না শুনিবে জেই জন, দুক্ষিত হইবে মন, প্রাণ জুড়াবে সে গান শুনিলে * গান গায় বাহারেতে, মেরাসিন জেই মতে, গায় গান আজব রঙ্গের ॥ মধুর স্বরে গান গায় সায়েরান বলে হায়, তান মান বড় বাহারের *

---

* গান রাগিনি বাহার তাল মধ্যমান *

আজ কি বাহার হবে ধনি বলনা বলনা ॥
জেমন হল খুসি আমরা করি এই প্রার্থনা *
বড়ই খুসি হইল মোনে, রবে সুখে দুই জনে, ভাব না
না হবে প্রানে, আমরা করি এই আকিঞ্চনা ॥ আসিবে
কতেক দাসি, সোন বলি ও রূপসী, গলে দিবে প্রেমর
ফাসি, ভেবনা আর ভেবনা *

* পয়ার * তার পরে সোন সবে জতেক সুজন ॥ নঙসা সাজায় সবে করিয়া জত্তন * দুলহিনের তরে জান খুব সাজাইল ॥ বানারসি সাড়ি তারে এনে পেন্দাইল * সব নামের কুরতা দিল গায়েতে তাহার ॥ কিম খাবের চাদর গায় দেখিতে বাহার * তার পরে জেওর আনে কত রকমের ॥ পেন্দাইল এরাবতী বিবির খাতের * নঙসাকে ওই মত খুব সাজাইল ॥ মজলিসে আনিয়া তারে বসাইয়া দিল * কাজি জিকে ডেকে এনে সাদি পড়াইল ॥ আমিন আমিন ভাই সকলেতে বল * তার পরে বর কুরি আনিলেক ঘরে ॥ আরসি লইয়া দেখাইল দোহাকারে * এরাবতী খুসি মনে রহিল ঘরেতে ॥ পুথি সায় হয়ে গেল সোন সক লেতে * আমিন আমিন বল জত দিন দার ॥ কেচ্ছা তামাম হৈল নেজাম পাগলার *

* নেজাম পাগলার পুথি সমাপ্ত *

---

* সুচী পত্র শুরু *

হামদোনাথ * ১
কেচ্ছা শুরু ও মোহন ছওদাগরের বয়ান * ২
ছওদাগর জাদা কিঙ্কর ছওদাগরিতে জায় * ৫
এক বিদেশী জওানের জবানি কমলাবতীর ছুরত শুনিয়া কিঙ্কর বেকারার হয় ও আখেরে ফকিরের ভেসে তালাসে জায় তাহার বয়ান * ৭
ছওদাগরজাদা আপনাকে পাগল বানাইয়া রাজবাটীতে জাইবার বয়ান ১২

উজিরের বেটার উপরে কমলা বতী আসক হয় তাহার বয়ান * ১৪
উজিরের নিকট নেজাম চোরাইয়া খত লিখিয়া পৌছাইবার বয়ান* ১৬
উজির নেজামের ফোসে পড়িয়া আপন লাড়কাকে বন্দখানায় দেয়
তাহার বয়ান * ১৮
সাহাজাদি কমলাবতী মালিনীকে আপনার আহওাল কহে * ২২
নেজাম পাগল রাক্ষস মারিতে জাইবার বয়ান * ২৩
সাহাজাদি কমলাবতীর নিকট হইতে নিজাম বিদায় হইবার বয়ান ২৫
কুণ্ডা হইতে রাক্ষসের জান নেকলিয়া মারে ও লালমতীকে
সাদি করিবার বয়ান * ২৮
রাজ কন্যা কমলাবতীর খেদ * ৩১
মালিনি নেজামকে লইয়া কমলাবতীর সহিত মোলাকাত
করাইবার বয়ান * ৩২
নেজাম রাজ দরবারে জায় ও লাল লইয়া রাজাকে দিবার বয়ান * ৩৩
শ্রীধর রাজা বাহমনকে খতের জওান লিখিবার বয়ান * ৩৭
শ্রীধর রাজার সাতে বাহমন লড়িতে জায় তাহার বযান * ৩৭
নেজাম ও বাহমনের দোছরা দিনের লড়াই * ৩৯
সুমতি ও নেজামের সাদির বয়ান * ৪১
সুমতীর সিঙ্গারের বয়ান * ৪৪
মালিনী কমলাবতীকে লইয়া রাজ বাটীতে নেজামকে দেখাইতে
লইয়া জায় তাহার বয়ান * ৪৬
নেজাম ও কমলাবতীর ছওাল জওাব ও মান ভঞ্জন ও আখেরে
বিবাহ হয় তাহার বয়ান * ৪৭
কমলাবতী ও লালমতি ও সুমতি তিন জনে ছুরাতের দেমাগ করে
ও তোতা পাখি এরাবতীর রূপের বয়ান করে * ৫০
রাজ কন্যা বাগানে জায় ও নিজামের তছবির খরিদ করে এবং
এক চিত্রকরের জবানি নেজামের রূপ শুনিবার বয়ান * ৫৪
নেজামের তছবির এরাবতীকে দেয় ও এরাবতীর তছবির উঠাইয়া
লেয় এবং ছওদাগর আপনার দেশে জায় তাহার বয়ান * ৫৭
নেজাম এরাবতীর তছবির দেখিয়া বেকারার হয় * ৫৯
নেজাম এরাবতীর তালাসে জায় ও এরাবতী কয়েদ খানায়
বন্দ হইবার বয়ান * ৬০

ছওদাগর জাদা নেজামের সাতে এক দরবেসের মোলাকাত হয় ও এরাবতীর দেশে জায় * ৬৩
নেজাম এক মালিনির ডেরে থাকে ও সাহাজাদি এরাবতী খাব দেখিয়া বন্দখানা হৈতে খালাস পাইয়া নেজামের সাতে মোলাকাত হইবার বয়ান * ৬৫
ছওদাগর জাদা নেজাম ও এরাবতীর কয়েদ হইবার বয়ান * ৬৮
কোতওালকে বন্দখানা দিইবার বয়ান * ৭০
নেজাম এরাবতীকে লইয়া শ্রীধর রাজার দেশে আসিবার বয়ান * ৭২
এরাবতী সতিনি দিগের নিকটে আপন আহওাল কহিবার বয়ান * ৭৪
তিন জনা সতিনী এরাবতীর দুসমনি করে ও এরাবতীর উপপতির বাদ দেয় এবং আখেরে কমলাবতী ও লালমতি ও সুমতী মারা জায় ৭৬
ছওদাগর জাদা কিঙ্কর আপনা মুল্লুকে এরাবতীকে লইয়া আসিবার বয়ান * ৭৮
এরাবতী বিবির সাতে নেজামের বিবাহ হইবার বয়ান * ৮০

* সুচীপত্র সমাপ্ত *

বিজ্ঞাপন।

* প্রথম সত্তাধিকারীর বিজ্ঞাপন *

সর্ব্বসাধারনকে জানাইতেছি যে শ্রীমহাম্মদ মুনসী সাহেব এই নেজাম পাগলা নামক কেতাব রচনা করিয়া আমার নিকট উচিত মুল্যে কাপি রাইট বিক্রয় করিয়া নিসত্ত হইয়াছেন। এইক্ষণে আমি সত্তবান হইয়া উক্ত কাপি রাইট অনেক মেহনতে ও নিজখরচের দ্বারায় আপনারিয়া জিয়াপ্রেসে ছাপাইলাম॥ কিন্তু আমার বিনা অনুমতিতে এই কেতাব কেহ ছাপিবেন না॥ জদি কেহ ছাপেন তবে আমার ক্ষতি পুরনের দাইক হইবেন ইতি * সান ১৩০৭ সাল, ১লা আষাড়॥

* কলিকাতা, বেলিয়াঘাটা মিঞার বাজারের উত্তর কোনে ১৩২।৬ নং বাটী *

নিবেদক—শ্রীরিয়াজদ্দিন খান *

দ্বিতিয় সত্তাধিকারীর বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জ্ঞাত করান জাইতেছে যে, এই নিজাম পাগলার পুস্তকের কাপী সত্যের হক, সত্তাধিকারগণদের নিকট হইতে উচিত মুল্যে ১৩২৩ সালের ৯ই ভাদ্র তারিখ এক কিত্তা রেষ্ট্রীকৃত দলিল দ্বারায় ক্রয় করিয়া সত্যবান হইয়া, নিজ নামের মোহর দ্বারা আপন ওসমানীয়া প্রেসে ছাপাইয়া প্রকাশ করিলাম ॥ অদ্য হইতে এই পুস্তক আমার বিনানুমতীতে যে কেহ ছাপেন বা ছাপান, তাহাতে আমার যে ক্ষতি হইবেক, সম্পুর্ণ ক্ষতিপুরনের দাইক হইবেন। প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তক নিজে ছাপিবার সময় পুস্তকের পুর্ব্বকৃত ভাষা অনেক পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত করিয়া ছাপা গেল, এহাতে গ্রাহকগণ ক্রয় কালিন যেন মনে কোন প্রকার সন্দেহ না করেন। নিবেদন ইতি। সন ১৩২৩ সাল তারিখ ৫ঠা চৈত্র ॥

নিবেদক---শ্রীমহাম্মদ কোরবান আলি ॥

এতদ্বাতা অনুগ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গন দিগের সমীপে আমি বিনিত ভাবে জানাইতেছি যে, বোধ করি আপনাদের সদা সর্ব্বদাই (কোরান সরিফ) কেতাব পুথি পুস্তক ইত্যাদির দরকার হইয়া থাকে, ও তজ্জন্য অন্যত্র ওয়াডার দিয়া ঠকিতেছেন ॥ তার কারন এই আপনি যে দোকানেই ওয়াডার দেন না কেন কোন দোকান দারই নিজে দোকানে থাকে না, বাড়ীতে থাকে, কাজে কাজেই মাল পত্র ঠিক মত জায় না ॥ সুতরাং আমি নিজে দোকানে সর্ব্বদা থাকিয়া সয়ং মাল পত্র দেখিয়া শুনিয়া পাঠাইয়া থাকি একটি বার আমার নিকট একটী ওয়াডার দিয়া দেখুন যে, কি সুন্দর পরিস্কার মত মাল পাঠাইয়া দেই ও কত সুন্দর মাল পান, আবার সর্ব্বাপেক্ষা দরে সুবিধা॥আমারদোকানে আরবী ফারসী কেতাব কোরান সরিফ সর্ব্ব প্রকারের ছাপা মজুদ থাকে ও হিন্দি বাংলা নাগরী পুথী পুস্তক নাটক নভেল গানের বই গীতাভিনয় স্কুলপাঠ্য পুস্তক সকল প্রকার উপস্থিত মৌজুদ রাখা হয় স্বয়ং আসিয়া কিম্বা পত্র দ্বারা ভিঃ পিঃ পারশেলে অর্থাৎ যে ভাবে আপনার সুবিধা হয় লইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই, প্রতারনা নাই ॥ বিশেষতঃ আমি নিজ প্রেসে পুস্তকাদি ছাপাইয়া থাকি জানিবেন, বেশী লেখা বাহুল্য একবার পরিক্ষা প্রার্থনীয় ॥ ইতি---

নিবেদক---শ্রীমহাম্মদ কোরবান আলি

সাচ্চা লড়ায়ের নুতন পুস্তক ॥
মৌলবী আজহার আলি প্রণীত ॥
ছহি জঙ্গে রছুল ও জঙ্গে হজরত আলি

—— ঃ০ঃ ——

লড়ায়ের পুস্তক পরিবার জন্য আজকাল পাঠকদের সকলেরি মনের অভিলাস কিন্তু বাজারের জঙ্গে খয়বর, ফতুহ স্বাম আমির হামজা গং লড়ায়ের কেতাব বহুতর প্রচলিত আছে কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া আর পরিতৃপ্তি হয় না, কারন সেসমস্ত কেতাব বহুদিবসাবধি পড়াহইতেছে ও তাহার হাবভাব গুলিওপ্রায় লোকেই জ্ঞাতব্য। শুতরাং সকলেই বলেন যে এর চেয়ে ভাল ও সাচ্চা কোন লড়ায়ের কেতাব হইয়াছে কি না আমি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বহু পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে মৌলবী আজহার আলি সাহেবকে দিয়া আরবি তৌয়ারিখ হইতে তরজমা করাইয়া এই আসল হিরক হার, আজ পাঠকমহোদয় গনের গলায় ঝুলাইলাম পাঠক মহোদয় গনের মনরঞ্জন বাসনা পুর্ণ হইলেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল মনে করিব॥ এই জঙ্গে রছুল রেছালায় যে যে বিশয় লিখিত হইয়াছে তাহা সামান্য বিজ্ঞাপনে লিখিয়া প্রাকাশ করা অসাধ্য পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন যে সর্ব্ব প্রকার লড়ায়ের কেতাব হইতে এটী উত্তম হইয়াছে কি না জিনি একবার পাড়বেন তিনার মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে এটী সর্ব্বাপেক্ষা যথার্থই উত্তম॥ এহাতে হজরত রছুল করিম ছঃ স্বয়ং লড়াই করিরা যে যে ভাবে যে যে দেশে পবিত্র এসলাম ধর্ম্ম স্থাপীতকরিয়াছেন, এবং হজরত আলি করমুল্লার সাতে বিবি ফাতেমা রাঃ বিবাহ ও এমাম হাসেন ও হোসেনের জন্ম এবং বিবি ফাতেমার মৃত্ত এবং হজরত রছুল কঃ ও হজরত আলি কঃ দোন একত্রে কাবার বোজ তুড়িয়াএসলাম দিন জারি করান॥ও এস্কেন্দারিয়া, এরান তুরান তোগান মোগান স্বামএরাক, খয়বর সহর, বাছেরা সহর গং দেশের বোদনের সাতে লড়াই করিয়া দিন জারি কড়ান॥ আবার হজরত আলি হইতেই যে ফকিরি মারফতের ভেদ সকল ওলমা গনে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার নিদর্শনও ছেজরাএবং হজরত আলি কঃ সাহেবের মৃত্ত ও লাশ কোথায় কবর হয় তাহা অর্থাৎ হজরত আলির জন্ম হইতে মৃত্ত পর্য্যন্ত জিবনে যে যে লড়াই ও যে যে কষ্ঠ করিয়াছেন তাহার বিশেষ বিবরন লিখিত হইয়াছে সামান্যবিজ্ঞাপনে কত লিখিব পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন পুস্তক খানা ২৪০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত মুল্য ডাক মাশুল সমেত ॥৵০ দশ আনা

ওসমানিয়া লাইব্রেরীর

সুলভ বিজ্ঞাপন, আবশ্যক মতন নিচের ঠিকানায় পত্র লিখুন।

মেফ তাহলজান্নাত
বড় খয়রল হাশার
আরবাইন হাদিছ
জঙ্গে রছুল
সখিসোনা
শিরিফরহাদ
শাশুরী জামাই
নুরনামা উর্দ্দ জবান
এর সাদে কাউয়ালি
আখবার ছালাত
ছোলেমানি তালেনামা
আখবারল অজুদ
একশত ত্রিশ ফরজ
সংসার চরিত্র
কমরজ্জমান
খাবনামা
বেনজির নাটক
ছুরতনামা
গোলশানে ওস্বাক
ইন্দ্রসভা
অজুদনামা
নিজাম পাগলা
গোলেআরজান
হেদাএতল ফোচ্ছাক

খয়রলবসার মৌলুদ
মনুহর মালতি
নুরবক্ত নওবাহার
সাহাদতে কারবালা
গোলশানে আবর
লক্ষি শনির ঝগড়া
তাম্বিহল গাফেলিন
রৌশন জামাল
হটিল্লা গাজি
সহিদে মরতজা
মারফত নামা
নুরনামা
জঙ্গে ছোহরাব
দেলারাম
মধুমালতী
বড় ছায়েত নামা
কটুমিয়া
গোলে হরমুজ
লায়লি মজনু
আজাএব ছোলেমানি
কালুগাজি চাম্পাবতী
লালবানু সাজামান
ভুদমেহের গাজি
সোলতান জমজমা

স্থানাভাবে সকল রকম পুস্তকের নাম দেওয়া গেল না পত্র লিখিলে সকল পুস্তকই পাইবেন।

পত্র লিখিবার ঠিকানা---শ্রীমহাম্মদ কোরবান আলি।
১১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ওসমানিয়া লাইব্রেরী কলিকাতা।